

মন্দির

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

ওঁ

মন্দির

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী (ইউ,পি)

মূল্য ৫-০০ (পাঁচ টাকা)　[মাশুল স্বতন্ত্র

মুদ্রণ -সংখ্যা ৩,০০০ (তিন হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১
[1976]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

অযাচক আশ্রম

ডি, ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১ ইউ, পি,

(লাক্‌সা পুলিশ চৌকির পিছনে)

কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ঃ—

১। গুরুধাম, পি ২৩৮, সি, আই, টি, রোড, কাঁকুরগাছি, পোষ্ট অফিসের পূর্ব্বদিকে কলিকাতা-৭০০০৫৪

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

৩। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী-ভিতর-প্রাঙ্গণ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৩৫

ডাকে নিতে হইলে অগ্রিম মূল্য সহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
ডি৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩৫৩ সালের ১৫ই আষাঢ় রথযাত্রার দিন "মন্দির" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোট ২৪৭টী গান নিয়া মন্দির প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। রচনা-রীতি, রচনা-কাল, ভাব-পারম্পর্য্য প্রভৃতির হিসাব করিয়া সঙ্গীত-সমূহের সংগ্রথনের ক্রম-নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন গায়ক এই গানগুলি বিভিন্ন সুরে গাহেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও রাগ-রাগিণীর সংযোগ প্রায় গানেই করা হইল না। অধিকাংশ গীতই পুস্তকে মুদ্রিত হইবার বহু পূর্ব্বে সাধক ও গায়কদের সমাজে সমাদরণীয় হইয়াছে। বহু বাউল, ফকীর প্রভৃতিরা এই সকল সঙ্গীত গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ান। কোনও কোনও গান গ্রামোফোনের মারফৎও প্রচারিত হইয়াছে। এগারটী গান "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" সবাক্ ছায়াছবির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত তাহাদের পদমাধুর্য্যে, সুর-সৌন্দর্য্যে, ভাব-পেলবতায় ও অর্থের সরল সরসতায় আপনা আপনি ভক্তসমাজে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। নানা স্থানে বর্ষে বর্ষে গুণী গায়কেরা "স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত-সম্মিলনী" করিয়া মহান্ তাপসের রচিত সঙ্গীতসমূহ গাহিয়া থাকেন। এই কারণে ইহাদের পরিচয় দিবার জন্য অতি-বিস্তারের আবশ্যকতা দেখি না। এই পবিত্র সঙ্কলন জন-সাধারণের হস্তে পৌছিয়াছে দেখিলেই কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি—১৩ পৌষ, ১৩৬৬ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী।

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী।

মুদ্রণ -সংখ্যা ৩,০০০ (তিন হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১
[1976]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :—

অযাচক আশ্রম

ডি, ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১ ইউ, পি,
(লাক্‌সা পুলিশ চৌকির পিছনে)

কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে :—

১। গুরুধাম, পি ২৩৮, সি, আই, টি, রোড, কাঁকুড়গাছি, পোষ্ট অফিসের পূর্ব্বদিকে কলিকাতা-৭০০০৫৪

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

৩। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী-ভিতর-প্রাঙ্গণ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৩৫

ডাকে নিতে হইলে অগ্রিম মূল্য সহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
ডি৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩৫৩ সালের ১৫ই আষাঢ় রথযাত্রার দিন "মন্দির" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোট ২৪৭টী গান নিয়া মন্দির প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। রচনা-রীতি, রচনা-কাল, ভাব-পারম্পর্য্য প্রভৃতির হিসাব করিয়া সঙ্গীত-সমূহের সংগ্রথনের ক্রম-নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন গায়ক এই গানগুলি বিভিন্ন সুরে গাহেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও রাগ-রাগিণীর সংযোগ প্রায় গানেই করা হইল না। অধিকাংশ গীতই পুস্তকে মুদ্রিত হইবার বহু পূর্ব্বে সাধক ও গায়কদের সমাজে সমাদরণীয় হইয়াছে। বহু বাউল, ফকীর প্রভৃতিরা এই সকল সঙ্গীত গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ান। কোনও কোনও গান গ্রামোফোনের মারফৎও প্রচারিত হইয়াছে। এগারটী গান "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" সবাক্ ছায়াছবির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত তাহাদের পদমাধুর্য্যে, সুর-সৌন্দর্য্যে, ভাব-পেলবতায় ও অর্থের সরল সরসতায় আপনা আপনি ভক্তসমাজে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। নানা স্থানে বর্ষে বর্ষে গুণী গায়কেরা "স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত-সম্মিলনী" করিয়া মহান্ তাপসের রচিত সঙ্গীতসমূহ গাহিয়া থাকেন। এই কারণে ইহাদের পরিচয় দিবার জন্য অতি-বিস্তারের আবশ্যকতা দেখি না। এই পবিত্র সঙ্কলন জন-সাধারণের হস্তে পৌছিয়াছে দেখিলেই কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি—১৩ পৌষ, ১৩৬৬ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী।

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

পূর্ব্ববঙ্গের অন্তঃপাতী ত্রিপুরা (অধুনা কুমিল্লা) জেলার অন্তর্গত কমলাসাগর (তৎকালীন কসবা)-নিবাসী শ্রীযুক্ত (অধুনা স্বর্গত) যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৩২৯ সালে "মন্দির" এর কতকগুলি গান "গানের বই" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। গানগুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। বহিখানা সম্ভবতঃ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।

"মন্দির"এর গানগুলি অধিকাংশই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। দুই চারিটি গান প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বের রচনা। কোনো কোনো গান দশ পনের বৎসরের মধ্যে রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ-কালে তাহার দুই চারিটীও গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গ-পত্রে উপরে লিখিত যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বাঘাউড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত (অধুনা স্বর্গত) আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্পর্কে সঙ্গীত-রচয়িতা লিখিয়াছেন—

> "বাংলা ১৩২৯এর অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩১এর কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পূর্ণ দুইটি বছর আপনার গৃহের পূজা-মণ্ডপে প্রায় প্রতি রজনীতে রাত্রি ৯টায় এবং প্রতি উষাগমের পূর্ব্ব সময়ে আমার কণ্ঠ গান গাহিত, আপনার হস্ত মৃদঙ্গ বাজাইত। সেই দিন যাহা রচনা করিয়াছিলাম, তাহারই কতকাংশ এই "মন্দির"কে নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের সহিত আপনার প্রীতিমাখা স্মৃতি চিরস্থায়ী হইয়া রহুক।"

সঙ্গীত-সূত্রে মিত্রতা অনেক সময়ে অভাবনীয় স্থায়িত্ব পাইয়া থাকে, তাহার ইহা একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণে "মন্দির"এর সঙ্গীতগুলি পর পর যে ভাবে সাজান ছিল, তাহার পরম্পরা একটু পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে।

মুদ্রণ-কার্য্য চলিতে চলিতে পুরাতন সময়ের রচিত আরও দুই চারিটি গান পাওয়া গেলে, যেখানে যেটি বসান যায়, সেখানে সেটি বসাইয়া দেওয়া হইবে। ইতি—৭ই মাঘ, শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭৮ বাং

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী—১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত বর্ত্তমানে ভক্ত ও গায়কদের সমাজে এক মহা-সমাদৃত বস্তু। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ত বটেই, অন্যান্য মাসেও নানা স্থানে বিরাট বিরাট আসরে সাধক ও ভক্তেরা স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত ভক্তি-সহকারে পরিবেশন করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্য নহে যে "মন্দিরে"র চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণ করিতে হইল। ইতিমধ্যে "মূর্চ্ছনা ও "মঙ্গল-মুরলী" সঙ্গীতগ্রন্থদ্বয়ও বাজারে ছাড়া হইয়া গিয়াছে।

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতের আসল মর্ম্মগাথা পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন। দেশব্যাপী চরিত্রগঠন আন্দোলন চলিতেছে, প্রত্যেক সভাতে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত গীত হয়। চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণ কালে নূতন কোনও সঙ্গীত সংযোজিত হইল না। ইতি—পৌষ, ১৩৮৩

কিমধিকমিতি

অযাচক আশ্রম
ডি৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০০১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

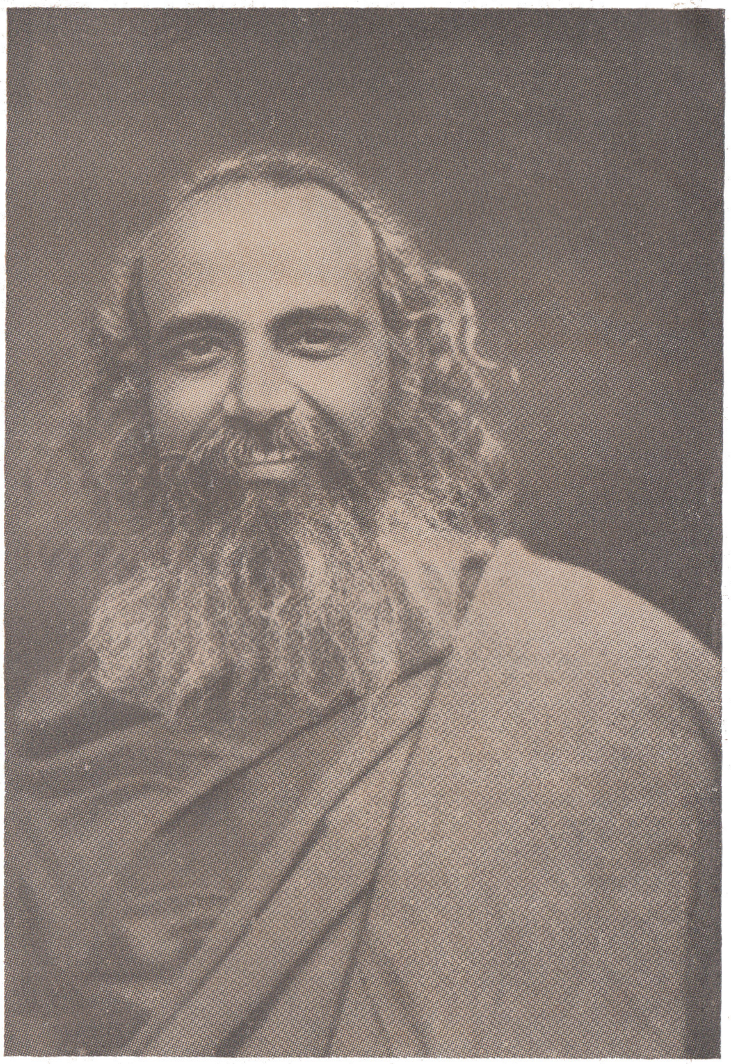
উৎসর্গ

যাহার কণ্ঠে
আমার প্রভুর গান,
তাহারে করিনু
সমস্ত মোর দান ॥
"আমি" বা "আমার",—
বৃথা ভ্রম-ভার,—
রাখিব না অভিমান ॥

আমার প্রভুর
গানে ভরপূর
অনন্ত কোটি ধরা,
আমার প্রভুরই
মূরতি নেহারি'
প্রকৃতি স্বয়ম্বরা ;
প্রেমের প্লাবনে
নিখিল ভুবনে
ভাসুক সবার প্রাণ,
(ওগো), ডুবুক সবার প্রাণ ॥

১৩ই পৌষ, ১৩৬৬
মঙ্গলবার।

স্বরূপানন্দ



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মন্দির

(১)

সমবেত উপাসনা

আরতি

ভৈরবী ত্রিতাল

(বহুকণ্ঠে একত্র গেয়)

জয় জয় ব্রহ্ম, পরাৎপর, ঈশ্বর,
শমন-গর্ব্ব-পরিভঞ্জ ।
জয় জয় শান্ত, সমাহিত, সুন্দর,
জয় মন্মথ-মদ-গঞ্জ ॥

পরমানন্দ, নিকেতন, কারণ,
সঙ্কট-তারণ, বন্ধু,
সত্য, সনাতন, ভবভয়-বারণ,
নিরাশ-হৃদি-পূর্ণেন্দু,
মানস-মোহন, ভক্ত-পরায়ণ,
চির-মঙ্গল-মধু-পুঞ্জ ॥

জয় জয় শাশ্বত, বিশ্ববিধায়ক,
জয় জয় স্রষ্টা, সংহর, পালক,
জয় জগজীবক, পাবক, তারক,
শরণাগত-জন-কল্মষ-হারক,
নিরঞ্জন, জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ,
পরম-প্রেম-রসাল,
নিখিল-ভুবনময়, বিশ্বনাথ, প্রভু,
দীন-সহায়, কৃপাল,
অন্ধ-নয়ন-যুগ-তিমির-বিনাশক,
নিত্য-প্রদীপ্ত জ্ঞানাঞ্জ ॥

*　　*　　*

গুরুস্তোত্র

বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্,
বন্দে সদা-সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্,
বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্ ॥

প্রেমাবহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্,
কামাপহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্ ॥
পাপাপহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্,
তাপাপহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্॥

জ্ঞানাকরং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্,
ধ্যানাকরং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্,
পুণ্যাকরং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্,
নিত্যাভয়ং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্ ॥

*　　*　　*　　*

জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, ওঙ্কার-গুরু ।
ওঙ্কার-গুরু, ওঙ্কার-গুরু, ওঙ্কার-গুরু, জয় ব্রহ্মগুরু ॥
জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, ওঙ্কার-গুরু ॥

*　　*　　*　　*

ব্রহ্ম-গায়ত্রী

ওঁ ভূ-ভু্র্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ ॥

জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প

(স্ত্রীলোকের পক্ষে) ওঁ জগন্মঙ্গলাহং ভবামি ।
(পুরুষের পক্ষে) ওঁ জগন্মঙ্গলোহহং ভবামি ।

জপ-সমর্পণ

ত্বমেব ধাতা হিতং ধেয়ো বা,
—ভক্তিস্ত্বমেব ভজনঞ্চ ভক্তঃ,
কিং প্রার্থয়ামি পরমমহেশ্বর,
—ত্বমেব শান্তিং বিদধাসি নূনং ॥ ১ ॥

কল্পবৃক্ষ ইব দদাসি সর্ব্বং,

—কদাপ্যপেক্ষাং করোষি নার্ত্তেঃ,

শরণাগতোঽহং তব পাদপ্রান্তে,

—যথাভিসন্ধং কুরু কল্যাণম ॥ ২ ॥

*　　　*　　　*　　　*

কীর্ত্তন

১। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,

২। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,

৩। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,

৪। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্ ॥

৩। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,

১। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্, ॥

৩। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্ ॥

*　　　*　　　*　　　*

অখণ্ড-স্তোত্র

ওঁ অমৃতং সুন্দরং শান্তং নিত্যং প্রেমসুখাবহম্,
ভক্তানাং প্রাণ-সর্ব্বস্বং পরমানন্দ-বর্দ্ধকম্
অনন্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দ-বিগ্রহম্,
ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রাভ্যাং দ্রষ্টব্যম্ অদ্বিতীয়কম্,
নান্যঃ প্রিয়তরো যস্মান্নাভূন্ন বা ভবিষ্যতি,
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১ ॥

ওঁ ধৃতং প্রেম্না জগদ্ যেন্ ত্রৈলোক্যং জায়তে যতঃ,
বিশ্রামো লভ্যতে যস্মিন্ শ্রান্তে ক্লান্তে চ জন্মসু,
পিপাসাসু চ সর্ব্বাসু যস্তু তৃষ্ণাপহারকঃ,
প্রার্থনাসু চ সর্ব্বাসু সর্ব্বথা কামপূরকঃ,
স্থূলে সূক্ষ্মে ইহামুত্র চৈতন্যম্ আত্মসংস্থিতম্,
প্রাণদং প্রেমদং পুণ্যং মন্ত্ররাজং নমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধের্বিমর্দ্দকম্,
স্বরূপং সর্ব্বভূতানাম্ অখণ্ডং নাদ-রূপকম্,
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন্দ-ঘনং শুভম্,
ব্রহ্মেন্দ্রা বিষ্ণু-রুদ্রাশ্চ ধ্যায়ন্তি যম্ অহর্নিশম্,
গায়ন্তি ঋষয়ো দেবা ভক্তি-ব্যাকুল-চেতসঃ
সর্ব্বামহমিকাং ত্যক্ত্বা মহামন্ত্রং ভজাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

*　　　*　　　*　　　*

শান্তি-বাচন

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি †

---

† "সমবেত উপাসনা" শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কণ্ঠে গ্রামোফোণ রেকর্ডে গীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই রেকর্ড আর পাওয়া যায় না। "জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর" স্তোত্রটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবিতে প্রারম্ভ-সঙ্গীত রূপে দ্রুত-লয়ে গীত হইয়াছে। সম্পূর্ণ সমবেত উপাসনার লং-প্লেয়িং ষ্টিরিও রেকর্ড "মালটিভারসিটি" দ্বারা করা হইয়াছে।

(২)

আমার পর্ণকুটীর খানিরে
মন্দির কর তব
পূর্ণ করহ বর্ণে গন্ধে,
আয়োজনে অভিনব ॥
তোমার প্রেমের আরতির বাতি
জ্যোতিরুল্লাসে করি' মাতামাতি
ধূপের ধোঁয়ায় খেলিয়া বেড়াক,
জমুক মহোৎসব ;
রিক্ত আমাতে ঝরিয়া পড়ুক
স্বরূপের বৈভব ॥
দিকে দিকে তব বন্দনা-গীতি
জাগাক সুপ্ত প্রাণ,
তোমার কোমল দৃষ্টি বহাক
সবার নয়নে বান ;
তুমি আজ জাগো, সবারে জাগাও ;
আমি গাহি গান, তুমি সাথে গাও ;
প্রেমের পরশে জাগুক হরষে
আনন্দ-কলরব,
প্রতি অনুপলে লীলা-চঞ্চল
নব নব অনুভব ॥

(৩)

এক মুঠা ধূলি দিয়া তৈরী এ দেহখানি
তোমার মন্দির তুমি লও হে করিয়া,
প্রতি অণু-পরমাণু তোমার পূজার লাগি'
নিজ হাতে মনোমত লও হে গড়িয়া ॥

ধূলা বালি কাদা ছানি'
দাও প্রাণ, দাও বাণী
অসার অনিত্য এই মাটির ঘটে ;
আঁক হে মহান্ কবি
তোমার মোহন ছবি
দু'দিনের বিলাসের মানস-পটে ;
কোটি জনমের আশা
অফুটন যত ভাষা
তোমার পরশ দিয়া দাও জাগাইয়া ॥

(৪)

কেদারা, ঢিমা তেতালা

এস হে প্রাণের প্রিয়
আনন্দ-মন্দিরে,
বাজাও জীবন-বীণা
মলয়-সমীরে।

(২)

আমার পর্ণকুটীর খানিরে
মন্দির কর তব
পূর্ণ করহ বর্ণে গন্ধে,
আয়োজনে অভিনব ॥

তোমার প্রেমের আরতির বাতি
জ্যোতিরুল্লাসে করি' মাতামাতি
ধূপের ধোঁয়ায় খেলিয়া বেড়াক,
জমুক মহোৎসব ;
রিক্ত আমাতে ঝরিয়া পড়ুক
স্বরূপের বৈভব ॥

দিকে দিকে তব বন্দনা-গীতি
জাগাক সুপ্ত প্রাণ,
তোমার কোমল দৃষ্টি বহাক
সবার নয়নে বান ;

তুমি আজ জাগো, সবারে জাগাও ;
আমি গাহি গান, তুমি সাথে গাও ;
প্রেমের পরশে জাগুক হরষে
আনন্দ-কলরব,
প্রতি অনুপলে লীলা-চঞ্চল
নব নব অনুভব ॥

তুমি আজি গাহ গান,

বহাও প্রেমের বান,

বাজাও তোমারি সুরে

হৃদি-যন্ত্রটীরে ;

তোমারি মধুর নামে

লহ মোরে ঘিরে ॥

(৫)

এস এস সুন্দর বন্ধু আমার !

দিব্য বিভায় কর দিগ্‌দেশ উজ্জ্বল,

হৃদয়-গুহার কর লুপ্ত আঁধার ॥

আসন পাতিয়া বসি আপন হাতে

পাতাও প্রেমের খেলা আমার সাথে,

হেসে হেসে কথা কও,

মন-প্রাণ কেড়ে লও,

করহে আলিঙ্গন বারংবার ॥

কেমন করিয়া আমি
তুষি তোমারে,
শিখাইয়া দাও প্রভু
সে কথা মোরে ;
যাহাতে তোমার সুখ,
তৃপ্তি যাহে,
তাহাই তোমারে দিতে
পরাণ চাহে ;
তোমারি সুখের লাগি'
আমি তব অনুরাগী,
তব সুখ ছাড়া কিছু
নাহি চাহি আর ॥

(৬)

বেহাগ, একতালা

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে ; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর ॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভরপুর ॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর ॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে ;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর ॥

(৭)

বিলাইব অমৃত-ভাণ্ডার,
তাতে আর ভয় কি রে কার ?

সকলেরে দিব সমভাবে
ব্যাকুল হইয়া যেবা চাবে,
ছোট-বড় দীন-ধনী যত
সকলেরে দিব অধিকার ॥

"তোরা নীচ", "তোরা হীন" বলি'
কাহারে না যাব পায়ে দলি',
সবারে টানিয়া আনি' কাছে
সকলের হব আপনার ॥

(৮)

লুম্ ঝিঁঝিট, ঠুংরী

হারে, ওঙ্কারে বীণা বাজে রে।
বাহিরে বাজে না, বাজে
প্রাণ-মাঝারে।
বাহিরে বাজে না, বাজে
মনো-মাঝারে ॥

মরমের কাণে শুনি
কী বা মধুর ধ্বনি
—এই সরমের কাণে নয়—
—এই ভরমের কাণে নয়—
দিবা যামিনী,   নাচে পরাণি
—তালে বেতালে—
আকুলি' ব্যাকুলি' উঠি বারে বারে।
পরাণ জুড়িয়া শুধু চাহি তারে ॥

সরস পরশ লাগি'
হরষ উঠিছে জাগি';
দরশ আশে   শ্বাসে শ্বাসে
গভীর রাগিণী শত উঠে ফুকারে।
ওঙ্কার-ঝঙ্কার তারে তারে ॥ *

(৯)

লছ্মী ; দাদ্রা

প্রাণের বীণা মধুর সুরে
প্রণব-গাথা গা রে,
জাগারে আজ সুপ্ত চেতন
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ॥

---

* "ওঙ্কারে বীণা বাজে রে" এই গানটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবিতে গীত হইয়াছে।

জগৎ-জোড়া যতেক ধ্বনি,
প্রণব যে তার মধ্যমণি,
এই বিভূতির কর্‌রে প্রকাশ
টঙ্কারে টঙ্কারে,
সেই মহিমার বিকাশ ঘটা
তোর ঐ তারে তারে ॥

সকল নামের সমন্বয়
একটী নামেই সুনিশ্চয়,
এই নামেতেই মজুক আমার
হৃদয় নির্ব্বিচারে,
নিখিল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত
পবিত্র ওঙ্কারে ॥ *

(১০)

কোটি গ্রহতারা আপন কক্ষে চলে
বল বল কার মধুময় নাম ব'লে ?
অনন্ত নভঃ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়
দিবারাতি তারা কার মহানাম কয় ?
কার কাছ হ'তে ছুটিয়া আসিয়া তারা
ভ্রমিছে বিশ্ব নির্ভয় কুতূহলে ?

---

* "প্রাণের বীণা মধুর সুরে" এই গানটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়া-ছবিতে গীত হইয়াছে।

বিশ্বনাথের বিশ্বনামের ধ্বনি
গমকে গমকে উঠিতেছে নিঃস্বনি',
সবার কণ্ঠে ওঙ্কার-মধুনাম
রোমাঞ্চ-ভরা আনন্দে উচ্ছলে ॥

(১১)

কার ঐ সুমধুর গান ?
ওঙ্কার-ঝঙ্কারে জাগাইছে চিত মোর,
মথিত করিছে মন-প্রাণ ॥

রবি-শশি-তারকায়
কার নাম-গান গায় ?
বিষ্ণু-মহেশ্বর কার করে ধ্যান ?
কার সুধামাখা বাণী
পরাণে পরশ হানি'
ইন্দ্র বরুণে করে মহা-মহীয়ান্ ?
ব্রহ্মা সৃজিছে কত বিশ্বজগৎ
মনে মনে ভাবি' কার নাম সুমহৎ ?
সীমার মাঝারে কারে
রূপ দিতে বারে বারে
লক্ষ প্রয়াসে করে সৃষ্টি মহান্ ?

(১২)

প্রণব কুসুম আজি
ফুটিল বনে
পূরিল সকল সাধ
যা ছিল মনে ॥
একটী ফুলের মাঝে
নিমেষেই জাগিল যে
বিশ্বের যত ফুল
শুভ-লগনে ॥

সকলের মুখে হাসি,
প্রাণভরা বাজে বাঁশী ;
সকলে মিলিয়া এক
প্রেম-সাধনে
একের মাঝারে সব
দেখে নয়নে ॥

(১৩)

রূপের ভাষা শুনতে খাসা,
চ'খ বুঝে তা বুঝতে হয় ;
অমাবস্যার শূন্য আঁধার,
প্রকাশ তাতে জ্যোতির্ম্ময় ॥

অণুর অণু, রেণুর রেণু,
তার মাঝারে ধ্বনির জয়,
আমার, তোমার, বিশ্বজনার
সকল ভাষার সমুচ্চয় ॥

পায়ের তলায় মাটির দলায়
চিৎ-স্বরূপের মন্ত্র কয়
আকাশ-পথে আলোর রথে
অনন্ত নক্ষত্র-চয় ॥

কণ্ঠ-ভাষে সবাই হাসে,
স্তব্ধবাণী কেউ ত' নয় !
ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বিশ্ব-জগৎ
একটী নাদের সমন্বয় ॥

(১৪)

ভৈরবী দাদ্‌রা

আবাদ কত্তে মন ছিল না *
বন্ধু কে এক এসে,—
"চাষার বিদ্যা শিখ্‌তে হবে"—
বল্লে হেসে হেসে।

---

* "আবাদ কত্তে মন ছিল না" এবং "পেয়েছি ভাই, আসল বীজের" গান দুইটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবিতে রচয়িতার নিজ পুণ্যকণ্ঠে গীত হইয়াছে।

"বজ্র-কঠিন এই পাথরে
ফুট্‌বে রে ফুল থরে থরে,
মরুভূমির শুষ্ক বেলা
সাজবে সবুজ বেশে",—
বলে হেসে হেসে ॥

নিলাম কিনে ঝুড়ি, কোদাল,
চাষের বলদ, নিড়ানি, হাল,
বন্দোবস্ত নিলাম জমি
প্রাণের গভীর দেশে ॥

সেদিন থেকে পাট চলেছে,
শক্ত মাটির দম্ভ গেছে ;
বীজ-বপনের বেলায় যে গোল
—হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, ঐং,
হুং, রাং, ক্রীং, হুং—
বীজ-বপনের বেলায় যে গোল
লাগ্‌ল অবশেষে ॥

(১৫)

ভৈরবী, তেওড়া

পেয়েছি ভাই, আসল বীজের
পেয়েছি সন্ধান।
বীজের জন্য খুঁজেছি এই
বিশ্বজগৎ-খান ॥

কেউ বলেছে,—"কামের বীজে
—ক্লীং, ক্লীং, ক্লীং—
প্রেমের ভুবন উঠ্‌বে সৃজে ;
কেউ বলেছে,—"মায়ার মন্ত্রে
—হ্রীং, হ্রীং, হ্রীং, হ্রীং—
স্বপ্ন-অবসান ॥"

পরশ-মণি ঘরে এল
—ওম, ওম্‌—
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল,
অভয় পরাণ সবার সুখে
করল আত্মদান ॥

(১৬)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়॥

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না "প্রণব" এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়॥

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,
আমারি ত কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়॥

যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায় ॥

(১৭)

ওগো বিশ্বদেব ! গাহি'
তব বিশ্বনাম
মর্ত্ত্যেরে করিব আমি
অমৃতত্ব-ধাম ॥
এক নামে আবরিয়া
নিখিল বিশ্বের হিয়া
সবারে করিব আমি
পূর্ণ-মনস্কাম ॥
সবার অভাব-রাশি
বিদূরিত করি'
কলুষ কালিমা ব্যথা
দুখ অপহরি'
সবারে টানিয়া বুকে
অনাবিল প্রেম-সুখে
সবার আননে দিব
রূপ অভিরাম ॥

সকলের কণ্ঠে দিব
দিব্য-গীতি-সুর,
সকলের চিত্তে দিব
তৃপ্তি ভরপূর,
সুরধনী সম প্রাণে
প্রেম অবিরাম ॥

(১৮)

বাউল

যে নামে সকল নামের সমন্বয়,
সে নামে ডাকতে তোমায়
করব আবার কিসের ভয় ?

এরা সব শূদ্র, চাঁড়াল,
এরা সব সব দুঃখী, কাঙাল,
তাই বলে কি ভগবানের
শ্রেষ্ঠ নামটী এদের নয় ?

যে যত থাকুক ছোট,
সকলের হৃদয়-বনে
কমল হয়ে তুমি ফোট ;
ওগো ও বিশ্বপতি !
তোমাতে থাকলে রতি,
সকলের বিরুদ্ধতা বিরূপতা
সবই মোরা করব জয় ॥

(১৯)

ইমন-কল্যাণ, একতালা

যাঁর প্রেমময় পায়ের পরশে
বেদনায়—
ফোটে ফুলহার,
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

বিশ্ব-বিদাহী বজ্র-অনলে
অবিরত যার সুধা-ধারা ঢালে,
ঝঞ্ঝা-গগনে ঘন-গরজনে
মুরজ-মন্দ্র যাঁর,—
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

অসহ অশেষ মৃত্যু-পীড়নে
যে দিল জাগিয়ে নিত্য জীবনে,
শেলাঘাতে যাঁর করুণা অপার
ঝরিতেছে অনিবার,—
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

লভি' শত দুখ, সন্তাপ-চয়
যাঁর প্রেরণায় ভুলিয়াছি ভয়,
জীবন-মরণ, আলোক-আঁধার,
ভুলিয়াছি পারাপার,—
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

(২০)

তুমি আমার কতই আপন
দাও তুমি চিনিয়ে হে,
দাও তুমি চিনিয়ে,
তাই ত' আমার হয় না দুঃখ
আত্ম-বলি দিয়ে ॥

আমার সকল ব্যথার মাঝে,
আমার সকল যন্ত্রণায়,
আমার সকল পরাভবে,
আমার সকল লাঞ্ছনায়,
তুমিই আছ দয়াল হরি
অভয়-মূর্ত্তি নিয়ে হে,
অভয়-মূর্ত্তি নিয়ে ॥

আমার সকল অসম্মানে,
আমার সকল লাঠির ঘায়,
হৃদয় যখন ছিন্ন হ'য়ে
কেবল রুধির ব'য়ে যায়,
তুমিই আস প্রাণের প্রভু
সান্ত্বনা বিলিয়ে হে,
সান্ত্বনা বিলিয়ে ॥

জন্মভরা পরিশ্রমের
ব্যর্থতাতে অচঞ্চল
রয় যে আমার চিত্ত সদা,—
সে কি কেবল আমার বল ?
উৎস তুমি পরম-সুধার,
তাতেই ঘোচে বিষণ্ণ ভার,
সবল হ'য়ে দাঁড়ায় হৃদয়
নামের মধু পিয়ে হে,
নামের মধু পিয়ে ॥

(২১)

আমারে ঢাকিয়া রাখি'
আমারি সজল আঁখি
আমারে শুনায় আজি গান,
যত অহমিকা হরি'
ভুবন বিভল করি'
উথলি' মথিয়া সারা প্রাণ ॥

আকাশে ঝলসে কার ভূষা রে ?
একি নব-বরষের উষা রে ?
অবগুণ্ঠন-তলে
সিন্দূর-শোভা জ্বলে
একি শ্রুতি-গীতি গাহে ঘোষা রে ?
বিশ্ববারার মুখে
অরুন্ধতীর বুকে
জাগিল কি সাম-যজু-তান ?
প্রাচীন কি ফিরে এল
পরি' ঋক্-মাখা চেল,
বিলাতে বারতা সুমহান্ ?

নিজেরে করিতে বড়
কেবলি ঠকেছি হায় !
বাসনা করিয়া জড়
শুধু বাড়িয়াছে দায় ;
"আমি আমি আমি" রবে
বৃথা ছুটিয়াছি ভবে,
আজি তার হ'ল অবসান ;
হৃদয়ে উদিল আজ
জীবনের অধিরাজ,
শুভ্র শিশিরে হ'ল স্নান ॥

(২২)

লুমী ; ঝাঁপতাল *

সে যে আমার আপনারি জন।
তারে কি ভুলিতে পারি,
কাছে রহে অনুক্ষণ ॥
যখন দুঃখে কেঁদে মরি
সান্ত্বনা দেয় বুকে ধরি' রে,
পরাণের পরাণ হ'য়ে
করে রে সোহাগ যতন ;
হৃদয়ে চন্দন লেপে,
বহায় শান্তি-সমীরণ ॥

যখন যাইরে পথ ভুলে,
ফিরায় আমায় মধুর বোলে রে,
স্নেহ-সরস পরশ দিয়ে
শীতল করে হৃদয়-মন,
(আমি) ভুলি জীবন-মরণ ॥ *

(২৩)

তুমি কত আপনার
সে কথা কে জানে গো,
সে কথা কে জানে ?
হৃদয়-নিভৃত-বাসে
লুকাইয়া থাক তুমি
আপন খেয়ালে ॥

---

* বাঘাউরা-নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে গান শিখাইবার কালে মুখে মুখে এই গানটী রচিত হয়। তখন শ্রীযুক্ত প্রবোধ এই গানের অষ্টম, নবম ও দশম, একাদশ পংক্তি সংযোজন করেন, শ্রীশ্রীবাবামণি বাকী অংশ পূরণ করেন।

বাহিরে খুঁজিয়া মরি
শত শত বার,
যত খুঁজি তত দূরে
যাও অনিবার,
চ'খের পাতার কাছে
শ্বাসের বায়ুর মাঝে
হৃদলে ফুটিয়া রহ—
পরাণে পরাণে ॥

কেন লুকাইয়া থাক
বলিবে কি নাথ ?
ছলনা কি ভালবাস
প্রিয় জন সাথ ?
আমারে ছলিতে গিয়া
কাঁদে না কি তব হিয়া !
ওঠ, জাগ, এস প্রভু
মোর গানে গানে ॥

(২৪)

তোমারে যেদিন
প্রচার করিতে হবে,
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে !

লঙ্ঘিছে কত হিমগিরিচয়,—
বিষম বিঘ্নে চির-নির্ভয়,
কত দিগ্‌দেশে তোমারি বিজয়
বিঘোষিছে ভৈরবে ;
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে ॥

কিন্তু প্রথম প্রার্থনা নাথ,
থাকিতে হইবে সদা মোর সাথ,—
প্রতি পরমাণু মোর দেহমনে
তোমাতে ডুবিয়া রবে,
তবে ত তোমার এ দীন সেবক
কত কি করিবে ভবে !

(২৫)

তোমার হোমের অনলে যাহারা
আহুতি দানিবে প্রাণ,
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিব তোমার গান ॥

তোমার পূজার পাবন-মন্ত্র
আলোড়িবে মোর হৃদয়-যন্ত্র,
দেহ-মন-প্রাণ সব মিলাইয়া
করিব আত্মদান ॥

বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিব
যাব দেবতার দেশে,
বৃষ্টি হইয়া ভূতলে নামিব
মুখভরা হাসি হেসে,
মানুষের লাগি নিঃস্বতা হবে
মানুষের জয়গান ॥

(২৬)

তুমি কি আমার একার ধন ?
"কেবলি আমার" একথা ভেবে কি
করেছি আত্ম-সমর্পণ ?
তুমি সকলের আশার কিরণ
সকলেরে কর প্রেম-বিতরণ ;
তাই ত তোমার অভয় চরণে
মজিল আমার প্রেমিক মন ॥

আমারি লাগিয়া চাহিনি তোমায়,
সবারি লাগিয়া প্রাণ মোর ধায় ;
সবাকার দুখ-বিদূরণ তরে
লভিনু তোমারে আপন-জন ॥

(২৭)

ওগো চির-গুণ-গরীয়ান্ !
তোমার চরণ-কোণে
থাকি যেন নিশি-দিনে
গোধূলি-শয়ান ॥

তোমার রূপের হাসি
আরো যেন ভালবাসি,
তোমাতে লাগিয়ে রাখি
পলক-হীন নয়ান ॥

চরণ—নূপুর ধ্বনি
যেন বেশী ক'রে শুনি,
নয়ন-সলিলে যেন
নিয়ত ভাসে বয়ান ॥

যেন তব নাম-গান
আরও জুড়ায় প্রাণ,
নামেতে বিবশ হ'য়ে
জীবন করে প্রয়াণ ॥

(২৮)

দরবারী কানাড়া, দাদ্‌রা

জীবন ভরিয়া করিনু কতই কাজ,—
এ যেন কেবল নিজেরেই উপহাস ;
ডুবাতে নিজেরে জগৎ-সেবার মাঝ
চাহিলাম কবে আত্মসুখের নাশ ?
নিজেরে করিতে সকলের কাছে বড়
জগতের যত জঞ্জাল হ'ল জড়,
কাঁটায় ভরিল গৃহের আঙ্গিনাখানি,
বিষ-বৃক্ষের হইল কেবল চাষ।
এ যেন কেবল নিজেরেই উপহাস ॥

মিটিল না হায় প্রাণের পিপাসা মোর,
ঘুচিল না হায় নয়নের তমোঘোর ;
যতই চাহিনু ছিঁড়িতে বাঁধন-ডোর,
ততই আমারে ঘিরিল মোহের ফাঁস।
এ যেন কেবল নিজেরেই উপহাস ॥

তাই প্রভু আজ তোমার চরণ-তলে
নিজেরে সঁপিব ভাসিয়া নয়ন—জলে,
তোমার করিয়া লও হে আমারে হরি,
ঘুচুক আমার স্বগৃহে চির-প্রবাস।
ঘুচুক আমার নিজেরেই উপহাস॥

(২৯)

(তুমি) অশেষ হস্তে অপার করুণা
দিয়াছ দিতেছ ঢালিয়া ;
তবু দেই দোষ, নাহি সন্তোষ,
মরি মনাগুন জ্বালিয়া।

নাহি চিনি আমি আপনার জন,
তুমি সকলেরে করিলে আপন,
তবু ভুল ধরি কেবলি তোমারি
আপন ভ্রান্তি ভুলিয়া।

দুখ যদি দাও, সেও তব দয়া,
সে যে গো তোমার চরণেরি ছায়া,
ভুল বুঝি ব'লে যাই দূরে চ'লে
আশিস-মাধুরী ফেলিয়া।

এ ভুল আমার দাও ভেঙ্গে দাও,
সুখের কামনা নাও কেড়ে নাও,
ব্যথা দিয়ে গ'ড়ে লওহে আমারে
শত বেদনায় দলিয়া।

(৩০)

তোমারে বেসেছি ভাল, তাই শুধু জানি গো ;
তাই দিবারাতি গাহি গান।
ধেয়ানে জাগাই নিতি ও চরণখানি গো,
সদা মোর পুলকিত প্রাণ॥

তুমি যে মধুর কত গানে গানে জাগে গো,
তোমার পরশ যেন সারা গায়ে লাগে গো,
প্রতি অণু পরমাণু তব অনুরাগে গো
তার সাথে ধরে নিজ তান॥

মধুর আধার তুমি, প্রীতির সাগর গো,
তোমারে বাসিলে ভাল কেহ নাহি পর গো,
দূর হয়ে যায় যত লাজ-ভয়-ডর গো
নামের অমিয় করি' পান,
গগনের জলধর নয়নের কোণে আসি'
কি বহায় হরষের বান!

হৃদয়-কমল যেন চকিতে ফুটিয়া যায়,
কোথা তুমি, কোথা তুমি,—এদিকে সেদিকে চায়,
সহসা বাঁশরী-রব ভিতরে শুনিতে পায়,
প্রাণে বহে যমুনা উজান ;
দিবা নাই, নিশি নাই, তাই দিবারাতি গাই
তোমারি মধুর নামগান ॥

(৩১)

যত ব্যথা দিবে, দাও না দয়াল,
জানিব সে যে গো তোমারি দান,
দুখ যত দিবে, মাথা পাতি লব,
মধুমাখা হবে অসম্মান ॥

তব পদতলে মাথা নোয়াইয়া
বিপুল বেদনা যাইব সহিয়া,
হেলায় জীবন করিব আহুতি
হাসিমুখে গাহি' তোমারি গান ॥

বাহিরে যতই তুমি হও না কঠোর,
ভিতরে তুমি চির-প্রিয় মোর।
বাহিরে যতই কর কশাঘাত,
তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ ॥

(৩২)

বেহাগ-খাম্বাজ ; একতালা

ভিখারীরে তুমি করেছ ভূপতি,
তাই কি তোমারে ডাকি হে ?
খোঁড়ারে করেছ হিম-গিরি-জয়ী
তাই কি হৃদয়ে রাখি হে ?

অন্ধেরে তুমি দেখাইলে চাঁদ,
বন্ধেরে দিয়া ছিঁড়াইলে ফাঁদ,
গত জীবনের শত অভিশাপ
সোহাগে দিয়াছ ঢাকি' হে ॥

ছিন্ন বীণায় পরাইলে তার,
নূতন করিয়া দিলে ঝঙ্কার,
করুণে কঠোরে বাজালে রাগিণী,
রাখিলে না কিছু বাকী হে ॥

ঝড়-ঝঞ্ঝায় ডুবিত এ তরী,
আপনি আসিয়া বাঁচাইলে হরি,
অকুল পাথারে দিলে পার ক'রে,
ঘুচালে ভবের ফাঁকী হে ॥

(৩৩)

কে ভিখারী, কেবা রাজা
কে করে বিচার ?
সে যে গো রাজার রাজা,
তুমি আছ যার ॥

পথের ধূলিতে ফোটে
সোণার কমল,
আঁখির বারিতে ঝরে
মুকুতা বিমল,
তোমারে লইয়া সুখী
জীবন তাহার ॥

সে ভিখারী কর মোরে,—
কিছু নাহি চায়,
তোমারে ছাড়িয়া আর
কোথাও না যায়,
সুখ-দুখ জানে শুধু
আশিস তোমার ॥

(৩৫)

মালকোষ : দাদ্‌রা

যেই যত নীচ হোক্
পাতকী, অধম,
তুমি সকলেরই নাথ,
ওহে প্রিয়তম ॥

তোমার স্নেহের বুকে
সকলেরই ঠাঁই,
তোমার দয়ার কাছে
কেহ পর নাই
হৃদয়-মমতা-ভরা,
প্রেমে অনুপম ॥

সকলের লাগি' তব
প'রাণ আকুল,
ছোট বলি' কারো কথা
হয় না কো ভুল,
সবার আহত প্রাণে
সান্ত্বনা বিতরণে
অসহন যন্ত্রণা
কর উপশম ॥

(৩৫)

ভৈরবী ; একতালা

সুখ-দুখ প্রভু যা-কিছু দিয়েছ,
সকলি তোমারি দয়াময়।
বিষাদ-হরষ তব শুভাশিস,
তুমি চির-কল্যাণময় ॥

আছ মোর শত অনল-দহনে,
যতেক বেদনা-গহনে,
শশধর-সিত-সুধা-বরষণে,
কুসুম-সুরভি-বহনে ;
দুঃখ-বিপদে সন্তাপহারী,
সুখ-সম্পদে শুভময় ॥

উজল বরণে, অরুণ কিরণে,
অনাথ-পতিত-শরণে,
আলোকে আঁধারে, ভূলোকে পাথারে,
আছ হে জীবনে মরণে,
তুমি যে আমারি চিত্ত-বিহারী,
আমি যে গো হরি তোমাময় ॥

(৩৬)

খাম্বাজ ; ঠুংরী

রেখো, তোমারি চরণ-রেণু-প্রান্তে ;
চলিতে চলিতে পথ
আকুল কামনা শত
টানি' যদি নেয় মতিভ্রান্তে ॥

তোমারি আশিস-মাখা শীতল ছায়ায়
স্নিগ্ধ করিও তাপদগ্ধ কায়ায় ;
ভুলে যদি ছুটে যাই
পথ খুঁজে নাহি পাই
সুপথ দেখায়ে দিও অবোধ এ পান্থে ॥

সকল বেদনা ব্যথা ঘুচায়ে দিও,
সকল চ'খের জল মুছায়ে নিও,
শেষ পলকের আগে
প্রাণ-মাঝে যেন জাগে
তোমার অরূপ রূপ,—যেন জীবনান্তে
পায়ে ঠেলে দূরে ফেলে দিও না অশান্তে ॥

(৩৭)

তোমার চরণ ছাড়া
আর কিছু নাহি কামনীয়,
যত দূরে চ'লে যাই,
নিজ হাতে কাছে টেনে নিও ॥

বাহিরে মজিলে মন
হইও হৃদি-রমণ,
হৃদয়ের মাঝে তব
অনুপম প্রেম ঢেলে দিও ;
তোমার নিজের গুণে
হ'য়ো তুমি মম প্রাণ-প্রিয় ॥

তুমি যে কত আপন
জানিয়াও যদি যাই ভু'লে,
আপনার হাতে তুমি
মোহান্ধ আঁখি দিও খুলে ;
আমারে তোমার করি'
নিও, নিও, নিও হরি,
'আমার' বলিতে যেন
নাহি কিছু থাকে মোর স্বীয় ॥

(৩৮)

ভৈরবী ; কাহারবা

হে মোর পরশমণি,
হে মোর আপন !
হে মোর আঁখির আলো,
হে মোর জীবন ॥

তোমার চরণ-তলে
বেদনা সঁপিয়া দিলে
মুকুতা চোখের জলে
ফোটে অগণন ॥

তোমার স্নেহের কথা
কহিব কত ?
না চাহিতে সুখরাশি
দিয়াছ শত।
হে দেবতা ! ত্রিভুবনে
তুমি অতুলন ॥

(৩৯)

ভৈরোঁ ; ঠুংরী

তোমারি চরণে প্রণিপাত !
অরুণ-উদয়ে মোরে জাগাইয়া দিলে নাথ ॥

যেদিকে যেভাবে আজি নিরখি আঁখি খুলে,
সুষমা-আবেশে যেন জগত যাই ভুলে,
বরষে আশিস তব শীতল শিশির-পাত ॥

জাগরিত জীবনের কিশোরী কামনাচয়,
তোমার চরণতলে পাইতে চাহিছে লয়,
তোমাতে সঁপিতে প্রাণ
নয়নে ডাকিছে বান,
হে প্রভো, রাখিও মোরে চরণ-রেণুর সাথ,—
তোমার মহিমা-গীতি গাহিবারে দিবারাত ॥

(৪০)

স্বরূপে আমারে দাও দেখা
যেন আমি চিনিবারে পারি
দেখিয়া তোমার রূপ-রেখা
সৃজিত এ জগত তোমারি ॥

ভুবন ভরিয়া তব রূপ,—
সে যে তব জানিব কেমনে?
তুমি যে করিয়া আছ চুপ,
দ্বিধা তাই মোর সারা মনে;
খল খল হাসিতে উছলি'
মন-জলধির যত বারি
দেখা দাও "আসিয়াছি" বলি;—
তবে ত চিনিতে তোমা পারি!

কতই ত দেখিলাম, তবু
কিছুই ত হইল না জানা,
তোমারে দেখিনি তাই প্রভু
চারিদিকে দেখি শুধু নানা।
চোখের সুমুখে আজি আসি'
দাঁড়াও হে সুগোপনচারী,
দেখিয়া তোমার রূপরাশি
সবারে চিনিতে যেন পারি॥

তোমারে চিনিতে আমি চাহি,
তোমারে জানিতে আমি চাই,
অপর কামনা মোর নাহি,
বল কিসে তব দেখা পাই ?
পলকের লাগি আঁখি-পাশে
দাঁড়াও হে বহুরূপধারী,
তোমারে দেখিয়া হৃদাকাশে
সবারে চিনিতে যেন পারি ॥

(৪১)

তোমার সাথে দিবস-রাতে
কত যে হয় দেখা
তথাপি হায় হয়নি পরিচয় ;
তুমিই নাকি বিশ্বরূপী
শাস্ত্রে আছে লেখা,
প্রত্যয়ে তা হয়নি সুনিশ্চয় ॥

জগদ্-ভরা আপন জনের
নাইকো সীমা-শেষ,
স্বার্থে আঘাত লাগলে দেখি
সবার শত্রু-বেশ,
তখন ত আর থাকে না ক'
আত্মীয়তার লেশ,
তাইত তাদের বন্ধুতাকেও ভয়।

শত্রু যারা পিছন থেকে
তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে,
আকণ্ঠ যার গুপ্ত ভাবে
রক্তপাতের ক্ষিধে,
তাদের দেখেও সোহাগ জাগে
সিধে সরল হৃদে,
বুঝি না তা কেমন ক'রে হয়!

শত্রু-মিত্র সব ভুলিয়ে
দেখাও তুমি কে,
তোমার রূপের বিমল বিভায়,
জ্ঞানের আলোকে,

উৎসবেরি উল্লাসে আর
মৃত্যুমাখা শোকে
অজ্ঞানতা আমার কর জয়,
সকল দ্বিধা, সকল দ্বন্দ্ব
আপন হাতে রুখে
তোমার প্রেমে আমায় কর লয় ॥

তোমায় দেখে সবায় দেখি'
তোমায় জেনে জানি
রূপ-রসে আর গন্ধে ভরা
বিশ্ব-জগৎখানি,
মিনতি মোর এর বেশী ত নয়!
তোমার সাথে ঘটাও আমার সত্য পরিচয় ॥

(৪২)

ভৈরবী ; ঠুংরী

তোমাতে আমাতে পরিচয়,
পথে পথে কত মতে হয় ॥

বিভীষিকা দেখি' যবে আধপথে থমকি,
অজানা মরণ-ভয়ে চিত উঠে চমকি',
তোমার অভয়-কর
রাখি' মম শিরোপর
কাছে কাছে থাকি' তুমি নাশ মোহ, নাশ ভয় ॥

কাঁটার ব্যথায় যবে আকুল অধীর হই,
হতাশ বিবশ মনে ধূলিতে শয়ন লই,
তখন বালুকা-তলে
ফুটি ওঠে দলে দলে
তোমার চরণ-আঁকা কোমল কমলচয় ॥
কতবার কত ভাবে দেখি তোমারে,
কভু চারিভিতে, কভু মনো-মাঝারে ;
ওগো হরি বহুরূপী
আস তুমি চুপি চুপি
কভু হ'য়ে প্রাণদাতা, কখনো জীবনময় ॥

(৪৩)

সবাই যখন
সংশয়ে জ্ব'লে মরে,
আমি ত জানি হে
তুমি যে আমারি ঘরে
রত্ন-সিংহাসনের উপরে
বিচিত্র রূপ ধ'রে
নিজ মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে
সেজেছ সাড়ম্বরে ॥

কিবা অপরূপ বিচিত্র রূপ
জ্বলে দীপমালা, সুরভিত ধূপ,
মহাকোলাহল একেবারে চুপ,
বিনীত যুক্ত করে
বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীরা
তোমারে প্রণতি করে ॥

যে যেথায় হল বিদ্রোহী তব,
যে করে অস্বীকার,—
সবারে জানিছ হৃদয়ের ধন,
করিছ অঙ্গীকার ;
সবারে বিতরি' মুক্তির বর
বিলাইছ সুধা অবিনশ্বর ;
বিচিত্র এই সৃষ্টির মাঝে
আপনার হাতে ধ'রে
টানিয়া আনিছ সব সন্তানে
নিজের বক্ষোপরে ॥

তোমায় হানিল যারা পদাঘাত,
তাদেরেও তুমি দিলে সাক্ষাৎ,—
তুমি যে সবার চির-আপনার,
তাই, নিশ্চিত তাই,
সবাই পাইল তোমার বক্ষে
প্রেম-সুকোমল ঠাঁই ;
"আছ কিবা নাই" সংশয় করি'
ছাড়ে ধরি' আর ধরে পুনঃ ছাড়ি',
তার অগণিত দুর্ব্বলতায়
লক্ষ্যটুকু না ক'রে
টানিয়া লইছ সব অজ্ঞান
বিভ্রম-জর্জ্জরে ॥
অনন্ত আর অনাদি অসীম
অমিত শক্তি তব,
তাই না হাজার যুক্তি-বিচার
মানিতেছে পরাভব !
বিতর্ক দিয়া চিহ্ন-বিহীন
করিবে তোমারে, এমনি কি হীন
দুর্ব্বল আর পঙ্গু হে তুমি ?
তর্কে কি বাঁচে মরে—
তোমার অমোঘ দিব্য সত্ত্বা—
টলে বিচারের ঝড়ে ?

তুমি যে অচল, তুমি যে অটল,
তবু আঁখি-ভরা প্রেম ঢলঢল ;
চির সুস্থির, তবু অস্থির
ভক্ত যখন কাঁদে
তোমারে চাহিয়া তবু না পাইয়া
ব্যাকুল প্রেমোন্মাদে ;
অটল তখন হয় টলমান,
নিজ অশ্রুতে ক'রি আস্নান
অরূপ তখন বাহু পসারিয়া
ভক্তেরে বুকে বাঁধে ;—
তব এ মধুর অবচন লীলা
অনন্ত কাল ধ'রে
সিঞ্চিছে কত অপূর্ব্ব মধু
সবার হৃদয় ভ'রে ॥

(৪৪)

খাম্বাজ ; ঠুংরী

আমি, নীরবে নিভৃতে দিব
জীবন বলি,
নীরবে ফুটিবে প্রেম-
ফুলের কলি ॥

নীরবে গাহিব গান,
নীরবে জাগিবে প্রাণ,
নীরব জোয়ারে বুকে
পড়িবে পলি ॥

নীরব কাননে মম
কোকিল-গীতি,
জাগাইবে অতীতের
মধুর স্মৃতি,
নীরবে গড়িব বেদী
সুনীল-গগন-ভেদী
নীরবে প্রভুর পায়ে
পড়িব ঢ'লি ॥

(৪৫)

অভিমান-বর্জ্জিত বিনীত মনে
কবে আমি পূজিব রে জীবন-ধনে ?
দিকে দিকে পুঞ্জিত জঞ্জাল হায়
আমারি অঙ্গে আসি ভর নিতে চায়,
যত আমি দূরে সরি'
তত আড়াআড়ি করি,
সম্মুখে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় রণে ॥

বিপন্ন বিব্রত হয়ে নিরুপায়
শরণ লইনু প্রভু তব রাঙা পায়,
ছড়ায়ে করুণা-রাশি
সব অহমিকা নাশি'
টেনে লও মধু হাসি' আপন জনে,
তোমারি মাধুরী-মাখা বৃন্দাবনে ॥

(৪৬)

গোপনে মরম-পুরে
কর পূজা তাঁর।
গোপনে আঁখির জল
দাও উপহার ॥

গোপন সাধনে তাঁর,
কর হৃদি অধিকার,
জীবনে মরণে তাঁরে
কর আপনার ॥

বাহিরের জানাজানি,—
কি লাভ তাহে ?
নীরবে নিভৃতে প্রাণ
তাঁরে ত' চাহে !
ব'সে তাঁর পদছায়ে
তাঁর মুখপানে চেয়ে,
তাঁর মধুময় নাম
জপ অনিবার ॥

(৪৭)

আশাবরী ; দাদ্‌রা

আমার, গোপন পূজার ধন !
আজকে কেন বাইরে এসে
ডাক্‌ছ হে এমন ?

প্রাণের পুরে তোমার সাথে
হ'ত আলাপ দিবস-রাতে,
নিকট কেন দূর হ'য়ে আজ
কর্‌ছ উচাটন ?

দূর থেকে ঐ বাঁশীর ধ্বনি,
ব্যথাই যে দেয়—যতই শুনি ;
না প্রাণনাথ, এস কাছে,
দাও হে আলিঙ্গন।
আগে যেমন ছিলে হে নাথ,
তেমনি হও আপন ॥

(৪৮)

খাম্বাজ ; দাদ্‌রা

কেন আমায় করলে পাগল
এমন ক'রে ?
আর যে আমি রইতে নারি
সলাজ মুখে আপন ঘরে ॥

তোমার বাঁশীর করুণ রব
কেড়ে আমার নিল সব,
নিল সরম, নিল ভরম,
করল অধীর তোমার তরে ॥

গোপন ছিলে হৃদয়-মাঝে,
বাইরে ডাক আজ কি কাজে?
ভিতর আলো-করা মাণিক!
থাক্‌লে কি দোষ অন্তরে?

(৪৯)

ভূপালী ; ঢিমা-তেতালা

দুরু দুরু কাঁপে মোর
হিয়া।
কি জানি আসে না আসে
মোর প্রাণপিয়া॥

গৃহ-কোণে শুনি যেন
চরণের ধ্বনি,
অমনি হরষে নাচি'
ওঠে এ পরাণি,
চেয়ে দেখি হায় হায়
আসে নি ফিরিয়া॥

হরি ত' আমারি ছিল,
আজ কেন পর হ'ল,
আজ কেন মোরে ছেড়ে
গেল সে চলিয়া ?

স্মৃতির সুরভিমাখা
প্রেমের কুসুম-ডালা,
এখনো সরস আছে
হৃদয় করিয়া আলা ;
সে যদি না আসে সখি
কেমনে এ প্রাণ রাখি,
পিয়া বিনে রহিব কি
জীয়নে মরিয়া ?

(৫০)

বেহাগ-খাম্বাজ ; ঢিমা-তেতালা

ঝর ঝর অবিরল
প্রবল নয়ন-জল
নিজ হাতে মুছাইবে
জানি গো !

তবু এ অবুঝ প্রাণ
কেঁদে কেটে শত খান
কেমনে বল না বুঝ
মানি গো ?

কবে তুমি আসিবে,
কবে ভালবাসিবে,
কবে লবে প্রেমভরে
টানি গো !
সে কথা জানি না ব'লে
হতাশায় পড়ি ঢ'লে,
শিরে শত করাঘাত
হানি গো !
কঠিন পাষাণ প্রাণ
কবে তব গলিবে,
কবে মম তমো-ঘোর
হৃদয় উজলিবে ?
বল শুধু একবার
জীবন-প্রিয় আমার,
শোনাও কেবল তব
বাণী গো !

(৫১)

কত আশা ক'রে বসে আছি হরি
কবে তুমি আসিবে,
কবে তুমি লবে স্নেহ-ভরে বুকে
কবে মোরে ভালবাসিবে ॥

কবে যে আমার তপ্ত হৃদয়
ভুলিবে সকল সন্তাপ-চয়,
কবে যে তোমার কোমল পরশে
ব্যথারাশি নাশিবে ॥

শান্ত তোমার মধুর দৃষ্টি
করিবে পরাণে সোহাগ-বৃষ্টি,
জীবন আমার অতীত পাসরি'
প্রেমরসে ভাসিবে ॥

(৫২)

কানাড়া ; ঠুংরী

সকল দরশে আমি
তোমারে দেখিতে চাই,
সকল পরশে আমি
তোমারেই যেন পাই ॥

সকল গানের মাঝে,
তব স্মৃতি যেন রাজে,
তোমারি চরণ-ছায়ে
যেন জীবন জুড়াই ॥

সকল জ্যোছনালোকে
দেখি যেন তব রূপ,
সকল সাগর-জলে
তব স্নেহে দেই ডুব,
তোমারে পাইয়া প্রাণে
বরষা-সলিল-বানে
আঁখি যেন কেঁদে মরে ;
নীরবে বুক ভাসাই ;
যেন কুলশীল মান,
সকলি করিয়া দান
রাতুল চরণতলে
তোমারি হইয়া যাই ॥

তুমি মোর আপনার
দিবা-রজনী,
তোমারে পাইলে আর
কিসে বা গণি,
তোমার মুখের হাসি
দেখিতে যে ভালবাসি,
তোমার বাঁশীর রবে
আপনা হারাই ॥

(৫৩)

ইমন-ভুপালী ; একতালা

দিব হে, দিব হে প্রাণ
তোমারি পায়ে সঁপিয়া।
চির-দিন-যামী কাটাইব আমি
তোমারি নাম জপিয়া ॥
আমার বলিতে রাখিব না কিছু
নিখিল জগত মাঝারে,
রেণু রেণু করি ডুবাইব হরি
তব করুণার পাথারে,
নিয়ে ছল ছল আঁখি-ভরা জল
যাব তব কোলে ঝাঁপিয়া ॥

সময় চলিয়া যাইছে নিয়ত
রহে না, রহে না, রহে না,
মরম-বেদনা, আশার ছলনা
আর ত' সহে না, সহে না,
মজিয়া অকাজে জীবনের মাঝে
উঠেছে অনল তাপিয়া॥
—আর, রাখিতে পারি না চাপিয়া—

হৃদয় জুড়িয়া কত যে কি আছে
তুমি কি সে ধার ধার না,
নূতন করিয়া ভাঙিয়া চূড়িয়া
গড়িয়া নিতে কি পার না ?
তবে কেন প'ড়ে আছি অত দূরে
হতাশ জীবন যাপিয়া ?
—আমার, হৃদয় উঠেছে কাঁপিয়া—
—আমার, পরাণ উঠেছে হাঁপিয়া—

তোমার আশিসে লভিব শান্তি,
সকল শ্রান্তি ঘুচিবে,
কামনা-কলুষ, কুটিল কলহ,
তোমারি পরশে মুছিবে,
মরু-বালুকায় রচিয়া কুঞ্জ
গাহিবে কোকিল পাপিয়া।
—কণ্ঠে অমিয় মাখিয়া—

নির্ম্মল তুমি, নিত্য শুদ্ধ,
নিখিল পুণ্য, অপাপবিদ্ধ,
তব উজ্জ্বল নামের অনলে
কলুষ হয় যে ছাই ॥

স্নিগ্ধ তোমার অখণ্ড-নাম
তপ্ত পরাণে অসীম আরাম,
তুমি যে কেমন তখনি বুঝি গো
যখনি ও-নাম গাই ॥

ওগো অনন্ত পরমানন্দ !
হৃদয়-পদ্মে হে মকরন্দ !
এইটুকু দয়া রাখিও আমারে,
নামটী না ভুলে যাই

(৫৫)

ভৈরবী ; একতালা

তোমারি গান ভরিয়া প্রাণ
গাহিতে চাই, গাহিতে চাই ;
তোমারি নামে, তোমারি প্রেমে
জীবন যেন লভে গো ঠাঁই ॥

তোমারে ছাড়া জানি না আর,
তুমি যে মোর সকল সার,
তুমি যে চির-আশার ধার,
তোমার মত আপন নাই,
তোমারে পেলে প্রাণ জুড়াই ॥

তোমারি ঐ চরণ-মূলে
থাকিতে চাহি জগৎ ভুলে,
আপন হাতে লহ গো তুলে
তোমাতে যেন আমারে পাই,
তোমাতে যেন সব হারাই ॥
যে গান গাহি তোমার লাগি
সে গানে যেন আমিও জাগি,
কাতরে তব শরণ মাগি
চরণ শুধু লভিতে চাই ॥*

(৫৬)

আমারে বাঁধিয়া লহ হরি
তব পদ-পঙ্কজ-সাথে,
তোমারে ছাড়িয়া দূরে দূরে
রহিতে পারি না আমি যা'তে ॥

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ গ্রামোফোন রেকর্ডে দরবারী আশোয়ারীতে গীত হইয়াছে। ভৈরবীই ইহার আসল সুর।

যে গান গাহি তোমার লাগি
সে গানে যেন আমিও জাগি,
কাতরে তব শরণ মাগি
চরণ শুধু লভিতে চাই ॥ *

(৫৬)

আমারে বাঁধিয়া লহ হরি
তব পদ-পঙ্কজ-সাথে,
তোমারে ছাড়িয়া দূরে দূরে
রহিতে না পারি আমি যা'তে ॥

বিষয়ে বিষম জ্বালা জানি,
তবু সে-ই করে টানাটানি,—
যত করি মাখামাখি, সে যে
দগ্ধিয়া মারে তত তাতে *,
নখরে ছিঁড়িয়া নেয় মাংস,
অস্থি চিবায় দংষ্ট্রাতে ॥

* এই গানটী শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস গ্রামোফোন রেকর্ডে দরবারী-আশোয়ারীতে গীত হইয়াছে। ভৈরবীই ইহার আসল সুর।

* তাতে = উত্তাপে।

চাহি না বিষয়ী হ'তে, তবু
বিষয় হইতে চাহে প্রভু,
জোর করি' নত করিবারে
ধরে গ্রীবা সুকোমল হাতে,
তারপরে হ'য়ে সুকঠোর
লগুড়-প্রহার করে মাথে ॥

উপায় না দেখি' কোন ভিতে *
তোমার কথাটি জাগে চিতে,
তুমি টেনে লহ যদি মোরে
তব ঐ প্রেমের সভাতে,
জনম সফল করি তবে
গাহি' নাম হৃদয়-বীণাতে ॥

জীবন-তরুর কিশলয়
লভি' তব মারুত মলয়
নাচিবে কি বিপুল আবেগে
তব করুণার প্রতিঘাতে,
হেলিবে দুলিবে প্রেমাবেশে
নিত্যরসের প্রতিভাতে ॥

---

* ভিতে = দিকে।

সহসা বদল করি' কায়া
হব তব চরণের ছায়া;
যেথা যাও, যেথা থাক তুমি
চলি, রহি তব পদ-পাতে,
দিবসে কি গোধূলি-লগনে
নিশীথে কি রজনী-প্রভাতে॥

(৫৭)

তোমারি রাগিণী গাহিয়া,
যৌবন-জরা জোয়ার-ভাটায়
চলেছি তরণী বাহিয়া॥

প্রাচীন মন্ত্রে কণ্ঠ তরুণ
তুলিছে মন্দ্র রুদ্র-করুণ,
অনাগত তালে পড়িছে বৈঠা
ভবিষ্য পানে চাহিয়া॥

ছুটিছে নৌকা কাটি' তরঙ্গ
লভিয়া বক্ষে সাগর-সঙ্গ,
পুলকাঞ্চিত সারাটি অঙ্গ
চূর্ণিত ফেনে নাহিয়া॥

(৩৮)

ভৈরবী ; কাওয়ালী

ওগো, সত্যসুন্দর হরি ! *
দেহ দেহ দেব উজ্জ্বল চিরশুভ
সান্ত্বনা-স্নিগ্ধ শ্রীপাদ-তরি ॥

নিত্যমূর্ত্তি, শিব, প্রেম, বিকাশ,
পূর্ণ, পরম, চৈতন্য, নিবাস,
কল্যাণ, শান্ত, বিশুদ্ধ, বিশ্বরূপ !
অভয়-ভরসা দাও বক্ষ ভরি' ॥

নির্ভর দাও ওগো বিশ্ব-প্রভু,
আনন্দ-শরণ, অনন্ত-বপু !
জ্ঞান, কর্ম্ম, কৃপা, পুণ্য ভজন-বিভা
দেহ দেহ দীনে করুণা করি' ।

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত সুখময় গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক হিজ্ মাষ্টারস' ভয়েস গ্রামাফোন রেকর্ডে গীত হইয়াছিল।

(৫৯)

ভৈরবী ; একতালা

স্নিগ্ধ তোমার শীতল সরস
পরশ যখনি পাই,
হরষে তখন মজে প্রাণ-মন
ত্রিভুবন ভুলে যাই ।।

ভুলে যাই যত বিষাদ-বেদনা,
চিত মোর হ'য়ে যায় আনমনা,
হারাইয়া ফেলি নিজেরে তখন,
আমাতেই আমি নাই ।।

তোমার মোহন মুরলী
জাগায় আমার অন্তর-মাঝে
নব-বসন্ত-কাকলি,
ফোটে ফুলচয় প্রেম-মধু-ময়
গুঞ্জি' ভ্রমর গাহে তব জয়,
অপরূপ রূপে করিয়া বিভল
নয়নে জাগ সদাই ।।

(৬০)

দিগ্‌দিগন্তে ছড়ান তোমার প্রীতি
দিগ্‌দিগন্তে ছড়ান তোমার স্নেহ,
কত দেশে দেশে কত মধুমাখা স্মৃতি
উজলিছে মম স্নেহাতুর হৃদি-গেহ ॥

কেহ আসে নিয়া প্রেমোচ্ছ্বসিত গান,
কেহ আসে নিয়া ভাবে উদ্বেল প্রাণ,
ভক্তি ও ভালবাসার দিব্য দান
পরশে পুলকে রোমাঞ্চে ভরে দেহ ॥

কত জন কাছে কত রূপ ধ'রি আসে,
তাদের মাঝারে তোমারি মুরতি ভাসে,
সবার নয়নে তোমারি নয়ন হাসে,
এত অপরূপ তুমি ছাড়া কেহ নহ ॥

(৬১)

তোমারে আজিকে করিনু আবিষ্কার
আমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানার মাঝে,
তোমার মধুর রাগিণীর ঝঙ্কার
আমার প্রাণের মুরলীতে আজি বাজে ॥

তোমার মোহন চূড়াটি আমার শিরে
কে যেন কখন বসাইয়া দিল ধীরে,
পীতধটি তব পরাইয়া দিল গায়ে,
আমারে সাজাল তোমারি মোহন সাজে ॥

আঁখিতলে মম গোকুল কাঁদিয়া মরে
ব্রজবালাদের নয়নের ধারা ঝরে,
আমার আমি যে উধাও হইয়া গেল
আমাতে লভিনু বাঞ্ছিত ব্রজরাজে ॥

(৬২)

নিখিল বিশ্বে আমিই সুমুখে মোর,
যেদিকে তাকাই আমি ছাড়া কিছু নাই ;
যেখানেই যাহা খুঁজিনু জীবন ভো'র,
ওগো আমারেই, শুধু আমারেই পাই ॥
অনাদি অতীত, অনন্ত অনাগত
লীন হ'য়ে আছে আমারি ত পদতলে,
কোটি কল্পের সৃষ্টি-বিলয় যত
আবর্ত্তে ঘোরে আমারি লীলার ছলে ;
ক্ষণিকা, কণিকা, সুবিশাল, শাশ্বত
সব মিলিয়াছে একত্র মম ঠাঁই ॥

নিঠুর, করুণ, আঁধার, অরুণ, সবই
শুধু যে আমারি বিচিত্র মহাছবি ;
অবধি, অন্ত, আরম্ভ আর শেষ
সকলি যে আমি, যেদিকেই ছুটে যাই ॥

(৬৩)

একটী নিমেষ তোমারে যেদিন ডাকি
কি যে শান্তিতে কাটে মোর সারাদিন ;
একটী নিমেষ তোমারে হৃদয়ে রাখি'
তোমার অপার প্রেমে হয়ে যাই লীন ॥

প্রাণ-শতদল নিজেরি মধুর গন্ধে
নিজেই ব্যাকুল কি বিপুল যে আনন্দে,
সঙ্গীত জাগে কত অজানিত ছন্দে
ভিতরে বাহিরে কত বাজে বেণু-বীণ,
কত যে করুণা করেছ তুমি হে আমারে
দেখি' নিরুপায় গতিহীন অতি দীন ॥

তোমার নামের অমল মাধুরী আমারে
শিশুর মতন মুগ্ধ করিয়া রাখে,
আমি কি ডাকিব? নাম (ই) ত' হৃদয়-দুয়ারে
করি' করাঘাত নিয়ত আমারে ডাকে,
দিবস-যামিনী কাজ-অকাজের ফাঁকে
তোমারি মোহন অরূপ মূরতি আঁকে
সসীম আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—পটে
যতই না মন থাকে চির-উদাসীন,—
প্রেমের জোয়ারে প্লাবিলে উভয় তটে
সলিল কেমনে ভুলিয়া রহিবে মীন?

(৬৪)

বেহাগ-খাম্বাজ, দাদ্‌রা

সংসার যদি টানে হে (আমায়),
ভাসাইয়া দিও যত প্রলোভন
তোমার প্রেমের বানে হে ॥

শ্রবণে পশিলে কামনার বাণী
উচ্চে ধরিও তোমার রাগিণী,
লুব্ধ হৃদয়ে করিও মুগ্ধ
তোমার মধুর গানে হে,
(তোমার মোহন তানে হে) ॥

মিথ্যা আমারে দাবী যদি করে
তুমি তব বুকে রেখ মোরে ধ'রে,
চঞ্চল চিত ক'রে নিও জয়
প্রেমালিঙ্গন দানে হে॥

(৬৫)

প্রলোভন যত হাতছানি দিয়া ডাকে,
প্রাণ-প্রভু মোরে তত বেশী জোরে,
হৃদয়ে আবরি' রাখে॥

স্নেহের বাহুটী প্রসারিত করি'
আবেগে আমারে রাখে যে সে ধরি',
আমি যদি হই চঞ্চল কভু,
যদি পড়ি মোহ-পাকে॥

হৃদয়-রমণ হৃদয়ে আসিয়া
উল্লাস করে নাচিয়া নাচিয়া,
উজ্জ্বল কত দিব্য বিলাস
চিতে জাগে লাখে লাখে॥

জগতের প্রভু প্রাণনাথ মোর,
তাঁর সাথে বাঁধা মোর প্রেমডোর।
কি ভালবাসায় টানিছে সদাই!
ভয় করি আর কাকে?

(৬৬)

বন্ধনে আমি নহি বিহ্বল
নামটী যদি না ভুলি হে,
সমান আমার রাজার তক্ত
অথবা ভিক্ষা-ঝুলি হে ॥

রাজা যদি কর, রাজি আছি তাহে,
ভাসাব জগৎ নামের প্রবাহে;
ভিখারী করিলে পথে ও কুটীরে
কুড়াব তোমার ধূলি হে ॥

নাম-যোগে যদি হই হে বদ্ধ
হৃদয়ে ফুটিবে প্রেমের পদ্ম,
জানি তারে তুমি দেখিবার ছলে
চাহিবে নয়ন তুলি' হে ॥

(৬৭)

ফুলধনু হাতে কাম
ঘুরিয়া বেড়ায়,
তাহাতে আমার প্রাণ
ভয় নাহি পায় ॥

শ্রীপ্রভুর পাদমূলে
নিজেরে দিয়াছি ঢেলে,
যা হবার হোক্, তাতে
কিবা আসে যায়?
যাঁহার চরণ-নখে
চেয়ে আছি অপলকে,
দাবানল নিবাইতে
তাঁহারি ত দায়॥

(৬৮)

রক্তমাংস ডাকিছে কি তোরে
দাসত্ব করিবারে?
তুই যার দাস, সে কি তোরে আজ
রক্ষা করিতে নারে?
যৌবনে যারে দিলি এ জীবন,
সে কি নিদ্রায় রহে অচেতন?
আজিকে বদ্ধ হ'তেই কি হবে
মৃত্যুর কারাগারে?

অথবা সে তোরে করে পরীক্ষা,
ভুলে গেলি কি না তাঁহারি দীক্ষা,
মুণ্ডটী তোর ভেঙ্গে গেল কিনা
তুচ্ছ লোভের ভারে॥

ভুলিসনি ও' সে মহান মন্ত্র,
বাজিছে ও' ঠিক প্রাণের যন্ত্র,
প্রতি তন্ত্রীতে ওঙ্কার-নাদ
ঝঙ্কারে বারে বারে?

(৬৯)

কেন আমার পিছে পিছে
ছুটিস ফুলধনু ল'য়ে,
সকল আয়াস তোর যে মিছে
বৃথাই মরিস বোঝা ব'য়ে॥

আমি আমার জীবন-থালি
প্রভুর পায়ে দিলাম ডালি,
আমার লড়াই প্রাণের প্রভু
করবে যে রে আমার হ'য়ে॥

নিজের চিন্তা নেই কো আমার
ভাবুক না সে, আমি রে যাঁর!
আর কি আমি বিভল হব
ওরে মদন তোরই ভয়ে?

(৭০)

কিছুতেই আমি করি না ভয়,
ভালবাসি ওগো! তাঁরি বলে আজ
নিখিল বিঘ্ন করিব জয়॥

কপটতা আসে খলখল হাসি',
কলুষ ছড়ায় মিছা রূপরাশি,
সকলের শির করিব ছিন্ন
নিজেরে করিয়া তোমাতে লয়॥

বাহিরের যত মায়ার ছলনা,
ভিতরের যত কামনা বাসনা,
সকলেরি ভার তোমারে দিলাম
ওসব ভাবনা আমার নয়॥

(৭১)

জীবন-বসন্তে
মলয়ের বায়
দিকে দিকে অপরূপ
মাধুরী ছড়ায়॥

তাঁহারেই করি' ধ্যান,
তাঁহারেই করি' জ্ঞান,
আশ্রয়ি' তাঁর পদছায়
এমনি শরণ লই,
যাতে আমি তাঁরি হই
প্রাণে মনে আর আত্মায় ॥

কামনা-বাসনা খল
দেখি' মোরে নিরমল
ভয়ে শত যোজনে পলায় ;
আমারে ছলিতে আর
নাহি আসে বারবার,
সুদূরেই সে বিলয় পায় ॥

শুধু এক-জনা লাগি'
নয়ন রহিল জাগি',
একজনে বাঁধিয়া হিয়ায়
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তাঁহারি সুরভি আসে,—
শুধু মোরে আরো আকুলায় ॥

অনুভবি' সে সুবাস
মিটিল কি মোর আশ ?—
অধীরতা আরো বেড়ে যায়,
গভীর আঁধার কাটি'
উজলি' প্রাণের দিঠি
হাসিল সে প্রেম-জ্যোছনায় ॥

সে হাসির মধুরতা
মিলিবে কি যথা তথা ?
মানবের অপটু ভাষায়
আখরে আখর বাঁধি'
বচনে বচন ছাঁদি'
তারে কভু প্রকাশন যায় ?

জীবন-বসন্তে
প্রাণ কি রে চায়
প্রেম-নীরে অবগাহি'
প্রিয়-গুণ-গান গাহি'
ভাসিতে প্রেমেরি বন্যায় ?

শুধু তাই চাহি না রে,
প্রাণ আরো আগু বাড়ে,
ডুবাইয়া নিজ সত্তায়
তাঁরি প্রিয়তম কাজে
তাঁরি স্বরূপের মাঝে
জাগিতে অভেদ-মহিমায় ॥

(৭২)

ভৈরবী ; কাহারুয়া

ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝে তোর
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ,
সান্ত্বনা রাজে রে,
প্রেমময় নিত্যপ্রভুর ॥

জীবনের ভাঙাগড়া
উত্থানে পতনে
খুঁজে দেখ্ শুভদাতা
তোর জীবন-ধনে,
যন্ত্রণাময় শত
শোণিত-ধারার মাঝে
তাঁর দয়া সদা সুমধুর ॥

অতীতের কলুষিত
বসনের কন্থা
সেলাই করা কি হবে
তোর আজ পন্থা ?
স্খলনের মাঝ দিয়ে
নিষ্কল ত্রুন্দের
ধ্যানে আজ হ' রে ভরপূর ॥

ভুলে যা রে জীবনের
পঙ্কিল ভ্রান্তি,
আলেয়ার পিছে ছুটে
হ'ল যত শ্রান্তি ;
মিথ্যার ক্ষণজয়ে
মিথ্যারই পরাজয় ;
প্রভুনামে হও রে বিভোর ॥

(৭৩)

তুমি কি ঘুচাতে পার
আমার বেদনা-রাশি,
বিষাদ-মলিন মুখে
ফুটাতে কি পার হাসি ?

যে জন নিজের দোষে
অনলে জ্বলিয়া মরে,
আপন আঘাতে যার
শোণিতের ধারা ঝরে,
তার কি যাতনা তুমি
পার দূর করিবারে,
খুলিতে কি পার তার
নিজ হাতে পরা ফাঁসী ?

তার কি নিবাতে পার
অনুশোচনার জ্বালা,
নিজ অভিলাষে পরে
যে জন কাঁটার মালা ;
নিজ হাতে যার কাণে
তরল সীসক ঢালা,
তারে কি শুনাতে পার
তব বাণী পাপনাশী ?

যে জন তোমারে সদা
করিয়াছে অবহেলা,
যে জন তোমার দানে
পাতিয়াছে বৃথা খেলা,
তার কি মরম-ব্যথা
থাকিতে জীবন-বেলা
মুছাইবে অযাচিত
দয়ারাশি পরকাশি' ?

(৭৪)

যত দোষ করিয়াছি
জীবন ভ'রে,
হে নাথ! রহিল সব
পথেই প'ড়ে ॥

তোমার চরণ-তলে
আসিয়াছি তব বলে,
আজি মোরে পাপ-তাপ
কেমনে ধরে ?

তোমারে যে জানে তার
জীবনের নাথ,
তুমি তার সাথে থাক
প্রভু দিবারাত ;
বাসনা-কামনা চয়
নিদারুণ পেয়ে ভয়
প্রাণপণ বলে যায়
সুদূরে স'রে ॥

(৭৫)

সিন্ধু-কাফি ; দাদ্‌রা

যে জন তোমার দাস,
সব দাসত্ব যায় তার কেটে
ছিঁড়ে তার মায়া-ফাঁস ॥

তোমার চরণে মাথা যে লুটায়,
সবার মাথায় আসন সে পায়,
তোমাতে যে করে নিজেরে লুপ্ত
বিশ্বে সে পরকাশ ॥

তোমারে যে ভালবাসে গো,
কি আছে সাধ্য অসার লালসা
বাঁধে তারে মোহপাশে গো,
যত বন্ধন আছে ত্রিজগতে
কটাক্ষে পায় নাশ ॥

তোমার চরণে পরাণ বাঁধিয়া
নির্ভয়ে লয় মৃত্যু সাধিয়া,
দুঃখ দৈন্য পায়ে ঠেলি' চলে
ব্যথা যেন পরিহাস ॥

(৭৬)

আড়া চৌতাল

যে করে তোমার পূজা
সে মোর আপন,
যে বোঝে তোমার নাম
অমূল্য রতন ॥

পর্ণকুটীরেতে থাকি'
বাকলেতে লজ্জা ঢাকি
দিবস-রজনী রহে
আনন্দ-মগন ॥

দারুণ ক্ষুধা-অনলে
যখন জঠর জ্বলে
তখনো নামের মধু
করে আস্বাদন ॥

সর্ব্বজীবে সর্ব্বভাবে
যে শুধু তোমারে সেবে,
ভাবে না কত অভাবে
করিছে দংশন ॥

নাহিক ধন-লালসা,
না করে যশের আশা ;
চাহে শুধু স্নেহমাখা
তোমারি চরণ ॥

(৭৭)

তুমি যার জীবনের ধন,
নিখিল ভুবন তার
আপনার জন ॥

তুমি প্রিয় ব'লে সবে
যত কিছু আছে ভবে
নিমেষে হইয়া যায়
হৃদয়-লগন ॥

সকলের তরে তার
সাধন-ভজন,
সকলের তরে তার
জীবন-মরণ,
সকলের তরে তার
দেহ-প্রাণ-মন ॥

(৭৮)

তোমারে চিনেছি আমি
বিশ্বের মাঝারে
নানা রূপে শব্দে গন্ধে
রস-সমাহারে ॥

আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু,
আমি ইন্দ্র রূপে
পূজিয়াছি হোম-যজ্ঞে
পুণ্য দীপ-ধূপে,
অর্চ্চনা করেছি কত
দিব্য উপচারে ॥

অগ্নি, যম, মহেশ্বর
হে পরমপ্রেমেশ্বর!
তোমারে করিয়া ধ্যান
পেয়েছে তোমারে,
তুমি, আমি, তারা এক
ঘোষে বারে বারে ॥

(৭৯)

যে করে তাহার ধ্যান
সে যে তাই হ'য়ে যায়,
সীমাবদ্ধ তুচ্ছ জীব
এভাবে ভূমারে পায় ॥

গণ্ডী বাঁধি' ছোট করি'
যাঁরে রাখিয়াছে ধরি'
অনন্ত-বিস্তার তাঁর
সীমাহীন করুণায়
তোমারে তাঁহার সাথে
অভিন্ন করিতে চায় ॥

তুমি তিনি দুই নহ,
নহ তুমি ক্ষুদ্র জীব,
ব্রহ্মাদির আরাধিত
তুমি যে পরমশিব ;
ইন্দ্র-বিষ্ণু-বরুণাদি
ব্রহ্ম হ'ল যারে সাধি',
আত্মারে সঁপিয়া দাও
নির্ভয়ে তাঁহার পায় ॥

(৮০)

সকল লালসা সকল বাসনা
একের চরণে করিয়া লয়,
ওরে বিপন্ন, ওরে দুর্ব্বল,
আয়রে বিঘ্ন করিবি জয় ॥

সুখলোভ তোরে করিল বিভল,
হরণ করিল যত ছিল বল;
হবি না হতাশ, আয়রে ফিরিয়া,
রুধিবি সকল বিপর্য্যয়॥

ভুল করি' যদি চলিয়া বিপথে
নূনের প্রলেপ দিয়াছিলি ক্ষতে,
তবু নাহি ভয়, আয় ফিরে আয়,
নিরাশ কান্না তোদের নয়॥

(৮১)

একতালা

(আমার) প্রাণের সকল কথা,
তোমার পায়েই দিন-রজনী
জানায় ব্যাকুলতা॥

তোমার তরেই হৃদয় পাগল,
তোমার তরেই বয় আঁখিজল,
কণ্ঠ আমার আকুল রবে
কয় তব বারতা॥

তুমিই আমার সোণার স্বপন,
তোমার ধ্যানেই চিত্ত মগন,
তুমিই আমার রসাল তরু—
আমি তোমার লতা ॥

(৮২)

কানাড়া ; একতালা

পরাণ জুড়িয়া প্রেম-সঙ্গীত
বাজে, বাজে, বাজে রে।
আজিকে আমার মিথ্যা মায়ায়
মুগ্ধ হওয়া কি সাজে রে?

আজিকে আমার রুদ্ধ দুয়ার
মুক্ত কি জানি ইঙ্গিতে কার,
কাহার স্নেহের জ্যোছনা-মাধুরী
খেলে অন্তর-মাঝে রে ॥

ভালবাসি যারে, মরমে সে আজ
চির-জীবনের রাজ-অধিরাজ,
তাঁর পদনখ-রেণুর প্রভায়
স্বার্থ যে মরে লাজে রে ॥

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক হিজ্‌ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

(৮৩)

বেহাগ - ঝাঁপতাল

গভীর নিশীথে তুমি
চাঁদের কিরণ।
হৃদি-দাবদাহে তুমি
সুখ-সমীরণ॥
অধীর আকুল প্রাণে
ডুবাও প্রেমের বানে,
ইহ-পর-জীবনের
ভুলাও মরণ॥

মরম বেদনাহত
হয় যবে ভয়ভীত,
আশায় অবশ চিত
কর আলোড়ন॥
তোমার গুণের কথা
কহিব কত,
ত্রিভুবনে কে আছে গো
তোমার মত;
সকল সময়ে সাথী
কিবা দিবা কিবা রাতি,
সবার সহায় তুমি,
সকল-শরণ॥

(৮৪)

হও মোর জীবনের ধন,
দিবানিশি কর মোর
মরমে রমণ ॥

হৃদয়ে বাঁধিয়া বাসা
ঢালো শুধু ভালবাসা,
প্রাণে প্রাণে আপনার
রহ আমরণ ॥

সব সুখে সব দুখে
থাকো সদা বুকে বুকে,
নিতি অপলক চোখে
করি দরশন ॥

(৮৫)

পীলু—ঠুংরী

হৃদয়-রমণ প্রভু
অন্তর-যামী,
আমারে তোমার কর
হে জীবন-স্বামী ॥

কত তুমি আপনার,
তুলনা কি আছে তার ?
কর মোরে অনিবার
ও-চরণ-কামী ॥

ভালবাসা ঢালি যেন
তোমারি চরণে,
তোমারে আপন জানি
জীবনে মরণে ;
স্বপনে কি জাগরণে,
উত্থানে কি পতনে,
ইহ-পর-জীবনের
চির-দাস আমি ॥

(৮৬)

কত জনে করে কত জনে নির্ভর,
তুমি ছাড়া মোর কেহ ত আপন নাই ;
মাথার উপরে বহিলে বিষম ঝড়,
তুমি ছাড়া আর কার কাছে আমি যাই ?

দিকে দিকে দেখি কত যে বিপদ হায়
কত যে বিপুল তরঙ্গে বহি' যায়,
কত বিচিত্র অকূল জটিলতায়
বাঁধে যে আমারে পার-কূল নাহি পাই ॥

শিশু তার মায়ে সবলে জড়ায়ে ধরে,
নির্ভয়ে তার মায়ের কোলেই মরে;
তেমনি আমি যে কেবলি তোমারি 'পরে
নির্ভর করি' মুছিয়া যাইতে চাই;
সহস্র যদি বিঘ্ন আসিয়া পড়ে,
তথাপি যেন না অপরের পানে ধাই ॥

জীবন-গগনে উদিলে যেদিন আসি'
দেখিনু তোমায় নয়ন-সলিলে ভাসি',
বিচার করিনি তব দোষ-গুণ-রাশি,
তব করুণায় তব পায়ে পেনু ঠাঁই ;—
স্বজন-বন্ধু সকল হইল বাসী,
কারো সাথে মোর কোনো বন্ধন নাই ॥

(৮৭)

সবারে ভুলিয়া তোমারেই যেন
জানি হে সারাৎসার,
সবারে ফেলিয়া তোমারেই যেন
দেই জীবনের ভার।

যখন দেখিব তুফানের তোড়ে
জীবনের মূল নড়িছে সজোরে,
ভুলি না যেন সে বিপদের ঘোরে
অভয় পদ তোমার,
বিপত্তি যত বাড়িবে তোমারে
স্মরিব বারংবার ॥

বিঘ্ন যখন গেল গো কাটিয়া
সান্ত্বনা এল প্রাণে,
তখন যেন গো ধরণী ভাসাই
তোমার মধুর গানে ;
তোমার অসীম গুণ-গরিমায়
নিখিল ভুবন যেন ছেয়ে যায়,
ছোট-বড় সবে শুনিবারে পায়
তুমি কত আপনার,—
সকল সময়ে চির-বান্ধব
তুমি ছাড়া নাহি আর ॥

গানের ছন্দে সুরের মন্ত্রে
হৃদয়ের পারাবার
উচ্ছ্বসি' উঠি' ডুবাইয়া দিবে
জগতের হাহাকার,
সবারে বিলাবে স্বাধীন জীবন,
দানিবে আত্মচেতনার ধন,
পরম প্রেমের সুধাস্বাদন
বিতরিবে চারিধার,
ভাঙিবে সবার দীর্ঘ দিনের
তমসার কারাগার ॥

সবারে করিবে সবার আপন,
সবারে করিবে হৃদয়ের ধন,
ভেদ-বিচ্ছেদ চূর্ণিয়া সবে
করিবে যে একাকার,
একের মূরতি সবার আননে
ফুটিবে, সে কি বাহার!
ওঙ্কার-ঘন উজল বরণ
নয়নে প্রতি জনার ॥

(৮৮)

ভৈরবী ; ঠুংরী

তুমি আমি দুই জন
রহিতে নারি।
বিরহের ব্যবধানে
বেদনা ভারী!
অধীর মম নয়ন
করে বারি বরষণ,
দূরে থাকা কি বিষম
তোমারে ছাড়ি'॥
তুমি আমি মিলে কবে
তুমি-আমি-হারা হবে,
জাগিছে কামনা সারা
হৃদি উজাড়ি'॥

(৮৯)

আমারে তোমার কর,
তোমারে আমার ;
তব সেবা মোরে দাও,
মোর ভার তুমি নাও,
তুমি আমি হ'ব প্রভু
চির-আপনার॥

আমার যা-কিছু আছে
ছোট-বড় সব,
অসার কি শাশ্বত
যতেক বিভব,
সব-কিছু নিজ-বলে
কর অধিকার ॥

চরণ বাড়ায়ে দাও
আমার কাছে,
ও-চরণ ছাড়া মম
কি আর আছে ?
রাতুল পদ-কমলে
পূজিব নয়ন-জলে,
ঘুচিবে ত্রিতাপ-জ্বালা,
যত হাহাকার ॥

(৯০)

মালকোষ ; তেওড়া

আমার নিজের সুখের লাগিয়া
তোমারে চাহিনা পূজিতে।
আমার আপন তৃপ্তির তরে
তোমারে আসিনি খুঁজিতে ॥

কত ভালবাস তুমি যে আমারে
ভাবিয়া ব্যাকুল হই বারে বারে,
"তোমারি সেবায় সার্থক আমি"—
সে কথা পেরেছি বুঝিতে ॥

আজি মোর পূজা নাও প্রেমময়,
প্রসন্ন হও, হে চির-সদয়!
তোমার মুখের হাসিটী যে চাই
আত্ম-সেবারে যুঝিতে ॥

সীমাহীন তব অনাবিল স্নেহ
পূর্ণ করিল অন্তর-গেহ,
বন্দনা আজি করিব তাহার
আমার ক্ষুদ্র পুঁজিতে ॥

(৯১)

আশাবরী ; দাদ্‌রা

আমার, সুপ্ত চেতনা জাগিছে।
দিগন্ত হ'তে মলয়-লহরী
চখে মুখে বুকে লাগিছে ॥

শ্রবণে পশিছে বংশী-রব,
তুচ্ছ হইছে সুখ-বিভব,
চিত্ত আজিকে কাহার সরস
পেলব পরশ মাগিছে ।।

আজি, লুটিয়া পড়িতে চাই,
যেখানে আমার চিত্ত-চোরের
শ্রীপাদ-পদ্ম পাই,
পরাণ যেখানে অজানার টানে
নিজে নিজে অনুরাগিছে ।।

(৯২)

ভাস্কর-রশ্মির পরশ পাইয়া যথা
কমলিনী উল্লাসে নৃত্য করে,
তোমার নামের রেশ কর্ণে পশিলে তথা
উৎসব সঞ্চারে চিত্ত-'পরে ।।

প্রেমময় মধুময় সুধাময় সুন্দর
ধ্যানের মুরতিখানা নয়নে পড়ে,
দেখিতে না দেখিতে সে বরবপু মনোহর
বিবশ হইয়া যাই, অশ্রু ঝরে ।।

বাহিরে খুঁজিয়া যত
করি হাহাকার,
তুমি তত হৃদিমাঝে
কর হে বিহার,
আমি যত কাঁদি, আঁখি
ঝরে অঝোরে,
তুমি তত তোল তান
মধুর সুরে॥

বিরহ-বেদনা সবই
তব চাতুরী
মিলনের বাড়াইতে
শুধু মাধুরী ;
তোমার লাগিয়া মরি
যতই ঘুরে,
তুমি তত থাক মোর
পরাণ জুড়ে॥

(৯৪)

মলয়-মারুত কেন
বহে রে !
পিয়া বিনে কাঁদে প্রাণ,
হৃদি-মন আনচান,
তখন কি সমীরণ
সহে রে ?

কেন রে পবন আজ
এত অকরুণ সাজ
কেন আজ নিদারুণ
সুকঠোর,
একটু মেঘের জল
পেলে প্রাণ উচ্ছল,
কৃতার্থ হ'য়ে যায়
এ চকোর,
তবু কেন বিনা মেঘে
বহে বায়ু এত বেগে,
এ ত' সহিবার মত
নহে রে।

(৯৪)

মলয়-মারুত কেন
বহে রে!
পিয়া বিনে কাঁদে প্রাণ,
হৃদি-মন আনচান,
তখন কি সমীরণ
সহে রে?

কেন রে পবন আজ
এত অকরুণ সাজ,
কেন আজ নিদারুণ
সুকঠোর,
একটু মেঘের জল
পেলে প্রাণ উচ্ছল,
কৃতার্থ হ'য়ে যায়
এ চকোর,
তবু কেন বিনা মেঘে
বহে বায়ু এত বেগে,
এ ত' সহিবার মত
নহে রে!

আমি চাহি আকাশের
বুক-চেরা নির্ম্মল
নবীন বারিদ হ'তে
শুধু বিগলিত জল,
আমি চাহি প্রেম, আর
প্রেম, শুধু প্রেম চাই,
অপর কামনা মোর
নহে রে !

(৯৫

হাসিল কুসুম-কলি
কাননে,
কার প্রেম, কার মধু,
কার রূপ, কার যাদু
ফুটিল কোমল ঐ
আননে ?

কে আসি গাহিল গান
কুসুমের কণ্ঠে,
প্রাণে প্রাণে অবিরাম
সুধারাশি বণ্টে ;
কে হাসিল মুখে ওর
তুলি' খল খল সোর,
মরমিয়া আঁখি-পাত
কে দিল ও নয়নে ?

যা দেখি, তাহারি মাঝে
শুধু একজনে পাই,
শুধু একজন ছাড়া
কোথা কিছু নাই, নাই।
ওরে ও কুসুম-কলি
আয় শোন্ কথা বলি,—
তোরে দেখি মজে মন
পরম রসায়নে॥

(৯৬)

কেদারা ; ঢিমা-তেতালা

তোমারে সঁপিয়া প্রাণ
　　সকলি পেয়েছি আমি,
সোণালি উষার আলো,
　　জ্যোছনার মধুযামী॥

আকাশের তারাচয়
কাণে কাণে কথা কয়,
কত যেন পরিচয়!
　　ভূতলে আসে গো নামি'॥

মলয়জ সমীরণ
　　সুবাস বহিয়া যায়,
তোমারি প্রেম-আবেশে
　　ছোটে মাতালের প্রায় ;
ডেকে বলে বারে বারে,—
　　"তোতে মোতে ভেদ কিরে ?
যারে বাস ভাল, সে যে
　　আমারো হৃদয়-স্বামী॥"

কাননে কাননে যত
কুসুমিত কুঞ্জ
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
সোহাগের পুঞ্জ ;
ভ্রমরার মুখরণে,
কোকিলার কুহু—তানে
শুধু এই শুনি "তারা
সকলেই ব্রজধামী,
সবাই প্রেমিক তারা,
শ্রীহরি-চরণ-কামী ॥"

(৯৭)

ওগো শিবসুন্দর নাথ !
এ দীন অধমে কর
করুণা-নয়ন-পাত ॥
মরণ-গহনে যেন
তোমার আশিস-রাশি
পরাণে পরাণে মোর
জাগায় সরস হাসি,
তোমারে বাসিয়া ভাল
যেন প্রভো চিরকাল
কাটাই হরষাবেশে
দীরঘ দিবস-রাত ॥

তব মধু-নাম যেন
ভুলি না ভুলি না হরি,
ভ্রমবশে মায়া-মোহে
তোমারে না পরিহরি,
যত বিভীষিকা-চয়
নিমেষে পাইয়া লয়
আমারে গাঁথিয়া যেন
রাখে গো চরণ-সাথ ॥

(৯৮)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ ; ঠুংরী

কাঁদিতে কাঁদিতে যার
অন্ধ হয় রে আঁখি,
শ্রীপদ-দরশে তার
রহে না রহে না বাকী ॥

পড়িলে চ'খেতে ছানি,
ছুটে আসে কেন জানি ;
অরূপ মূরতিখানি
আপনি দেয় রে আঁকি ॥

অসহ বেদনা যার
মোর প্রভু হয় তার,
সরস পরশ দিয়া
পরাণ রাখে রে ঢাকি' ॥

যার কেহ নাই ভবে,
মোর প্রভু তারি হবে ;
ব্যথিত শরণাগতে
দিতে সে জানে না ফাঁকি ॥

(৯৯)

বেহাগ ; একতালা

যখনি কাঁদিবি আকুল পরাণে
তখনি যে আমি তোর,
যখনি আঁধার ঢাকিবে নয়ন
কাটিব সে তমোঘোর ॥

যখনি বেদনা বাড়িবে বিষম
তখনি যে আমি হব প্রিয়তম,
বিপদ যখনি আসিবে ঘনায়ে
আমি পেতে দিব ক্রোড় ॥

পতনের ঐ পিচ্ছিল পথে
দিব না, দিব না, দিব না রে যেতে ;
প্রলোভন যদি করে বিচলিত,
আমি বুকে দিব জোর ॥

হ'ব আমি তোর নিঃশ্বাস-বায়ু,
হ'ব তোর প্রাণ, হ'ব তোর আয়ু,
হ'ব তোর হৃদি, হব আনন্দ,
হব তোর আঁখি-লোর,
তোর সাথে আমি কোটি জনমের
বাঁধিব প্রেমের ডোর ॥

(১০০)

যে আমারে চাহিয়াছে, আমি তার চিরকাল
যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই।
অতি কাছে, অতি দূরে ছড়ান প্রেমের জাল,
সকলেরে বাঁধি আমি,—কারো পর নই ॥

কত নামে, কত রূপে কত জন খুঁজিছে,
কোথায় প্রাণের প্রিয়, তার লাগি কাঁদিছে,
কাছে পেয়ে কলরবে প্রেমাবেশে কূজিছে,
দুবাহু পসারি' তারে বুকে টানি' বাঁধিছে,—
সে কি জানে, কারে নিয়া এ বিরহ, এ মিলন ?
সে কি জানে প্রকৃতই তার প্রিয় কই ?
যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই ॥

দেহেরে চাহিয়া দেহ কেবলি ঠকিল হায় !
যত বেশী ক'রে চাহে, ততই সে নাহি পায়।
আকাশে কানন রচি' শয়নাসন বিছায়,
জীবন করিয়া পণ ছুটি' আগাইয়া যায়,
তখনি বাতাসে মরু-মরীচিকা যে মিশায়,—
পরিণামে আমি তারে কোলে তুলে লই !
যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই ॥

(১০১)

তোরা আমার পর কি আপন
কে জানে ? *
তবু তোদের লাগি' আমার
মন টানে ॥

আমার প্রভুর লাগি' তোরা
হ'লি যেদিন আপন-হারা,
সেদিন হ'তে তোদের নিবাস
প্রাণ-খানে ॥

প্রভু যদি আসেন রে আজ,
আমার ভাঙা এই হৃদি-মাঝ,
তোদের ফেলে চাইব একা
কোন্ প্রাণে ?

---

* তোরা আমার—রে জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা,
পর কি আপন—র জ্ঞা র র, কে জানে সা ঋ জ্ঞ,
কে জানে—পা দা পা ।

০ ০ ০

একা আমি মজ্‌ব নারে,
ডাক্‌ব তোদের বারে বারে ;
সবাই মিলে দেখ্‌ব তাঁরে
সন্ধানে ॥

সবাই মিলে করব বরণ,
সবাই মিলে পূজব চরণ,
সবাই মিলে গাইব রে নাম
একতানে ॥

(১০২)

তোরা আমার আপন যদি
থাক্‌বি দূরে কেমন ক'রে ?
তোদের আমার পাওনা-দেনা
জানিস্ কত জনম ধ'রে ?

পেয়েও তোদের হয় না পাওয়া,
দিয়েও তোদের হয় না দেওয়া,
না দিয়ে সব দিয়ে ফেলিস,
না পেয়ে পাস্—বিচিত্র রে !

† সন্ধানে = কৌশলে

নিত্য-মধুর প্রেমের খেলা,
সাজ্‌ল কেমন সুখের মেলা;
দেওয়া-নেওয়ার ঊর্দ্ধ-দেশে
দেওয়া-নেওয়া হৃদয় ভ'রে।

(১০৩)

নিজের কাছে নিজেই আমি
দিলাম ধরা প্রাণের দায়ে,
শীতল হ'ল পরাণ আমার
শরণ পেয়ে নিজের পায়ে॥

আপন চরণ আপনি পূজি
আপন হৃদয় আপনি খুঁজি,
এক জনারে দুই সাজিয়ে
প্রেমের খেলা মলয়-বায়ে,
প্রেম-বিরহের চল্‌ছে লীলা
নিজের সৃষ্ট অন্তরায়ে॥

খেয়া নৌকার এ আম্‌দানি
কেবল বাইরে জানাজানি,
এ-পার ও-পার উঠ্‌ল ফুটে
চপল নদীর স্রোত বহায়ে;
একই ছিলাম, দুই হ'য়ে তুই
উঠ্‌লি আমার নামের নায়ে॥

(১০৪)

অনাদি অসীম অনন্ত আমি
সসীম হইনু তোদের তরে,
উদার বিশাল বিপুল আকাশ
প্রবেশিল এক ক্ষুদ্র-ঘরে॥

সবারে শিখাতে প্রেমের মিলন,
ধরিনু মুরতি কত অগণন;
সবারে লইয়া খেলিতেছি খেলা
দিবস-রজনী বিশ্ব ভ'রে॥

এত বিচিত্র, তবু আমি এক ;
প্রকটিত, তবু নিবিড় অলেখ ;
সব বিপরীত একের মাঝারে
মিলিত হইয়া এ' চরাচরে
কভু হয় প্রভু, কভু বা সেবক,
নিজেরেই নিজে ভজনা করে ॥

(১০৮)

তেওড়া

তোমারি কাজে হরি পেয়েছি যারে,
তোমারি অবতার ভাবিয়া পায়ে তার
প্রণতি করিয়াছি বারে বারে ॥

কখনো প্রভু ভাবি' দিয়াছি অঞ্জলি
ভকতি-মাখা মম হৃদয়-ফুল-কলি,
রয়েছি অনুগত, সতত সেবারত,
সঁপিয়া দিয়াছি আমি যে আমারে ॥

কখনো স্নেহভরে নিয়াছি কোলে তুলি',
আপন ভাবি' তারে জগত গেছি ভুলি'
সাদরে বুকে রাখি' আননে দিয়া আঁখি
ভেসেছি ভাসিয়েছি নয়ন-ধারে ॥

গাহিয়া প্রেমে তোমারি গান
জুড়াই যেন তাপিত প্রাণ,
সকল রস-পরশ ভুলি'
তোমারে শুধু পাই হে।

(১০৯)

সে যে আমার চোখেই কাঁদে,
আমার বাহু-পাশেই তোরে
প্রেমের পাশে বাঁধে।

আমার প্রাণের আকুল গানে
সেই ত তোরে টেনে আনে,
কতই অধীর করুণ ভাষায়
ডাক্‌ছে কতই ছাঁদে।

আমার মুখেই প্রভুর বাণী
ব্যাকুল করে তোর পরাণি,
আমার সকল অনুনয়ে
সেই ত' তোর সাধে॥

আমার আপন করল যারে,
তাঁর কি আপন সে হয় না রে?
আমার সকল মুখের কথা
ফুটল তাঁরই নাদে॥

(১১০)

আমি আর তিনি এক অভিন্ন,
মুখ ফুটে তা কি বলিতে হবে ?
এতকাল ধ'রে কি বুঝিলি বল্,
কি সাধন তুই করিলি তবে ?

তোতে ও আমাতে আছে কি প্রভেদ ?
তুই আর আমি এক ও অভেদ।
তুই আর তিনি একেরি প্রকাশ,
একথাই সার সত্য ভবে ॥

তুই, আমি, তিনি, তিন তবু এক,
আসল ত এক, নহে ত অনেক ;
নানা রূপ দেখা নয়নেরি ভুল,
একই আছে, ছিল, নিত্য র'বে ॥

(১১১)

পীলু ; দাদ্‌রা

আমার প্রভু তোর লাগি যে
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
আর কতদিন থাকবি রে তুই
অসার সুখে আত্মহারা ?

ছেলে-হারা মায়ের মত
তোরেই ত' ডাকে সতত,
তুই কি রে তার কাছে গিয়ে
মুছাবি না নয়ন-ধারা ?

(১১২)

পূরবী ; দাদ্‌রা

আমার প্রভু তোরে চায় ।
তুই কেন রে আছিস ডুবে,
মিথ্যা কপট ভাবনায় ?

বৃথা ভ্রান্তি দে না ছেড়ে,
ফেলে দে অশান্তি ঝেড়ে,
তপ্ত তনু কর্ সুশীতল
নামের সুবিমল ধারায় ॥

অধম হ'লেও তোরই লাগি'
ঐ প্রভু রয়েছেন জাগি' ;
দিন রাতি ঐ ডাক্‌ছেরে শোন্—
"আয়রে আমার বুকে আয়" ।

জীবন-জোড়া হাহাকার,
নয়ন-ভরা জলের ধার,
সকলি তোর সফল হবে,
পড় গিয়ে ঐ রাঙ্গা পায় ॥

(১১৩)

তোমার প্রেমের আলো,
আমার নয়ানে আমার বয়ানে
আমার পরাণে জ্বালো ॥

তোমার প্রেমের সৌরভে চিত
ভ্রমরের মত কর ব্যাকুলিত,
তোমার প্রেমের পীযূষ আমার
হৃদয় ভরিয়া ঢালো ॥

চির-জনমের বেদনা-নিচয়
প্রেম-কাকলিতে লভুক বিলয়,
তোমার ধেয়ানে হোক্ বিলুপ্ত
সকল মন্দ-ভালো ॥

(১১৪)

দেশ ; একতালা

ওগো, প্রাণ তোমারেই চায়,
সুদূর হইতে তোমারে নেহারি'
ব্যাকুল হইয়া ধায় ॥

পথের বিঘ্নে করে না লক্ষ্য,
দুঃখেরে দেয় পাতিয়া বক্ষ,
অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্য আশা
পদতলে দলি' যায় ॥

তোমারে জানিয়া পরম-রসাল,
তোমাতেই খোঁজে ইহ-পর-কাল,
প্রেম-গদ-গদ বিভল-কণ্ঠে
তব বন্দনা গায় ॥

(১১৫)

ভীমপলশ্রী ; দাদ্রা

তোমায় ছাড়া থাক্‌তে আমায়
দিও না হে।
সকল সময় চিত্ত যেন
তোমায় চাহে ॥

সুখে যেন তোমায় ছাড়া
নয়ন কেঁদে হয় হে সারা,
দুখের দিনে বুকের ব্যথা
তোমার যেন গাথা গাহে ॥

তুমিই আমার রও হে সকল,
তুমিই আমার হও বলাবল,
তুমিই আমার কান্না-হাসির
বিধাতা হে ॥

(১১৬)

যে রূপ নেহারি' জগৎ-মুগ্ধ
সে রূপেতে মোর লোভ নাই ;
অন্তরে মোর জ্বলিছে মাণিক,
আমি দেখি তারি রোশনাই ॥

যে সুখের লাগি' সকলে আকুল,
সে সুখ চাহিতে হয় মোর ভুল,
দেখি অন্তরে আছে থরে থরে
ত্রিলোকের সুখ একঠাঁই ॥

প্রেম-লোভে মোর কাতর হৃদয়
বাহিরে ভ্রমিতে কাঙ্ক্ষিত নয় ;
অন্তরে মোর প্রেমি-শিরোমণি,
তাহারি অধর-মধু পাই ॥

(১১৭)

আমারে শোনা রে তোরা
সেই গান শোনা রে।
যেই গানে প্রিয় মোর
করে আনাগোনা রে ॥

বিরহ-অনল জ্বালি'
বেদনা বিপুল ঢালি'
আগুনের তাপে মোরে
করে খাঁটি সোনা রে ॥

"পেয়ে হায় পাই না গো,
আকুলিত করে প্রাণ,
বল না তখন তুমি
কোথায় বিরাজমান ?"
না দেখিয়া কাছে যাঁরে
খুঁজি শুধু বারে বারে,
সহসা এল সে আলো
করি' হৃদি-কোণা রে ॥

(১১৮)

গানের পরে গান আর,
তানের পরে তান,
তোমার নামের
বহায় যেন বান।

পাষাণ-প্রাণের চক্ষু চিরে
বক্ষ ভাসে অশ্রু-নীরে,
হৃদয় যেন ঐ সলিলে
হয় নিমজ্জমান।

গভীর জলের গহন খেলা
হয় যেন মোর সাঁঝের বেলা,
ভাটার টানেও নদী যেন
বয় ফিরে উজান।

(১১৯)

মানে না পরাণ লাজের বাঁধন
দেখিলে তোমার হাসি,
আকুল অবুঝ হয় তনুমন
নেহারিলে রূপরাশি।

নয়নে আপনি ছোটে জলধারা,
অধীর হৃদয় হয় কেঁদে সারা ;
পাই কি না পাই দ্বিধা-সংশয়ে
বেদনা-সলিলে ভাসি ।

কাছে পেয়ে তোমা ঘটিল বিষম,
নিয়ত ব্যথিত মথিত মরম ;
সেই ছিল ভালো দূরে থেকে যবে
শুনিতাম শুধু বাঁশী ॥

(১২০)

কীর্ত্তন ; গড়খেমটা *

প্রভু গো, দাও গো মোরে পাগল ক'রে ।
হাসাও মোরে, কাঁদাও মোরে,
ভাসাও মোরে আঁখির ধারে ॥

দিন-রজনী আপন মনে
কইব কথা তোমার সনে,
তোমার আমার প্রাণের মিলন
আর যেন কেউ বুঝতে নারে ॥

---

* এই গানটি "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়া ছবিতে গীত হইয়াছে ।

অঙ্গে যেন মেখে কাদা
সার করি ঐ নামে কাঁদা
সকল শিকল সকল বাধা
দেই গো ভেঙ্গে, দেই গো চুরে ॥

ঠিক যেন গো নদীর মত
স্রোতের টানে রই সতত,
নাম-প্রবাহের জোয়ার-ভাটায়
জগৎ ভুলি তোমার তরে ॥

দাও ভুলিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
চাই শুধু ঐ নামের সুধা,
করুক নিন্দা বিশ্ব-ভুবন
রইল সব ঐ চরণ-পরে ॥

(১২১)

কীর্ত্তন, গড়খেমটা

শ্রবণ ভুলিল মম
শুনি তব নাম
—ভুলিল রে
—নাম শুনে শ্রবণ ভুলিল ·······
—এমন নাম আর শুনে নাই তাই...
নয়ন মজিল হেরি'
রূপ অভিরাম ॥

মন্দির

—সে যে অপরূপ—
—কোটি জনমের অদেখা রতন......
—তুলনা তাহার মিলে না কোথাও.........

বাঁশরী ঢালিল প্রাণে
তরল অনল,
—সুরের আগুন ঢালিল রে—
—তনুমন পুড়ে দগ্ধ হ'ল......
বিরহ-বেদনে আঁখি
করে ছলছল ॥
—ছলছল—
—বুকের মাঝে আগুন জ্বলে,
তাই নয়ন বাষ্পে........

ভুলে গেনু কুলশীল,
ভুলিনু সরম,
—ভুলে গেনু—
—কুলমান সব...
তব অনুরাগে অনুরাগিণী....
তোমার চরণ হ'ল
ধরম করম ॥

—কিছু জানি না—
—তোমার চরণ ছাড়া আর… …
—তোমার চরণ পরম শরণ আর…
গৃহবাস পরবাস
হইল অচিরে
—ঘরের মায়া কেটে গেল—
—অসার অনিত্য জেনে…
ঝাঁপ দিনু প্রাণাবেগে
প্রেমসিন্ধু-নীরে ।
ঝাঁপ দিলাম—
—কি হবে না হবে ভাবনা ছাড়িয়া…
—যা হবার হোক নাহিক ভাবনা….
এই যে ডুবিয়াছি গো
আর উঠিব না,
—ডুব দিলাম—
—তোমার বিশাল বক্ষ-মাঝে…
অতলের মহাতলে
রহিব মগনা ।
—কুড়াইব—
রত্নাকরের অতল তলে প্রেমরত্ন ……
—যে রতনে জীবন সফল প্রেমরত্ন……

(১২২)

কীর্ত্তন ; গড়খেমটা ও ফেরতা

ও বঁধু, কি আর চাহিব বল ?
জনমে জনমে তোমারি লাগিয়া
চাহি প্রেম ঢলঢল।
—চাহি আঁখি ছল ছল,
কেবল চোখের জল ॥

তোমার বাঁশরী শুনিয়া কাণে
উজান যেন গো বহে এ প্রাণে
বরষা-বাদর-সলিল-বানে
হয় তরী টলমল ॥

দরশ-পিয়াসে আকুল আঁখি
কাঁদে যেন হরি তোমা না-দেখি,
অধীর আবেগে তোমারেই ডাকি
যেন প্রতি অনুপল ॥

চন্দন জিনি অঙ্গগন্ধ
মৃদুল মলয়ে বহিলে মন্দ,
করে হেন মোরে পীরিতি-অন্ধ,
জ্বালায় হৃদয়-তল ॥

বিরহে যেন গো জ্বলিয়া মরি,
ছট্‌ফট্‌ করি সারা বিভাবরী,
যোজন জুড়িয়া অনল-মাধুরী
করে যেন ঝলমল ।

পিয়াসী প্রাণের শুধু এ-বাণী,—
"জীবনে মরণে তোমারে জানি,
ধ্যানে পাওয়া ঐ মুরতিখানি
সাধনার সম্বল" ।

(১২৩)

মালকোষ ; একতালা *

সবার কাছে হও হে প্রকাশ,
হও হে,
সবার প্রাণের আপন হ'য়ে
হৃদয় জুড়ে রও হে ॥

থাক্‌বে কেন একলাটী মোর,
সবার তুমি হও চিত্ত-চোর,
সবাইকে ওই প্রাণ-জুড়ান
শীতল বুকে লও হে ॥

---

* এই গানটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

সবার তুমি হও হে জীবন,
হও সকলের আনন্দ-ধন,
সবার তুমি না হও যদি,
আমার তুমি নও হে ॥

(১২৪)

মালকোষ ; তেওড়া

কোথা হে নাথ, কোথা হে বন্ধু,
কোথা হে নাথ!
হও হে উদিত সবারি হৃদয়ে
আঁধার বিদূরি' পূর্ণ-ইন্দু !
কোথা হে নাথ !

গোপনে লুকায়ে কাঁদিছে তিমিরে,
শত দুখ-শোক রহিয়াছে ঘিরে,
সবারে টানিয়া তব স্নেহ-নীড়ে
ঢেলে দাও প্রেম একটী বিন্দু !
কোথা হে নাথ !

আকুল পিয়াসা মিটাবার তরে
আলেয়ার পিছে কেন ঘু'রে মরে ;
সবার পরাণ তব প্রেমে ভ'রে
দিতে কি পার না করুণা-সিন্ধু ?
কোথা হে নাথ !

(১২৫)

একটী প্রাণীও যেন
বাদ নাহি যায়,
সবাই তোমারে যেন
সমভাবে পায় ॥

ছোট, বড়, সুখী, দুখী
অগণিত জন
লভে যেন সবে তব
প্রেমের প্লাবন,—
কেহ যেন নাহি ফিরে
যায় নিরাশায়,
সবার শীতল হয়
প্রাণ-মন-কায় ॥

তুমি সকলের হয়ো
প্রাণেরো আপন,
তুমি সকলের হয়ো
আনন্দ-ধন,
সকলেরে ধরা দিও
স্নেহ-করুণায়,
সকলেরে চেনা দিও
অসীম দয়ায় ॥

(১২৬)

ওরা চাহে একা একা
করিতে সাধন,
সকলেরে নিয়া মোর
পূজা-আয়োজন ॥

সবারে বাঁধিয়া নিয়া
মিলন-ডোরে
ছুটে যেতে চাই তব
শীতল ক্রোড়ে,
একাকী তোমারে মোর
নহে প্রয়োজন।

নীচ, হীন, অপরাধী,
জ্ঞানহীন নর,
কেহ নহে পর মোর,
কেহ নহে পর ;
সবারে জানিয়াছি গো
আপনার জন।

(১২৭)

নীরবে নিভৃতে একান্তে বসি'
আকণ্ঠ নাম করিনু পান,
কোটি বিশ্বের আপন হইয়া
দরশন মোরে করিলে দান।

তুমি যে সবার হৃদয়-ধন,
কেবলি আমার নহ আপন,
প্রেমের কলায় লীলার ছলায়
দেখাইলে সেই অভিজ্ঞান।

তোমারে লভিয়া লভিনু ভুবনখানি
সবারে সোহাগে লইনু বক্ষে টানি',
নিমেষে হইল সকল সাধনা
বিশ্বহিতের অনুষ্ঠান।

(১২৮)

সবাই আমায় বাঁধুক হরি
বাঁধুক হে,
চিত্ত আমার সবার তরে
কাঁদুক হে ॥

সবার সুখে, সবার শোকে,
স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্য-লোকে,
পরাণ আমার সকল প্রাণের
সব রাগিণী সাধুক হে ॥

সকল মনের মলয়-পবন
করুক আমার চিত্ত-হরণ,
হৃদয় আমার সকল ফুলে
মিলন-মালা গাঁথুক হে ॥

(১২৯)

সবাই আমার আপন হোক্,
কেউ যেন আর না রয় পর।
সকল বিদেশ, সকল প্রবাস,
হোক্ হে আমার আপন ঘর ॥

সকল বুকের সকল শোক
আমার নিজের বুকের হোক্,
ব্যথাই আমার হোক্ সাধনা
নিত্যকালের অনশ্বর ॥

সবার কাজে আমার প্রাণ
করুক প্রভু আত্মদান ;
সবার সুখে আমার সুখ,
সবার ঝড়ে আমার ঝড় ॥

(১৩০)

একাকী উল্লাস করি'
মনে শুধু জাগে দ্বন্দ্ব,
কখন না জানি গান
হারাইয়া ফেলে ছন্দ ;
অন্তরের গীতিকার
রচিছে মালতী-হার,
কখন না জানি তার
ফুল-গাঁথা হয় বন্ধ ॥

নারে না! একাকী মোর
হরষে হবে না জোর;
সবারে লইয়া পান
করিব রে মকরন্দ,
জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতেরা
বলুক না মোরে মন্দ॥

(১৩১)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(১৩২)

বাগেশ্রী

এক জনারে জানলে আপন
বিশ্ব-ভুবন আপন তোর,
এক জনাতে যুক্ত হ'লে
সকল ভাঙ্গায় বাঁধে জোড় ॥

এক জনারে হৃদয় দিলে
বিশ্বজনার হৃদয় মিলে,
একের তরে ঝরলে আঁখি
সবার চোখে বইবে লোর ॥

একের স্নেহের পরশ-মাঝে,
সবার স্নেহের পরশ আছে,
একের কোলে ঠাঁই হ'লে তুই
পাবি রে সকলের ক্রোড় ॥

দশ জনারে যাও ভুলে যাও,
এক জনাতে সব স'পে দাও,
তাঁরি তরে হও রে পাগল
যে জন তোমার চিত্ত-চোর ॥

(১৩৩)

একের মাঝে সবাই আছে
তাই ত একের উপাসনা।
একের পূজায় সবার পূজা
অন্য পূজায় নাই বাসনা॥

ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের
জগদ্‌ভরা যতেক প্রাণী
একের মন্ত্রে পেলাম খুঁজে
তাঁদের সবার মুক্তিবাণী,
তাই ত সবায় সঙ্গে নিয়ে
আমার পুণ্য আরাধনা॥

কতই দুঃখ বিশ্ব ভ'রে,
সবার পূর্ণ মুক্তি-তরে
শাশ্বত নাদ নূতন হ'য়ে
মূর্ত্ত হ'ল এই সাধনা॥

(১৩৪)

শুধু একজন ওরে,
শুধু একজন,
দিবানিশি করে মোর
হৃদয়ে রমণ॥

সকলের প্রাণরূপে
সতত যে থাকে রে,
সকলেরে সতত যে
নিজ বুকে রাখে রে,
সকলের সব ব্যথা,
বেদনা ও কাতরতা
নিজের আঁচল দিয়া
সতত যে ঢাকে রে,
সেই একজন শুধু
সেই একজন,
আমার নয়ন-কোণে
ভুবন-মোহন ॥

প্রতি নামে যাঁর নাম,
প্রতি গানে যাঁর গান,
প্রতি ধামে যাঁর ধাম,
প্রতি প্রাণে যাঁর প্রাণ,
নিখিল ভাবের মাঝে
যিনি ভাষাচয়,
নিখিল ভাষার মাঝে
যিনি ভাবময়,
সেই একজন, শুধু
সেই একজন,
দেহ মন প্রাণ মোর
করিল হরণ ॥

তাঁরি গুণ-গানে হাসি,
তাঁরি গুণ-গানে রে ;
নয়নের জলে ভাসি
তাঁরি প্রেম-বানে রে ,
যাঁর টানে ভ্রমি আমি
বিপুল ভুবন।
শুধু সেই জন ওরে,
শুধু সেই জন,
আমারে ভুলাল মোর
জীবন মরণ ॥

(১৩৫)

কে যে রে তোর আরাধ্য ধন
সেই কথাটাই জান্,
সতীর পূজা পতির তরে
তাতেই যে তার মান ॥

হাজার দিকে দিলি মন,
ঘট্‌ল কেবল অনটন ;
একজনাতে সব সঁপিলে
নাই কোনো লোকসান ॥

হাজার প্রভুর করবি পূজা,
বাড়বে কেবল ঘাড়ের বোঝা ;
ব্যর্থ হবে জীবন-জোড়া
সকল আত্মদান ॥

এক দিকেতেই রাখরে নয়ন,
এক জনাতেই নিত্য-শরণ ;
এক জনারেই বাসরে ভাল,
তাতেই সফল প্রাণ ॥

(১০৬)

এক পথে তুই থাকিস রে ভাই
দশ দিকে মন দিস না রে,
এক সুধাতেই হয় রে তৃপ্ত
দশ জনমের তৃষ্ণা রে ॥

এক তপনের কিরণ লেগে
বিশ্ব-ভুবন উঠ্‌বে জেগে,
লক্ষ তারার পানে চেয়ে
সুযোগ নাশ করিস্ না রে ॥

এপথ ওপথ সেপথ ঘু'রে
সংশয়ে তুই মরলি পু'ড়ে ;
একের মাঝেই সকল আছে,
এই কথা ভুলিস্ না রে ॥

(১৩৭)

এক দিকে চল্,
এক দিকে চল্ ;
এক পথে চলাতেই
বুকে বাড়ে বল ॥

শতমতে শতপথে
করিয়া হেলা
এক নামে ডাক ছাড়ি'
ভাসা রে ভেলা,
তরঙ্গ যত হোক্,
ছাড়িস্ না নিজ রোখ্,
এক শশধরে দেখ
গগন উজ্জ্বল ॥

নানা জনে নানা কথা
কহিবে ব'লে
তুই যাবি নিজ পথ
ছাড়িয়া চ'লে ?
নিদারুণ মহাভুল
নাহি এর সমতুল,
তোর চির-শরণ যে
শ্রীপ্রভু কেবল ॥

(১৩৮)

বাউল

সকল পূজা পরিহরি' এক জনারে লক্ষ্য করি'
চল্‌রে আপন পথে,
এক জনারে দান করি' প্রাণ জন্ম-জীবন সুধন্য মান,
চল্ রে একই মতে ॥

নানান মতের রকম-ফেরে মনের ভুলে যাস্‌নে ভিড়ে
দশের বাঁধা গতে,
আপন লক্ষ্য ঠিক ক'রে নে, সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিনে
পড়বি রে ছিদ্দতে ॥*

*ছিদ্দত, পূর্ব্ববঙ্গীয় শব্দ। অর্থ,—বিভ্রাট, লাঞ্ছনা।

এর ওর তার পানে চেয়ে এর ওর তার পিছে ধেয়ে
চেপে পরের রথে,
জীবন-মেলার রঙিন ছবি কলঙ্কিত হবে সবই
কেবল হতাহতে।

(১৩৯)

এক-জনারে জান্‌রে শুধু
এক জনারে জান,
জন্ম-যুগের জীবন-প্রভু,
সত্য প্রাণের প্রাণ।

হাজার জনের চিত্ততোষের
ভ্রান্ত বুদ্ধি ছাড়্‌,
বহু সেবার ফল ত' পাবি
শুধুই হাহাকার ;
সকল দিকের আয়োজন
এক জনাতেই সমর্পণ
করবি যদি শান্তি পাবি
সফল হবে দান॥

জীবন যে তোর দেবার তরে,
রাখার তরে নয়,
আত্মাহুতি দেবার সময়
নিষ্প্রয়োজন ভয় ;
কিন্তু বলিই হবি যখন,
একটি ইষ্টে থাকবি লগন ;
এক জনারে ভালবাসাই
মুক্তির সন্ধান

(১৪০)

কত দেবতারে পূজিবি বল ?
কতখানে গিয়া মাথা মুড়াইবি,
কত ঘাটে পান করিবি জল ?

গঙ্গার জলে মিটে রে তৃষ্ণা
গোদাবরী পানে কেন তাকাস্ ;
গোদাবরীতেও মিটিবে পিপাসা,
গঙ্গারে কেন এ পরিহাস ?
পিপাসাই যদি লাগিয়া থাকে রে,
সব নদী-জল সম-শীতল ॥

* সন্ধান =কৌশল

যে ঘাটে দাঁড়িয়ে আছিস রে তুই,
সেই ঘাটে আজ জলেতে নাম ;
ডুবে যা রে সেই শীতল প্রবাহে,
তাতেই পূরিবে মনস্কাম ;
প্রাণ ভ'রে কর্ সে সলিল-পান,
দেহে মনে পাবি নবীন বল ॥

(১৪১)

সবারে জানিতে নিজেরে জানিয়া লও,
নিজেরে চিনিয়া সবার আপন হও,
অবগাহি' নিজ স্বরূপ-সাগর মাঝে
প্রাণ ভরি' যত প্রেমমাখা কথা কও ॥

যাহার যেখানে যতটুকু ব্যথা আছে,
দূর কর তাহা টানি' তারে নিজ কাছে,
অতীতের কোটি অনুতাপ-রাশি মুছি'
পাপহীন ক'রে নিজ হাতে গ'ড়ে লও ॥

নিজেরে ডুবাও ধ্যান-সমুদ্র মাঝে
বাহু মিলাইয়া সকলের হিত-কাজে,
সত্যের জয় সকলের সাথে গাহ,—
সাধনার কালে নিগম একক রও ॥

(১৪২)

আসিবেন তিনি বসেছিনু আশা ক'রে
আসিতে তাঁহার হ'ল রে সুনিশ্চয়,
দেহে মনে প্রাণে প্রতি পরমাণু ভ'রে,
তাঁর আগমন গাহিল তাঁহার জয় ॥

কহিল আমারে কুণ্ঠা-বিহীন স্বরে,—
"সম্মুখে দূরে ছোট-বড় যারা রয়,
সকলের মাঝে অনুসন্ধান ক'রে
পাবি রে আমার সুনিবিড় পরিচয় ॥

"দুঃস্থ,ব্যথিত, দুঃখিত যত জন
তারাই যখন কাড়িবে রে প্রাণ-মন,
তখনি হইবে পরম-শুভ-লগন
যখন আমাতে হইবে রে তোর লয় ;
অন্তবিহীন প্রেমের অমিয়-লোভী
সৃষ্টি তখন স্রষ্টার মাঝে ডুবি'
আত্ম-সমর্পণ-মহিমায় শোভি'
দ্বৈত-দ্বন্দ্বে করিবে রে পরাজয় ॥"

(১৪৩)

সেদিন নহেক দূর, (তোর) অভিমান হবে চুর,
ভিতরে বাহিরে এক হবি তুই
কৃপায় চির-প্রভুর ॥

ধরাধরি করি' হাতে,
সকলেরে নিয়া সাথে,
অভয়-অমৃত কুড়াইবি আর
বিলাইবি সুপ্রচুর ॥

একাকী না করি' পান
সবারে করিবি দান,
নিজেও বুঝিবি, সবারে বুঝাবি,
তাঁর প্রেম কি মধুর !

নিজেও কাঁদিবি যত,
সবারে কাঁদাবি তত,
(হবে) নিত্য-প্রেমের সজল জলদে
হৃদয় চিরমেদুর ॥

(১৪৪)

এ জগতে কেহ নাহি পর।
কোথাও বিদেশ নাই,
সব দেশ আপনার ঘর ॥

মন্দির

যত ভাষা-ভাষী আর
যত ধরমের,
সবাই আপন তোর
হৃদি-মরমের ;
নানা মতে, নানা পথে,
কেহ পদে, কেহ রথে,
এক মহা-মহতের
সবে পরিকর।
এক পরম-দেবের
সবে অনুচর ॥

কেহই চিনে না তাঁরে
তাই কলহ
ভেদাভেদ, রেষারেষি,
গ্লানি অসহ ;
চিনিতে করি' প্রয়াস
মিটা রে প্রাণের আশ,
সবারে পরম প্রেমে
বুকে টেনে ধর্ ;
যত ছিল পর সবে
আপনার কর্ ॥

(১৪৫)

আজকে যারে পর ভাবলি
কাল সে হবে আপন জন ।
পর কে আছে বিশ্বমাঝে
ঘুচলে আঁখির সম্মোহন ?

মোহের ঘুমে মগ্ন থাকি'
দুহাত চেপে চক্ষু ঢাকি'
অন্ধ হ'য়ে কাট্‌ল রে তোর
জন্মভরা শুভক্ষণ ;
প্রেমের অরুণ ফুট্‌লে তবে
শুদ্ধ হবে অসৎ মন ।

নিকটে যারা, যারাই বা দূর,
সবাই যে তোর পরম প্রভুর
অশেষ রূপের বিশেষ বিকাশ,
বিচিত্রতায় বিলক্ষণ ।
চিনবি রে তুই জাগ্‌লে প্রাণে
প্রেমের পুণ্য বিপ্লাবন ।

একের মাঝেই বহুর প্রকাশ
বহুর মাঝে একই জন,
সবাই মিলে এক হবি রে,—
এক ত ছিলি অনুক্ষণ !

সবার সাথে সবার লাগি'
সবাই সবার দুখের ভাগী
যেদিন হবি, প্রেমের নীরে
করবি হৃদয়-নিমজ্জন,
জীবন সেদিন ধন্য হবে,
বিশ্ব হবে বৃন্দাবন ॥

(১৪৬)

কালাংড়া ; একতালা

মধুমাখা নাম জপিতে জপিতে
জীবন যেন গো বহিয়া যায়,
বিষয়ের বিষ-প্রলোভন পানে
নয়ন যেন না ফিরিয়া চায় ॥

রসনা যেন গো গাহি' নাম-গান
আকুলিত করে জগতের প্রাণ,
প্রাণ ভরি' করি' প্রেম-রস পান
নিজে জাগে আর সবে জাগায় ॥

তোমারি সরস পরশ লভিয়া
হরষে নাচিয়া ওঠে যেন হিয়া,
আপনারে তব চরণে সঁপিয়া
তাপিত পরাণ যেন জুড়ায় ॥

নাহি যেন বাছি ছোট বড় জাতি,
সকলেরে যেন দেই কোল পাতি,'
তোমারি সেবায় রহি' দিবা-রাতি
প্রাণ যেন লোটে সবার পায় ॥

(১৪৭)

ইমন ; তেওড়া

সাধ মহানাম জগত-কল্যাণে,
জ্বালাও অনল পরাণে পরাণে ;
ছিঁড়িয়া মোহের মদির-বন্ধনে
কর আগুয়ান্ প্রাণ-বলিদানে ॥

সুখের কামনা দাও ভুলাইয়া,
আঁখির সলিল দাও মুছাইয়া,
অসীম আবেগে লহ মাতাইয়া,
কর ব্রতধারী পরম-সাধনে ॥

সাধ যদি নাম করি' দৃঢ় পণ
জড় দেহ মাঝে জাগিবে জীবন,
কঠিন পাষাণ করি বিদারণ
ঝরিবে নির্ঝর জলদ-গর্জ্জনে ॥

(১৪৮)

মধুময় নাম জয় হোক তব
তব জয়কার গাই হে,
নাম যে আমার মাতা পিতা সখা,
নাম যে আমার ভাই হে ॥

নামই ত আমার শাস্ত্র ও গুরু,
নামেরই নিকটে শিক্ষার শুরু,
নামের মাঝারে জীবনের যত
পূর্ণতা খুঁজে পাই হে ॥

নামই ত আমার বাঞ্ছিত নাথ,
নামেরি চরণে কোটি প্রণিপাত,
নামে যাহা নাই আর কোনো ঠাঁই
সে প্রেম সে রস নাই হে ॥

গাহি নাম-গান পরাণ ভরিয়া
থামিব না পথে মরণে ডরিয়া,
নাম যে পেয়েছি নিয়ত সঙ্গী
আর কিছু নাহি চাই হে ॥

(১৪৯)

ভৈরবী

মন মজিল না, (আমার)
তব নামে কত মধু
এখনো বুঝিল না ॥

বৃথা বচন-আলাপে
রসনা সময় যাপে,
রহিল ডুবি' শোক-তাপে,
তোমারে ভজিল না ॥

বিপাকে পড়েছি হরি'
যেও না আজি পরিহরি',
রেখো চরণে নিজগুণে,
(দীন) অধমে ত' পূজিল না ॥
(আমার) মন মজিল না ॥

(১৫০)

বেহাগ ; ঠুংরী

নামে ঘিরে রাখ প্রভো
জীবন আমার
নয়নে বহাও ঝর
ঝর শত ধার ॥

যত কিছু মলিনতা
কপটতা, মনোব্যথা
প্রেমের অনলে পুড়ে
কর ছারখার ॥

কাটিয়া ফেলহ মোর
কঠিন বাঁধন-ডোর,
আঘাতে করহ চুর
মোহ-কারাগার ॥

সকরুণ আঁখিপাত
করহ করহ নাথ,
প্রাণে প্রাণে দিবারাত
রহ আপনার ॥

(১৫১)

শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে নামের কৃপা-গুণে রে,
নামের কৃপাগুণে।
ওরে তুই, ভয়-ভাবনায় হ'স্‌নে অধীর
অবিশ্বাসীর দ্বন্দ্ব শুনে॥

যত সব ঝরা-পাতা
চ'খের জলে ভিজে দেবে
মাটির উর্ব্বরতা,
উঠ্‌বে বেঁচে মরা শিকড়
রসের আস্বাদনে॥

বৃক্ষমূলে রসের যদি
হয় রে পরশণ,
তরু কি আর নীরস থাকে ?
পত্র পুষ্প লাখে লাখে
চতুর্দ্দিকে মোহন-শোভা
কর্‌বে বিকিরণ।
নামেই আজি কর্‌ ভরসা,
বন্ধু কে আর তিন ভুবনে ?

(১৫২)

সারাটি নিশীথ জাগি'
গাঁথিয়াছি বন-মালা,
প্রাণের প্রভুরে পরাইব।
উজলি, অরুণ-রাগে
হৃদয় হইবে আলা,
যখন তাঁহারে কাছে পাব॥

দিব তারে সব দিব,—
ভালবাসা প্রাণঢালা ;
বিনিময়ে কিছু না চাইব ;
উজাড় করিয়া দিয়া
মনের সকল জ্বালা
শুধু তাঁর নামটী গাইব॥

(১৫৩)

ভেসে যদি বেড়াও ও মন
পরম রতন পাবি নারে,
তুলতে যদি চাও সে মাণিক,
ডুব দে রে নাম-পারাবারে।

লাভ কিছু নাই সন্তরণে,
ডুব্‌লে শান্তি পাবি প্রাণে,
একবারে না পাও রে যদি
ডুবতে হবে বারে বারে ॥

ডুবের বিদ্যা যারা জানে,
তাদের কাছে চাল শিখে নে ;
বাঁধ বুকে নির্ভরের পাথর,
তল পাবি সেই গুরুভারে ॥

(১৫৪)

গ্রাম্য পীলু ; দাদ্‌রা

নামের সেবা করে যারা
তাদের আবার কিসের ভয় ?
বেতালে তার পা পড়ে না,
যে জন সদাই নামে রয় ॥

কিসের হিসাব কিসের নিকাশ ?
নাম ক'রে তুই মিটা রে আশ ।
চল্‌তে পথে শত মতে
নামেতে মন কর বিলয় ॥

নামের মাঝে নামীর বল
লুকিয়ে থাকে অবিরল,
আ'গুনের উত্তাপের মত
দগ্ধ করে দুঃখচয় ॥

যোগ-যাগে যার নাই অধিকার,
নামের গুণে সব হবে তার,
বিশ্ব-ভুবন আপন হবে,
আরাধ্য ধন সর্ব্বময় ॥

(১৫৫)

কালাংড়া ; একতালা

স্তব্ধ হ'য়ে রইলি কেন
বজ্রাহত তরুর মত ?
নামের বলে পার পেয়েছে
তোর মত যে কত শত ?

চল্‌তে পথে কেটেছে পা ?
ভাব্‌না কি ? তুই এগিয়ে যা !
নামের প্রলেপ পড়লে পরে
আরাম হবে সকল ক্ষত ॥

সংশয় কি জেগেছে মনে ?
দেখ্ বাজিয়ে নাম-রতনে।
আসল কভু ভুল বাজে না,
শুন্‌লে দ্বিধা হবে গত ॥

আঁধার কি এল রে ঘিরে ?
তোর তাতে ভয়-ভাবনা কিরে !
নাম-সাধকের পিছু পিছু
প্রভু যে মোর রয় নিয়ত ॥

(১৫৩)

কালাংড়া : একতালা

ওরা সবাই করছে মানা
তাই ব'লে তুই থেমে যাবি ?
ওদের মায়া-কান্না শুনে
মোহের পায়ে প্রাণ বিকাবি ?

এই পথেতে চল্‌তে গেলে
বাধা দিবেই দলে দলে
তাই ব'লে তুই লক্ষ্য ভুলে
হিতে বিপরীত ঘটাবি ?

যুক্তি শুনে নানান্ ধারা
হবি কি রে স্বপথ-হারা,
থাক্‌তে আসল হাতের কাছে
নকল নিয়ে কি লাভ পাবি ?

তুই যে বিশ্বমায়ের ছেলে
জগৎ-জোড়া তোর সাধনা,
ছোট বড় স্বজাত বিজাত
সবাই যে তোর আপন জনা,
তোর উপরে বিশ্বময়ীর
জন্ম-যুগের কাতর দাবী ॥

(১৫৭)

পূরবী ; একতালা

অত, ভাবনা কর কেনে ?
সবল কর অবশ হৃদয়
নামের রসায়নে ॥

প্রাণপণে তুই গা হরিনাম,
সকল ব্যাধির হবে আরাম ;
সকল ব্যথা পাবে রে লয়
নামের হরষণে ॥

তার কি সাজে হাহাকার,
প্রভুর কাজে জীবন যার ?
সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে
চল্ রে সতেজ মনে ॥

(১৩৮)

জানিস্ কি তোরা, কেন আমি অত
ভালবাসি তাঁর ধন্য নাম ?
জানিস্ কি তোরা, কেন ঘুরি অত
পল্লী নগর গণ্ডগ্রাম ?

জানিস্ কি তোরা দুবাহু তুলিয়া
নাচিয়া নাচিয়া হরষিত হিয়া,
হরি-ওঁ হরি-ওঁ ফুকারিয়া
পূরাই কি মোর মনস্কাম ?

এই নামে সবে হইবে সমান,
ছোটরা ভুলিবে যত অপমান,
ধনী দরিদ্রে মিলিয়া গড়িবে
ধরায় পুণ্য স্বর্গধাম ॥

(১৫৯)

তোরা কে ভাগ নিবিরে চল্।
খেয়াঘাটেই কুড়িয়ে পাবি
ঐ পারের সম্বল।

সুখের মাঝে দুখের মাঝে
প্রাণ-বঁধুয়ার বংশী বাজে,—
শুন্‌বি কি সেই সুরের লীলা
আনন্দ-চঞ্চল ?

এপার হ'তে ওপার যেতে
আয় রে তোরা হর্ষে মেতে,
আঁখির কমল মুক্তা-ঝরায়
করুক রে টলমল॥

পারের কড়ির ভাবনা কিরে ?
চিত্ত ডুবুক স্রোতের নীরে।
মুগ্ধ নাদে প্রাণের সাধে
বল্ হরিওঁ বল্॥

(১৬০)

তোমার মধুর নাম যে আমার
জীবন-ভরা সুখ।
নামটী যদি না ভুলে যাই—
বিশ্ব-ভুবন হোক্ না বিমুখ ॥

সবাই মোরে দিক্ না গালি,
সকল ব্যথা সইব খালি
নাম-সাধনের আনন্দেতে
পূর্ণ আমার থাকুবে বুক ॥

ক্ষুৎ-পিপাসা নাই যে গো আর,
নামের মধু করেছি সার,
জন্ম-মরণ সৃষ্টি-প্রলয়
কিছুতেই আর নাই কো দুখ ;
নাম যে আমার পরম সুধা
তাতেই আমার হাস্য-মুখ ॥

(১৬১)

ঝিঁঝিঁট ; একতালা

নামের আজ বান ডেকেছে
আয়রে ছুটে আয়রে আয়,
পরম গুরুর পরম কৃপায়
পাগ্‌লা জোয়ার ব'য়ে যায় ॥

অধম অবোধ জনের তরে
নাম-তরঙ্গ ছুটেছে রে ;
ভাসতে পার ডুবতে পার,
যেমন তোমার চিত্ত চায় ॥

নামের জলে স্নান ক'রে নে,
অতীত জীবন ভাসিয়ে দে ;
আজকে হ'তে লও রে শরণ
সদ্‌গুরুর ঐ রাঙ্গা পায় ।

(১৬২)

সিন্ধু-কাফি ; দাদ্‌রা

নাম-সেবা যার সাধনা,
তিন ভুবনে পর কে রে তার,
সব যে রে তার আপনা ॥

প্রাণ খুলে দেয় সবার তরে,
সবাইকে সে বক্ষে ধরে,
সবার দুঃখে কেঁদে মরে,
সবার লাগি আন্‌মনা ॥

সবাইকে সে ভালবাসে,
সবার সুখে সমান হাসে,
সকল সোহাগ দেয় ছড়িয়ে
চায় না ফিরে এক কণা ॥

বিনিময় সে জানে না রে,
প্রাণ সঁপে দেয় যারে তারে,
তুমি তারে চাইলে কিনা
করেই না সে গণনা ॥

(১৬৩)

নামেতে চপল চিত্ত
হবে শান্ত তপোবন।
নিতি নব অনুরাগে
হবে মৃত-সঞ্জীবন ॥

হিংসা, নিন্দা, ঘৃণা, ভয়
আপনি পাইবে লয়,
কেহ তার নহে পর,
নামে যার সুযতন ॥

আপনারে করি' দান
উল্লাসে ফুটিবে গান,
দিগন্ত-বিস্তার তান
জাগাইবে উদ্দীপন ॥

অবিশ্বাস-অন্ধকার
কতক্ষণ থাকে আর,
স্বপ্রকাশ মহাজ্যোতি
হ'লে দীপ্ত প্রকটন ॥

পরম-প্রেম-পরশে
চিত ডুবিবে হরষে,
স্বরূপ-আনন্দ-রসে
হবে বিশ্ব-নিমজ্জন ॥

(১৬৪)

বাউল গৌরী ; একতালা

চোখের দেখা দেখ্‌লি শুধু
প্রাণের দেখা দেখলি না রে।
মনের কোণে থাকুতে রতন
রইলি ডুবে অন্ধকারে ॥

বাহির-জোড়া গণ্ডগোলে
রইলি রে তুই আসল ভুলে,
নকল নিয়েই নাকাল হলি
এখন মরিস্ হাহাকারে ॥

রূপ-রসে তোর মজ্‌ল হৃদয়,
জীবন তাতেই করলি রে ক্ষয়,
শেষের কথা ভাব্‌লি না তাই
বক্ষ ভাসে অশ্রু-ধারে ॥

যাঁর হাসিতে জগৎ হাসে,
ভুললি তাঁরে অনায়াসে,
বদ্ধ হ'য়ে মোহের ফাঁসে
রুদ্ধ র'লি কারাগারে ॥

(১৬৫)

বাউল ; গৌরী

খোঁজার মত দেখ না খুঁজে
নামের মধু মিলে কিনা,
পরম রতন পায় না রে কেউ
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি বিনা ॥

চ'খ বুজে কি তুই মিনিটে,
পরম রূপের ক্ষুধা মিটে ?
যত্নে যদি না হও রাজি,
রত্ন কেমন যায় না চিনা ॥

মন প্রাণে না হয় যদি মিল
পরমপুরের খুল্‌বে না খিল,
স্বরগ্রাম না সাধলে কি রে
বাজান যায় প্রেমের বীণা ?

(১৬৬)

মুলতান ; একতালা

অবসাদ কেন আইল রে,
মলিন কেন রে আনন ?
গিয়াছে জীবন, যাক্‌ না বহিয়া,
থাক্‌ তুই নামে মগন ॥

নামের সাধনে লভিবি শান্তি
ঘুচিবে পিপাসা, ঘুচিবে ভ্রান্তি,
দগধ পরাণ জুড়িয়া হাসিবে
অমল-কমল-কানন ॥

ক্ষণিকের দিন ক্ষণিকে ফুরায়,
প্রেমিকের তাতে কিবা আসে যায়?
প্রেমের পরশে নামের হরষে
জগৎ-সেবার সাধন ॥

(১৬৭)

মুলতান ; একতালা

শমন-সূদন প্রভুর চরণ
লভেছি আজিকে নাহি কোন ভয়।
হরিনাম-বলে যাব কুতূহলে
চরণে দলিয়া কন্টকচয় ॥

নামের মাঝারে যে নাদ বিরাজে
জলদ-গর্জ্জন ছার তার কাছে,
নামের হুঙ্কারে কাঁপায়ে মেদিনী
জাগাইব কোটি ঘুমন্ত হৃদয়।

হরিনাম-সুধা করি' বিতরণ
ছোট-বড় সবে করিব আপন,
পরমানন্দে গাহি নাম-গান
ভ্রমিব হরষে ত্রিভুবনময় ॥

(১৬৮)

দেশ ; দাদ্‌রা

সে যে, নাম-সাধনের গুণ !
চাও কি না চাও, দেবার বেলায়
দেবে হাজার গুণ ॥

সকল জ্বালা প্রশমিতে
ঢাল্‌বে সুধা দগ্ধ চিতে,
নামের ভিতর নামীর হৃদয়
বড়ই সুকরুণ ॥

সান্ত্বনার ঐ সলিল-ধারা
করবে তোমায় আত্মহারা,
নিভিয়ে দেবে জন্মযুগের
বাসনার আগুন ॥

(১৬৯)

নাম যার সাধা আছে
হৃদয়ের তারে,
ভয়-ভীতি তার বল
কি করিতে পারে ?

নামেরে পরাণ দিয়া
অমর হইল হিয়া,
সব দুখ-তাপ লীন
নয়ন-আসারে ॥

পরম-শরণ নাম
নিখিল অভয়-ধাম,
চরম সান্ত্বনা-দাতা
ভুবন মাঝারে ॥

(১৭০)

নাম বিনে আর তোর কিরে ভাই
আছে রে উদ্ধার ?
নাম যে রে তোর হৃদয়-রতন
সকল সুখের সার ।।

নামই যে রে তোর জীবন-মরণ,
নামই যে তোর পরম-শরণ,
নামের বলে যাবি চলে
সকল দুখের পার ॥

নামটী যদি যাস্ রে ভুলে
কে আর কোলে নেবে তুলে ?
কে ঘুচাবে ব্যথার জ্বালা,
প্রাণের হাহাকার ?

(১৭১)

সিন্ধু-ঝাঁপতাল

নামের অমিয়-রসে
মজ মন-মধুকর।
ভুলিবি বিষয়-তৃষা
হবি রে চির-অমর ॥

শত মতে শত পথে
কেন আর ঘুরে মর,
নামে যদি তিরপিত
হ'ল বিশ্ব-চরাচর ?

মরম-মঙ্গল নাম
পূরাইবে মনস্কাম,
শীতল করিবে প্রাণ
শোক-তাপ-জরজর ॥

ওরে অবিশ্বাসী মন,
হারাবি হেন রতন ?
অপথে আনন্দ-লাভে
বিফল যতন কর ॥

(১৭২)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

মূঢ় মন চিনে নাও
আপন শরণ ।
কেন ঘুরে মর মিছে
শত পথে অকারণ ।।

করুণা-আধার নাম
পরম-আনন্দ-ধাম,
জপ জপ অবিরাম,
হবে দুঃখ-নিবারণ ।।

ভুলি' হিত-উপদেশ
ভুগিতেছ যত ক্লেশ,
নিজ দোষে দীন বেশ
হারায়ে অমূল্য ধন ॥

(১৭৩)

ভৈরবী ; একতালা

আমার প্রেমের মন্দাকিনী
তোমার পানেই ধায়,
তোমার বুকেই ওগো সাগর,
বিলয় পেতে চায়।

তোমায় ছাড়া জানে না সে,
তোমায় কেবল ভালবাসে,
সকল যে তার সফল
যদি তোমার পরশ পায়।

তুমিই যে তার জীবন-মরণ,
তুমিই যে তার শঙ্কা-হরণ,
তাই এ মন্দাকিনীর ধারা
তোমার গানই গায়।

(১৭৪)

ভৈরবী ; একতালা

তেম্‌নি কেবল তোমার তরেই
হই যেন পাগল,
চাতক যেমন চায় না কভু
বৃষ্টি ছাড়া জল॥

প্রাণ যেন আর না চায় কিছু,
ছোটে তোমার পিছু পিছু ;
তোমার তরেই কেঁদে যেন
ভাসাই বক্ষতল !!

নদী যেমন সাগর-পানে
ছোটে সতৃষ্ণ পরাণে
আকুল হৃদয়, অধীর নয়ন,
আবেগ অবিরল ৷৷

(১৭৫)

ইমন-কেদারা ; ঠুংরী

জাগাইলে যদি হরি
দেহ চির-জাগরণ,
যে জাগা জাগিলে পরে
মরণ নিবে শরণ ৷৷

দিবস-রজনী ভরি'
তব রূপ-রাশি হেরি,
সজীব সজাগ যেন
থাকে মম দু-নয়ন ৷৷

তোমার বাঁশীর ধ্বনি
অবিরত যেন শুনি,
কাণে প'শে প্রাণ রসে
করে যেন নিমগন ॥

সে জাগা জাগিতে চাই
যাহাতে বিরাম নাই,
সুখে দুখে সদা পাই
তোমারি চারু-চরণ ॥

(১৭৬)

সকল সময় তেমনি এস
সেদিন যেমন এসেছিলে,
তেমনি আমায় ভালবেস
সেদিন যেমন বেসেছিলে ॥

আমি তোমায় চাই কি না চাই,
সদা তোমায় পাই যেন পাই,
হেস তোমার মধুর হাসি
সেদিন যেমন হেসেছিলে ॥

বিষয়-মোহে সুখের লোভে
চিত্ত আমার যদিই ডোবে
সেই স্নেহটুকু দিও আমায়
প্রাণ ভ'রে যা সেদিন দিলে ॥

(১৭৭)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল *

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান ॥

দেহে, মনে, প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার ॥

পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির ॥

অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে।
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে ॥

কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন ॥

---

* এই প্রার্থনাটী কোথাও কোথাও বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের পাঠ-প্রারম্ভিক বা পাঠান্তিক উপাসনাকালে একযোগে সুর-সহযোগে আবৃত্তি হয়। ইহা সঙ্গীত না হইলেও সেই কারণেই এই গ্রন্থে গ্রথিত হইল।

সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে ॥

নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর ॥

চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর, আনন্দ আমার!

(১৭৮)

আশোয়ারী ; ঠুংরী

নিজ বলে করিব না বল,
সকল বলের উৎস
তুমিই কেবল ॥

সকল পুরুষকারে
ভাবি যেন বারে বারে
মোর সাধনার পিছে
তোমারি কৌশল ॥

সকল যতন মম
উষার শিশির সম
তোমারি আলোকে যেন
করে ঝলমল ॥

(১৭৯)

ক্ষুধার অনল তুমিই দিলে জ্বেলে,
তাই ত আমি সইতে এমন
পারছি অবহেলে ॥

তোমার দেওয়া দুঃখগুলি
তাই আদরে নেই হে তুলি,'
নিজের হাতে দিচ্ছ এসব
আমার জন্যে ঢেলে ॥

কে বলে আর তোমায় কৃপণ ?
করছ উজাড় যক্ষেরি ধন
রোগের ব্যথায়, ক্ষুধার কষ্টে,
মর্ম্মভেদী শেলে ॥

(১৮০)

আমার ব্যথার আধেক তুমি
নিচ্ছ আপন হাতে
আর কি আমার ঝগড়া করা
সাজে তোমার সাথে ?

দেখলে আমার আঁখির জল
তোমার ধারাই বয় প্রবল,
আমার কণ্ঠে তুমিই কাঁদো
আমারই ভাষাতে ॥

গাইনু যে গান, আধেক সুর
তোমার সুরেই রয় যে পূর,
আধেক আমি তোমার হ'য়ে
কাঁদি আঁধার রাতে ॥

(১৮১)

ইমন্‌-হিন্দোল ; একতালা

মাথায় ভেঙ্গে পড়ুক না বাজ,
ভয় কি আমি করি রে !
আমার বুকের মাঝে আছে
আমার প্রাণের হরি রে ॥

আছে আমার মুখের ভাষায়,
আছে আমার গোপন আশায়,
আছে আমার হৃদয়-মনে,
আছে আমার শরীরে ॥

তার পরশে চখের আমার
ঘুচ্‌ল কোটি যুগের আঁধার,
মরণ যে মোর সুখের শয়ন,
আর কি তারে ডরি রে ?

(১৮২)

ভুপালী ; একতালা

আমায় তুমি শিখাও প্রভো
জীবন-দানের খেলা,
কেমন ক'রে ভাসাতে হয়
অকূল মাঝে ভেলা ॥

কেমন ক'রে ঝড়-বাতাসে
তোমার প্রেমে পরাণ হাসে,
কেমন ক'রে অভয় মিলে
ডুবে মরার বেলা ॥

কেমন ক'রে আঁধার রাতে
আকাশ ভেঙ্গে পড়লে মাথে
তুচ্ছ অতি তুচ্ছ ব'লে
করব অবহেলা ॥

বিদ্যুতের ঐ চকমকানি,
ঊর্ম্মিমালার ক্রুদ্ধ বাণী
কেমন ক'রে সাজাবে মোর
আনন্দেরি মেলা॥

(১৮৩)

ব্যথাই তোরে পরমপ্রভুর
আপন ক'রে নেবে,
চরম দুঃখ পরম সুখের
মধুর সোয়াদ দেবে॥

তাঁরই দেওয়া আঘাত-রাশি
ফুটাবে আনন্দ-হাসি,
তাঁর কাজ সেই বোঝে, তবু
মরিস কেন ভেবে?

দুঃখ-দৈন্য আসুক যত,
সয়ে যা প্রস্তরের মত,
তোর জীবনের সার্থকতা
তাঁরই চরণ সেবে।

(১৮৪)

খাম্বাজ, দাদ্‌রা

ওরে দুঃখ দেখে
পাবি কেন ভয় ?
তাঁরই যদি রইল কৃপা
কোনও বাধাই বাধা নয় ॥

ব্যথা যে তোর পুষ্প-শয্যা,
ক্ষতই যে তোর রাজার সজ্জা,
মৃত্যুজয়ী বীর যে রে তুই
শঙ্কাবিহীন নিত্যাভয় ॥

প্রভু যে তোর প্রাণের পুরে
বাজায় বাঁশী মোহন সুরে,
তার তালে তুই বাড়া রে পা,
সকল ব্যথার হোক্ বিলয় ॥

(১৮৫)

গ্রাম্য পিলু

জীবে যদি অত দয়া
তারে কেন ভুলে থাক ?
মধুমাখা হরিনাম
কেন বা ভুলায়ে রাখ ?

দয়াময় যদি নাম
কেন তবে এত বাম,
দুবাহু পসারি' কেন
"এস" ব'লে নাহি ডাক ?

রচি' মোহ অন্ধকার
কেন দুঃখ দাও আর,
আর কেন মায়া-জালে
অন্ধ দু-নয়ন ঢাক ॥

আর কত দিবে ফাঁকি ?
দুর্গতির নাহি বাকি ;
অনাথে করুণা কর,
শৃঙ্খলে বাঁধিও না ক'।

(১৮৬)

ভৈরবী ; একতালা

অনেক কিছু চাইনি প্রভো,
বৃথাই তুমি হও কৃপণ।
চাইনি আমি রাজৈশ্বর্য্য,
চাইনি আমি ধন-রতন॥

চাইনি আমি যশের রাশি,
চাইনি আমি সুখের হাসি,
বাজ্‌লে প্রাণে তোমার বাঁশি
ভুল্‌ব আমি তিন ভুবন॥

জঠর-জ্বালায় হই না কাতর,
সইতে পারি ব্যথার আঁচড়,
"সকল দুঃখ দূর কর হে"
এই নহে মোর আকিঞ্চন॥

দিন-রজনী হে-গুণধাম
শুনাও কাণে তোমারি নাম,
প্রাণের পুরে মধুর সুরে
রাগরাগিণীর আলাপন॥

(১৮৭)

বাউল ; গৌরী

তোমার দয়ার নাইক অন্ত
তাই ত অত কেঁদে মরি।
তোমার স্নেহের নাইক সীমা,
তাই চলে যাও পরিহরি'॥

তোমার হৃদয় বড়ই কোমল
তাই ত ব্যথা দাও হে কেবল,
কৃপাল হরি করলে আমায়
দুঃখ-সাগরের ডুবরী॥

তোমার রূপের কতই বাহার,
তাই নিরখি শুধুই আঁধার ;
তোমার সোহাগ বড়ই মধুর,
বঞ্চনা তাই করলে হরি॥

যা করেছ, বেশ করেছ ;
তোমার কথা তুমিই বোঝ ।
কিন্তু ঠাকুর নামটী যেন
কখ্‌খনো না যাই পাসরি' ॥

(১৮৮)

ওগো প্রাণের হরি,
তোমার প্রেমে দাও হে আমার
চিত্তটুকু ভরি' ॥

চতুর্দ্দিকের আকর্ষণে
বিকার যেন না হয় মনে,
হিয়ার মাঝে মোহন সাজে
দাঁড়াও আলো করি' ॥

মরম-জোড়া আকুল কথা
তোমায় লভুক সার্থকতা,
তোমায় ছাড়া বিশ্ব-ভুবন
যাই যেন বিস্মরি' ॥

(১৮৯)

পীলু ; দাদ্‌রা

লোকের মান্য চাই না যেন,
চাই না যেন দেহের সুখ,
তোমার শ্রীপাদপদ্ম পেয়ে
জুড়ায় যেন তপ্ত বুক।

তোমায় জেনে প্রাণেরও প্রাণ
সদাই যেন করি ধেয়ান,
তোমার মধুর নাম-সুষমায়
যাই গো ভুলে স্বর্গলোক ॥

তোমায় বিনে কাউকে কভু
হৃদয় যেন না চায় প্রভু,
তোমায় ছাড়া জীবন আমার
বজ্রানলে দগ্ধ হোক্।

তুমিই আমার আঁখির আলো
তোমায় শুধু বাস্‌ব ভালো।
আর কিছুতেই মন ভোলে না,
যতই প্রলোভন আসুক ॥

(১৯০)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

সুন্দর ! তুমি কেন থাক দূরে দূরে ?
এস এস নাথ, মম অন্তর-পুরে ॥

ছড়াও দিব্য রূপের কান্তি,
ঘুচাও বিষয়-বিলাস-ভ্রান্তি,
রচ হে আসন মরম-পদ্ম জু'ড়ে ॥

হৃদয়-গ্রন্থি করি' বিদীর্ণ
কস্তূরি-রেণু কর বিকীর্ণ
বাজাও বংশী আমারি প্রাণের সুরে ॥

(১৯১)

তোমায় আমি কেমন করে
দেখেছি হরি,
মুখের ভাষায় কেমন ক'রে
প্রকাশ করি ?

মন্দির

কেড়ে নিয়ে সকল ভাষা,
হৃদয়-শতদলে আসা,
লুকুচুরির নাই তুলনা,
আ—মরি—মরি ॥

কেমন ক'রে এলে, আর
কখন এলে
চিত্ত-জোড়া জমাট-বাঁধা
আঁধার ঠেলে,
দেখেছিনু সবই সঠিক,
কিন্তু এখন নাই কিছু ঠিক্,
দেখেও দেখা হ'ল না সব
গেছি পাসরি' ॥

(১৯২)

আমার জন্য তুমি আছ কিবা
তোমার জন্য আমি,
বুঝিতে পারি না কে কাহার তরে,
ভাবিয়া দিবস-যামী।

আমি না থাকিলে তুমি কি করিতে,
নূতন আমি কি সৃজিয়া লইতে ?
কাঁহার শ্রীপদে স'পিতাম সব
তুমি না থাকিলে স্বামী ?

ভ্রমর ছাড়া কি বাঁচিত মালতী,
সাগর বাঁচিত বিনা বেগবতী ?
চকোরী ছাড়া কি শোভে চন্দ্রমা,
মেঘ ছাড়া শোভে দামী ?

(১৯৩)

শঙ্করা ; দাদ্‌রা

যাব ভেসে, যাব ভেসে,
প্রেম-নদীর ঐ জোয়ার জলে,
ডুবরে আমার ভগ্ন তরী
'জয়-গুরু শ্রীগুরু' ব'লে।

আসবে যখন তুফান ভারী,
আমার তখন জম্‌বে পাড়ী ;
টান্‌রে রে দাঁড় দু'হাত ক'ষে,
পার হব রে নামের বলে।

ভয় কি আমার আছে রে আর,
নাম যে আমি করেছি সার,
আঁধার-ঘনে মনের কোণে
নাম-রতনের জ্যোতি জ্বলে।

ভাঙ্গবে যেদিন জীর্ণ এ নাও,
দুঃখ ব'লে গণ্‌ব না তাও,
নামের স্রোতে ভাটার টানে
ডুব্‌ব প্রেম-অতলের তলে,
(কত) হীরামাণিক তুল্‌ব রে ভাই,
আদর ক'রে পর্‌ব গলে ॥

(১৯৪)

বেহাগ ; দাদ্‌রা

দুখের দিনে
কান্নাকাটির চেয়ে
তোমার নামই
অধিক ভাল লাগে,
তোমার নামে
অবশ পরাণ জাগে ॥

সান্ত্বনা কেউ দেয় না যখন
তোমার নামেই হই হে মগন,
তোমার ব্যথা জড়ায় মোরে
অখণ্ড-সোহাগে ॥

ব্যথার পরশ মধুর মতন
আকর্ষে মোর বিদীর্ণ মন,
তোমার পায়ে নেয় যে টেনে
মুগ্ধ অনুরাগে ॥

(১৯৩)

পীলু ; একতালা

মিথ্যারে আমি ক'রে উপাসনা
কুড়ায়েছি যত বেদনা,
আজিকে পরাণ চাহিছে মুক্তি,
আর মায়া-ডোরে বেঁধ না ॥

রূপের ধাঁধাঁয় দগ্ধ নয়ন
নিয়ত দুঃখ করেছে চয়ন,
আজিকে জাগাও অন্তরে মোর
তব কল্যাণ-চেতনা ॥

তোমারি অভয় চরণ-প্রান্তে
ঠাঁই দাও প্রভো এ মতি-ভ্রান্তে
নাও স্নেহভরে তব-স্নেহ-ক্রোড়ে
ব'লে,—"বাছা আর কেঁদ না"।

(১৯৬)

পূরবী ; একতাল।

সমস্ত দিন কাট্‌ল আমার
যতেক ব্যথার মাঝে,
তোমায় কিন্তু পাইনি প্রভু
আমার কোনই কাজে।

ভোর না হ'তে রুদ্র রবি,
দগ্ধিল মোর আশার ছবি,
বজ্র অনল চূর্ণিল মোর
শ্যামল তরু-রাজে ।

আস্‌ছে ঘিরে স াঁঝের আঁধার
দূর-বিদূরে থেকো না আর,
এখন তোমার চরণ ছাড়া
রইতে পারি না যে।

(১৯৭)

পূরবী ; ঢিমা

এখনো আসেনি সন্ধ্যা
এখনো পড়েনি ডাক্ ;
থাকিতে সময় হাতে
সব কাজ সেরে রাখ্ ॥

দিবস ফুরিয়ে গেলে
পাবি কি শত কাঁদিলে
কলকণ্ঠে প্রচারিলে
অনুতাপ লাখ লাখ ?

আঁধার আইল ঘিরে
পথ খুঁজে পাবি কিরে ?
এখনি জ্বালা রে বাতি,
নতুবা হবে বিপাক ॥

(১৯৮)

পূরবী

দিবস ফুরিয়ে গেছে
আমিও যাব রে চলে।
কে যেন ডাকিছে মোরে
প্রতিপলে অনুপলে ॥

মন্দির

শ্রবণে পশিছে আসি'
কার যে মোহন বাঁশী,
তরল অনল-রাশি
হৃদয়ে দিতেছে ঢেলে ৷

আর যে রহিতে নারি,
চিত চলে দেহ ছাড়ি'
যেথা সে মুরলীধারী
ডাকে "আয় আয়" ব'লে ৷

(১৯৯)

দিবস ফুরায়ে গেল যদি রে !
আঁধার আইল ঘিরে অজানিতে ধীরে ধীরে,
কেমনে তরিবি ভব নদী রে ?

প্রভাতে তরুণ রবি উজলিয়া ধরণী
করিল তাহারে যবে অপরূপ-বরণী,
তখন কি জেনেছিলি আলোকের ঝিলিমিলি
মরণেরি গতি নিরবধি রে ?

বুক বেঁধে বসেছিলি বাঁচিবার আশাতে,
শকুনি হরিল আয়ু অকরুণ পাশাতে।
ফিরাতে পাশার দান কি আজ করিবি দান ?
কি ক'রে বুঝাবি সেই বধিরে,
হরষিত পুলকিত হয় নিতি যার চিত
অগণিত জীবকুল বধি' রে ?

(২০০)

কে জানে ভাই চ'খ বুজিবার
দিনটী আজই কিনা।
হয়ত' রে আজ বিদায়-বাজন
বাজ্‌বে জীবন-বীণা॥

হয়ত' রে তোর সুখের মেলা
ভাঙ্গবে আজই সাঁঝের বেলা,
হবে পরমায়ুর-ভেলা
সাগর-জলে লীনা॥

এত কালের গানের রেশ
হয়ত আজই হবে শেষ,
কোন্ সাহসে থাকবি প্রভুর
চরণ-তরী বিনা,
দুঃসাহসী লতার মত
আশ্রয়-বিহীনা ?

(২০১)

পূরবী ; ঠুংরী

চিরদিন যাবে নারে
হাসিয়া খেলিয়া,
ওই যে জীবন-রবি
পড়িল হেলিয়া ॥
ফুরায়ে আসিল বেলা,
এখনো কি অবহেলা ?
এখনো খুঁজিছ কাচ
রতন ফেলিয়া ?

বাহিরের ঝিকিমিকি
ফুরাতে নাহিক বাকী।
ক'দিন রহিবে আঁখি-
যুগল মেলিয়া ?

এ আঁখি মুদিতে হবে,
সব খেলা ফুরাইবে,—
সে দিন চলিবে পথ
কি পাথেয় নিয়া ?

এখনো সময় আছে,
লাগালে লাগিবে কাজে
জাগ রে অলস মন
শ্রীহরি বলিয়া ॥

মাত রে নামের রঙ্গে
অকপট ভক্ত-সঙ্গে,
জীবন সার্থক কর
আত্ম-সমর্পিয়া ॥

(২০২)

মাটীর খাঁচা এই দেহটা
ভাঙ্গতে লাগে কতক্ষণ ?
তারে আপন ব'লে ভাবা,
সে যে বড়ই জ্বালাতন ॥

পদ্মপাতায় জলের কণা
ঝরবে কখন না যায় গণা,
তেমনি রে তোর জড় দেহ
মরণ-মুখী অনুক্ষণ ॥

মেঘের কোণে তড়িৎ-লেখা
দেখ্‌তে যেমন হয় অদেখা,
তৈল-বিহীন দীপের মত
নিমেষ-মাঝে যায় জীবন ॥

বাঁশে যেমন আছে রে ঘুণ,
দেহেতে তার সহস্র গুণ ;
ছয় রিপু ইঁদুরের মত
মূলাধার করে দংশন ॥

ব্যাঘ্র যেমন মৃগের পানে
ধেয়ে আসে লুব্ধ প্রাণে,
তোর এই নশ্বর দেহের লোভে
ঐ যে রে এল শমন ॥

তাই ব'লে তুই ভাবিস্ না ভাই,
দেহের কোনই যোগ্যতা নাই ;
অনিত্য তোর নিত্য হবে
তাঁর চরণে রাখ্লে মন,
মৃন্ময়ে চিন্ময় জাগিবে
ঘুচ্‌বে রে তোর ভব-বন্ধন ॥
প্রাণ ভ'রে তুই গা তাঁরি নাম
এই দেহে তুই দেখবি শ্রীধাম,
চিন্‌বি তখন সঠিক ভাবে
কোন্ জনা তোর আপন জন ॥

(২০৩)

পূরবী ; ঝাঁপতাল

বিপথে পড়েছি নাথ
টেনে তুলে নেবে নাকি ?
ভয়-ভীত প্রাণ-পাখী
কেমনে বাঁধিয়া রাখি ?
আকাশে সাঁঝের আলো
ওই বুঝি নিভে গেল,
মরণ-জলদ-জাল
যুগলাঁখি দিল ঢাকি'।

সময় থাকিতে প্রভু
তোমারে চাহিনি কভু,
দয়া কর কর তবু
চরণে লহ গো ডাকি ॥

(২০৪)

আজকে তোমায় ডাক্‌ছি দয়াল
দারুণ দুঃসময়ে,
ডাক্‌ছি দয়াল কাতর প্রাণে,
ডাক্‌ছি বিষম ভয়ে ॥

বুদ্ধি যে মোর লোপ হ'য়ে যায়,
চিত্ত ডোবে ঘোর নিরাশায়,
সংশয়ের ঐ অন্ধ নিশায়
গোপন ব্যথা ব'য়ে ॥

আজকে তুমি রক্ষা কর,
রক্ষা কর মোরে,
জ্বালাও প্রাণে আশার আলো
তোমার প্রেমের জোরে,
দূর কর এই বুদ্ধি-বিলোপ,
নাশ কর এই কুগ্রহ-কোপ,
তোমার স্নেহের পরশ দিয়ে
আপন ক'রে ল'য়ে ॥

(২০৫)

সবাই যেদিন আমায় ছেড়ে যাবে,
সেদিন তুমি আমার হ'য়ে থেকো ;
কেউ না ফিরে আমার পানে চাবে,
সেদিন তোমার স্নেহে ঘিরে রেখো ॥

সবাই যেদিন দল্‌বে পায়ের তলে,
হাত-পা ভেঙ্গে দেবে গায়ের বলে,
অন্ধ আতুর অনাথ জেনে হরি,
সেদিন আমার দুঃখগুলি দেখো ॥

আজকে যারা আমার আপন জন,
কে জানে কাল তারা কেমন হন ;
তবু যদি তাদের মায়ায় ভুলি,
তুমি আমায় সময় মত ডেকো ॥

(২০৩)

দাদ্‌রা

জন্ম-জোড়া ভুল ক'রেও
নাইকো প্রাণে ভয়,
(আমার) ভুলের মাঝে
নির্ভুলেরই জয় ॥

অসত্যের ঐ অন্ধকারে
অন্বেষি' পথ বারে বারে
হোঁচট্ খেয়ে পেয়েছি মোর
সত্য পরিচয় ॥

দীর্ঘ দিনের কান্নাকাটি
কর্‌ল আমায় সরল খাঁটি ;
ভুলের মাঝেই ভু'লে থাকা
আমার জন্য নয়,
এখন বুঝি, প্রাণের প্রভু
হৃদয় জুড়ে রয় ॥

(২০৭)

ছিল না জীবনে তিলেক সুখ ।
তোমারি পরশে হাসিল হরষে
আমার বেদনা-বিধুর মুখ ॥

সোহাগে যখন ঘটিল বিষাদ,
পদে পদে এল শত পরমাদ,
তখন তুমি ত' আমার লাগিয়া
পাতিয়া দি'ছিলে বিশাল বুক ॥

অমিয় যখন হইল গরল,
ব্যাকুল বাসনা হইল-বিফল,
তখন তুমি ত' স্নেহ-পাশে বাঁধি'
মুছাইলে মম নিবিড় দুখ ॥

আজিকে আমার কণ্ঠ ঠেলিয়া
তব মধু-নাম উঠে উছলিয়া ;
তোমারি চরণ-আশিস লভিয়া
সকল কামনা হইছে মূক ॥

(২০৮)

আশা-ভৈরবী ; একতালা

দিবা-বিভাবরী ভাবিতাম আমি
সুখের পাইব দেখা ।
কে জানিত সুখ নিরাশা-নিদান,
সলিলে দলিল লেখা ?

কাঁদিতাম আমি করি' হাহাকার,
"কৈ কোথা সুখ, এস একবার,
এস এই দীন হৃদয়-কুটীরে,
রহিতে পারি না একা ॥"

একদিন এসে প্রাণ-প্রভু মোর
কহিল,—"থামারে কাঁদাকাটি তোর,
সুখ তারি তরে নিবে গেছে যার
আশার রশ্মি-রেখা ॥"

"সুখ না চাহিয়া শান্তি যে চায় ;
শত দুঃখেও সুখ সেই পায়,
ভুলে সব কিছু যে করেছে ব্রত
হরিনাম জপ শেখা ॥"

(২০৯)

দেশ ; ঝাঁপতাল

যত আমি চাহিয়াছি, দাও মোরে সুখ,
প্রভো, দাও মোরে সুখ ;
তত তুমি বেশী ক'রে হ'য়েছ বিমুখ।
বাসনা-অনলে হৃদি
জ্বলিয়াছে নিরবধি,
মলিন হইয়া গেছে হাসিভরা মুখ ॥

তবু তুমি চাহ নাই মুখ-পানে মোর,
মুছাইয়া দাও নাই লোচনের লোর ;
সহসা জাগিল মনে
সঁপি দিব শ্রীচরণে
ভাল-মন্দ, শুভাশুভ, সুখ ও অসুখ ॥

তখন সঁপিয়া দিনু যা-কিছু আমার,
তখনি থামিল মম যত হাহাকার,
যত দেই তত হিয়া
উঠে সুখে হরষিয়া,
আপনারে দান করি' শীতলিল বুক ;
আমারে পাইয়া আজি তোমারও সুখ ॥

(২১০)

বড় সুন্দর দেখেছিনু এই ধরণী ;
যেদিকে তাকাই, পথ ভুলে যাই,—
সকল সুষমা আমার চিত্তহরণী ।

ভুলিলাম মোহে, বদ্ধ হইনু মায়াতে,
আকাশে অরুণ ঢাকা পড়ে গেল ছায়াতে,
আঁধার হইল ভিতর বাহির
লালসার কালো কায়াতে ;
আলো নাই তবু আগুন জ্বলিল,
শক্তি-শল্য হৃদয় বিঁধিল,
কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিনু,—
"কোথা প্রতীকার, কোথা বিশল্যকরণী ?"

সহসা হাসিয়া দাঁড়ালে আমার সুমুখে,
টানিয়া আমারে লইলে তোমার সে বুকে,
সেখান হইতে আলো-আঁধারের
নিখিল খেলার সৃষ্টি,
দুঃখের মাঝে যেখানে প্রেমের বৃষ্টি,
যেখানে সকল দীনতার মাঝে
তোমার স্নেহের দৃষ্টি
পতন হইতে প্রাণ বাঁচাইতে
জীবন-যুদ্ধে হইল পরম সরণী ॥

ধন্য হইল জীবন আমার,
জন্ম হইল পুণ্য,
পূর্ণ হইল নিমেষের মাঝে
যেখানে যা ছিল শূন্য,
সকল ভ্রান্তি লভিল অন্ত,
সকল সসীম হ'ল অনন্ত,
শান্ত হইল ক্ষুব্ধ সাগর
পরশি' তোমার স্নিগ্ধ চরণ-তরণী ॥

(২১১)

প্রসাদী ; একতালা

কৈ হে আমার প্রাণের মাণিক !
দূর কর এই গভীর আঁধার
হৃদয়-মূলে দাঁড়াও খানিক ॥

তোমার চরণ-ছায়ার তলে
লক্ষ পূর্ণ-চন্দ্র জ্বলে,
তোমার চরণ-ধূলার কণা
কোটি সূর্য্যে দেয় শত ধিক্ ॥

প্রাণের পুরে রূপের সুরে
বাজাও বাঁশী বক্ষ জুড়ে,
খেল তোমার আলোর খেলা
কাতর প্রাণে এই মাগি ভিক্ ॥

(২১২)

ভৈরবী ; একতালা

তোমাতে করিয়া সকল সমর্পণ,
লভেছে আমার নিঃস্ব-পরাণ
অমূল্য প্রেমধন ॥

নিজেরে জানিয়া রিক্ত ও দীন
হয়েছি আজিকে দারিদ্র্যহীন,
ঝরিছে আমার যুগ্ম আঁখিতে
মৌক্তিক অগণন ॥

ছিলে তুমি প্রভু বড় দূরে দূরে
আজিকে এসেছ অন্তর-পুরে,
কাঙাল দেখিয়া আপনি যাচিয়া
হ'লে আপনার জন ॥

(২১৩)

পরজ ; ঠুংরী

বৃথায় বৃথায় দিন যায়
অমল চরণ তব
না পূজিনু হায় ॥

বিষম বিষয়-লোভে
ডুবিলাম মোহ-কূপে,
লভিলাম ডুবে ডুবে
শুধু নিরাশায় ॥

মন্দির

হৃদয়ে বাসনা-শিখা
চারিদিকে বিভীষিকা,
ভেবে মরি ও জননী
কি হবে উপায় ?

(২১৪)

রামপ্রসাদী সুর

ফুটা মা তোর সাধের কুসুম *
মুকুল হ'য়ে আছি মাগো,
চক্ষু-জোড়া কেবলি ঘুম ।

আঁখি অলস ঘুমের ঘোরে,
তাই ত মা জাগিনি ভোরে,
সবাই ছুটে বেড়ায় কাজে,
আমার যে মা নিশি নিঝুম ॥

বন্ধ রইল পাপড়িগুলি,
ছুটে মা এল না অলি ;
চোখ বুজে কি রইব একা,
বাইরে শুনি কি বেজায় ধুম ।

* কবির কৈশোরের রচনা ।

(২১৫)

মাকে পূজা করতে এসে *
মায়ের পূজা হ'ল না আর,
মায়ের পূজা হ'ল না রে।
ঠিক পথ পাইনে যে রে,
ভুল হয় বারে বারে ॥
ছুটে এলাম অনেক দূর হতে,
সঙ্গে আমার ছিল না কেউ
ছিল না সাথে,
(কেউ) ছিল না সাথে
সে আঁধার রাতে
(আমি) ভুলে ভুলে পথ হারালেম,
এখন ঘুরি দ্বারে দ্বারে ॥
কোথা গেল পূজার অর্ঘ্য ফুল,
পূজার কথা কেন জানি
হ'য়ে গেল ভুল,
(আমার) হ'য়ে গেল ভুল,
পূজার ফলমূল,
ফেলে দিলাম, কার বিমোহন
আবেশ জোরে টান্‌ল মোরে ॥

* কবির কৈশোরের রচনা।

(২১৬)

আয় মা আয়,
আকুল হৃদয় অধীর আবেগে
চরণ চুমিতে চায়।

নাশিতে তিমির-ঘোর
তামস নয়নে মোর,
প্লাবিতে আমার অমাময় প্রাণ
অনাবিল জ্যোছনায়।

আয়গো জননী, আঁধার-বারিণী
শঙ্কানাশিনী সাজে,
কোটি জনমের সাধ মিটাইতে
আয় মা হৃদয়-মাঝে,
করিয়াছি যত কাজ ও অকাজ,
লভিয়াছি যত মান কিবা লাজ,
রিক্ত হইব, ধন্য হইব,
সঁপি সব রাঙা পায়।

(২১৭)

পিলু ; দাদরা

আয় মা আনন্দময়ী
মলয়ের লহর তুলে,
হরষের বান ডাকিয়ে
জীবনের শুষ্ক কূলে ॥

বিষাদের গহন বনে
আমার এই অবশ মনে
জাগা মা লুপ্ত চেতন
তোরই ঐ চরণ-ধূলে ॥

জাগা মোর আত্ম-স্মৃতি
জাগা মোর বিশ্ব-প্রীতি,
আমারে তোর ক'রে নে,
টেনে নে স্নেহের কোলে ।

(২১৮)

আশোয়ারী ; ঝাঁপতাল

তুমি না জাগালে মাগো
জাগি কেমনে,
নিজে কি জাগাতে পারি
নিজ জীবনে ?

মোহ-মদির আলসে
রাখিয়াছে নিজ বশে
বঞ্চিয়া আনন্দ-রসে,
পরম-ধনে ।

গভীর এ ঘুম-ঘোর,
কেমনে কাটিব ডোর ?
ঐ নিশা হ'ল ভোর,
(আমি) তবু শয়নে !

(২১৯)

সিন্ধু ; ঝাঁপতাল

তোমারে বাসিব ভাল
মনে বড় ছিল সাধ,
বিলাস-বাসনা মাগো
ঘটাইল পরমাদ ॥
বিষয়-বিমুগ্ধ মন
অনিত্যে করি' রমণ
যাচি' নিল কারাকক্ষ,
প্রাণভরা অবসাদ ॥

তুমি আজ লহ মোরে
তব স্নেহমাখা ক্রোড়ে,
সকলে বিমুখ ব'লে
তুমিও সেধ না বাদ ॥

(২২০)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

ওমা, দয়ার ভিখারী হ'তে
প্রাণে বাসি ভয় ।
মা তোর স্নেহের ফলে
কি জানি কি হয় ?

তোর কৃপা লভে যারা
দুঃখে জড়সড় তারা,
নয়নের অশ্রু-ধারা
বহে বক্ষোময় ॥

সন্তানের মা হইয়া,
ছেলেমেয়ে কাঁদাইয়া
কেমনে হাসিস অত
হ'য়ে নিরদয় ?

(২২১)

মিশ্র ; একতালা

দীর্ঘ জীবন দিয়াছ তবুও
তোমারে কখনো চাহিনি,
"মা—মা" ব'লে তব ওই কোলে
ঝাঁপ দিয়ে কভু যাইনি ॥

কুড়ায়েছি শুধু সন্তাপচয়,
লাগে নাই ভাল নাম মধুময়,
তাই বুঝি আজি অত নিরদয়
হয়েছ কঠিনা পাষাণী ॥

কাটায়ে সময় বৃথা বাজে কাজে
লভিয়াছি যশ জগতের মাঝে ;
আজি দেখি মান তব অপমান,
আঁখিজলে ভাসে ধরণী ॥

(২২২)

বেহাগ ; ঝাঁপতাল

তোমারে ছাড়িয়া আমি
কেমনে রহি ?
তোমার বিরহ বল
কেমনে সহি ?

হ'লে প্রাণ শোকাতুর
কে করিবে ব্যথা দূর ?
কে লইবে বুকে স্নেহ-
স্বভাষ কহি' ?

কার প্রেমমাখা আঁখি
দিবে সুধাধারা মাখি',
মোহ-দাবানলে যবে
মরি গো দহি' ?

(২২৩)

পরাণ চাহিছে মাগো
        হইতে পূজার ফুল।
চরণ-পরশ-লাগি'
        হৃদয় বড় আকুল॥

চারু চরণ পূজিতে
নিমেষে জীবন দিতে
নাহি কোনো দ্বিধা চিতে,—
        প্রাণে হরষ বিপুল॥

সুখের কামনা-রাশি
যাক্ মা সাগরে ভাসি',
শ্রীচরণ ভালবাসি'
        আর সব হোক্ ভুল॥

অনুরাগ-রক্ত-রাগে
যেন এ জীবন জাগে
এ ছেলে মরণে মাগে
        মায়ের স্নেহ অতুল॥

(২২৪)

ঝাঁপতাল

মনে কি পড়িল মাগো
 তনয় ব'লে।
নিশিদিন ভেসেছি মা
 নয়ন-জলে ॥

মা কৈ মা কৈ বলি'
 ভ্রমিয়াছি ত্রিভুবন,—
নগর, প্রান্তর, মরু,
 নিবিড় ঘন কানন.
সুমুখে দাঁড়াও নাই,
আঁখি মুছে নাও নাই—
দাও নি কণিকা ঠাঁই
 চরণ-তলে ॥

* এই গানটী হিজ মাষ্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীযুক্ত সুখময় গাঙ্গুলী বি-এস সি কর্ত্তৃক গীত হইয়াছে।

আজ যদি এসেছ মা
করুণাবশে
বঞ্চনা ক'রো না
স্নেহ-রসে,
জনমে জনমে আর
দিও না বেদনা-ভার,
চুমো খেয়ে এইবার
লহ মা কোলে তুলে ॥

(২২৩)

হাম্বীর, ঢিমা

এতদিনে পেয়েছি মা
মহানন্দ-পারাবারে,
মজেছি নামের রসে,
ডুবেছি প্রেম-সাগরে ॥

বহু জন্ম ফাঁকি দিয়া
রেখেছিলি ভুলাইয়া,
(এবার) অবুঝ অধীর হিয়া
লভেছে আঁখির ধারে ।

এই যে ডুবেছি মাগো,
আর যেন উঠি না গো,
অতলের মহাতলে
ডুবে থাকি চিরতরে ॥

(২২৬)

সিন্ধু ; ঝাঁপতাল

পরম-আনন্দময়ী
ব্রহ্মরূপা মা আমার !
যে লভেছে ও চরণ,
নিরানন্দ কোথা তার ?

কিবা দিবা কিবা রাতি
বিশ্বাসে জ্বলিছে বাতি,
দেখি' সে বিমল ভাতি
দূরে যায় অন্ধকার ॥

কে করিবে রুদ্ধ তারে,
কে তাঁরে বাঁধিতে পারে ?
তুচ্ছ করে অসিধারে,
তুচ্ছ করে কারাগার ।

বহু জনমের পরে
লভিয়া সুধা-সাগরে
আন-দৃষ্টি নাহি করে,
গ্রাহ্য নাহি পারাপার ॥

(২২৭)

ভীমসিন্ধু ; দাদ্‌রা

ভয়-ভাবনা নাই মা আর,
ভয়-ভাবনা নাই আমার,
চরণ-তলে ঠাঁই পেয়েছি
দূর হয়েছে অন্ধকার ॥

চন্দ্র, সূর্য্য বসন বোনে
ওগো আমার নয়ন-কোণে,
ঘুচ্‌ল সকল শুভাশুভ
ঘুচ্‌ল সকল বাছ্-বিচার

প্রাণ শুধু চায় প্রেমের পরশ,
স্নেহের মধু, আনন্দ-রস ;
ভুল হ'ল মা জন্ম-মরণ,
ভুল হ'ল সব হাহাকার ॥

(২২৮)

সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রে সা

তুই আমারে কর্‌লি পাগল,
তাই মা পাগল হয়েছি।
তুই বহালি সবার বোঝা,
তাই নীরবে বয়েছি॥

বল্লি যেদিন দুখীর তরে
তোর নাকি মা নয়ন ঝরে,
সেদিন থেকে সবার ব্যথা
নিজের বুকে লয়েছি॥

তুই দিলি প্রাণ তাই আহুতি,
তুই দিলি গান তাই মা স্তুতি,
তুই কহালি তাই ত কথা
জগৎ-জুড়ে কয়েছি,
তুই সহালি তাই অবাধে
সকল দুঃখ সয়েছি॥

(২২৯)

বাগেশ্রী

তুই দিলি প্রেম মা গো
তাই ভালবাসি।
তুই দিলি চখ তাই
আঁখিজলে ভাসি॥

তাই এত আকুলতা,
তাই প্রাণ-ভরা কথা,
তাই সুখ, তাই দুখ,
তাই কাঁদা-হাসি॥

তাই কভু ডাকাডাকি,
কভু চুপ্ ক'রে থাকি,
কভু দূরে ছুটে যাই,
কভু কাছে আসি॥

(২৩০)

যখন ছিলাম ছোট্ট শিশু
ছিলাম তোমার কোলে।
হ'লাম বড়, বিপদ হ'ল,
তোমায় গেলাম ভুলে॥

নিজের সুখেই হ'লাম মত্ত,
গেলাম ভুলে আসল সত্য ;
দিগ্ বিদিকে ভ্রান্ত চিত্ত
মজ্‌ল গণ্ডগোলে ॥

আজকে আমার বুঝেছি ভুল,
মা গো তোমার নাই সমতুল ;
স্নেহের বলে অবোধ ছেলে
নাও গো কোলে তু'লে ॥

(২৩১)

ভৈরবী ; ঠুম্‌রী

স্বপনের নেশা মোরে
মা ভুলায়ে রেখেছিল,
প্রভাতের পাখী সেই
মোহ-ঘুম ভেঙ্গে দিল ॥

চখের পাতায় মোর
ছিল যত ঘুম-ঘোর,
নিমেষের মাঝে সে যে
চিরতরে লুকাইল ॥

দিকে দিকে দেখি আজ
মায়ের মোহন সাজ,
কলরবে বলে সবে,—
"পাপ-নিশা পোহাইল।"

(২৩২)

মা ব'লে ডাকিতে যেন
নয়নে বহে ধারা।
মা ব'লে কাঁদিতে যেন
হই আপনা-হারা॥

মায়ের মধুর নামে
প্রাণ যেন ডোবে মোর,
মায়ের মোহন রূপে
ঘোচে নয়নের ঘোর,
ভ্রমেও না হই যেন
কভু মোর মা-ছাড়া॥

(২৩৩)

ভৈরোঁ ; ঢিমা-তেতালা

"মা"—নামে জাগিছে প্রাণ মোর।
ঐ দেখ অমানিশা
হ'য়ে গেল ভোর॥

দিকে দিকে আলোরেখা
হাসি-মুখে দিল দেখা,
অবশ হৃদয়ে এল
ভরসার জোর॥

বুকে এল নব আশা,
প্রাণে এল ভালবাসা,
ছড়াল জগৎ জু'ড়ে
প্রণয়ের ডোর॥

(২৩৪)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

যতদিন না নিবি কোলে,
ততদিন কাঁদিব মা
আকুল রোলে॥

চুষিকাটি দিলে হাতে
থেমে কি যাব মা তাতে ?
মা-হারা ছেলে কি কভু
ছলায় ভোলে ?

মা তোর আঁচল ধরি,'
ভুমে দিব গড়াগড়ি,
দেখিব কেমনে বুকে
না নিস্ তুলে !

(২৩৫)

ইমন্-হিণ্ডোল ; একতালা

আমার এই ভগ্ন প্রাণে
জননি আয় গো নেচে,
"আসিবি".—এই আশাতেই
এততেও রইনু বেঁচে ॥

কত ঝড়, ঝঞ্ঝা কত
গেল এই মাথার পরে,
সহিলাম সব জননি
তোমারই নামটী ক'রে,
তোমারই স্নেহের লোভে
কত দুখ নিলাম যেচে ॥

জননি, আয় জননি,
থাকিতে আর পারি না,
থাকিতে আর পারি না
তোর অভয়-চরণ বিনা,
তোরই ঐ চরণ-ধ্যানে
কত যুগ হায় যে গেছে।

(২৩৬)

উজলি বসুন্ধরা
আয় গো মা তমোহরা,
আয় ঘুচাইতে চিত্তের মম
শত জনমের জরা ॥

মন্দির

ভুলিয়া ছিলাম আমি
তোর সন্তান আলোকের শিশু
নাহি তার অমা-যামী,
পবিত্র তার হৃদয়-আবেগ
জননীর স্নেহে ভরা।

তোর সন্তান নাহি জানে পাপ,
না জানে মিথ্যা, নাহি তার তাপ,
করম তাহার মায়ের আশিসে
পরকে আপন করা।

(২০৭)

ভৈঁরো ; ঠুম্‌রী

আকুলিত প্রাণে,
মধুর মায়ের নাম
জাগে গানে গানে।

কোটি জনমের আশা
হৃদে বেঁধেছিলো বাসা,
আজি সে লভিল ভাষা
নয়নের বানে।

কোমল কুসুমচয়
ফুটিল ভুবনময়
চাহিল মায়ের ঐ
নয়নের পানে ॥

(২৩৮)

তোমারি মহিমা হেরি
সারা ভুবনে
তোমারি প্রতিমা হেরি
প্রতি আননে

নীল নভোমণ্ডলে
তোমারি প্রতিমা জ্বলে
শশধর-মিহিরের
চারু কিরণে,
ধ্রুব-শুক-তারকার
সিত বরণে ॥

মন্দির

হাসে খেলে চঞ্চলা
কত রূপসী,
ধ্যানরতা নির্ম্মলা
কত তাপসী,
তোমারি মধুর দিঠি
জ্বলিতেছে মিটি মিটি
নীরব নিভৃত স্নেহে
যত নয়নে ॥

(২৩৯)

হিন্দোল ; ঝাঁপ

কোথা মা আমার !
আয় মা ঘুচাতে মম
আঁখি-আঁধিয়ার ॥

নিরাশার পারাবার
ডুবাইল মা এবার,
নাহি দেখি পারাপার,
কর মা নিস্তার ॥

জোয়ারে তৃণের মত
ছুটিয়াছি অবিরত,
ভুলিয়া সাধন-পথ
করি হাহাকার ॥

(২৪০)
ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

চখে, দেখি আঁধিয়ার।
কোথা গো করুণাময়ী
কর মা উদ্ধার ॥

কাম-কালকূট পিয়া
বিষে জর জর হিয়া,
পরাণে উঠে কাঁদিয়া
শত হাহাকার।।

বিষয়ে বেদনা এত,
আগে মা তা কে জানিত ?
জানিলে কে রচিত এ
মোহ-কারাগার ?

(২৪১)

বেহাগ ; একতালা

কৈ লুকায়ে মা আমার ?
খুঁজে খুঁজে গেছে সারা দিনমান,
ঘিরেছে এখন ঘন আঁধার !
বড়ই যে ভয় জাগিছে প্রাণে,
হৃদয় প্রবোধ নাহি যে মানে ;
গহন তিমিরে পড়েছি গো একা,
কেহ যে সঙ্গে নাহি মা আর ॥

সন্তান কেঁদে হ'লে অধীর,
জননী কেমনে রহে স্থির ?
কোলে তুলে মোরে নিবি নাকি মাগো,
মুছাবি না নাকি চোখের ধার ?

(২৪২)

সিন্ধুকাফি ; কাওয়ালী

দশপ্রহরণধারিণি ! (ওমা)
ইন্দ্রিয়-সুখরত
সন্তান শত শত
নির্ম্মম বলিদান
দে গো মোহবারিণি ॥

কলঙ্ক এরা তোর
মহিমাময় নামের,
কদর্য্য এরা তোর
সুষমাময় ধামের,
এরাই করেছে তোরে
জগতে ভিখারিণী॥

কোমল পেলব বিভা
কর আজি পরিহার,
রুদ্র-রণ-কালিকা
ঘুচাও ধরার ভার,
ঘন-ঘোর-ওঙ্কার হুঙ্কারিণি॥

(২৪৩)

কোটি কোটি সন্তান যাঁর,
কেন, কেন দিবারাতি
ক্রন্দন তাঁর সাথী ?
কেন সদা ঝরে আঁখি তাঁর ?

মানুষ আমরা হায়
হই নাই ভাই,
অধোমুখে কাঁদিতেছে
মা মোদের তাই ;
পশুর হইয়া মাতা
পরাণে শান্তি কোথা,—
তাই তো বহিছে বোঝা
শত বেদনার ॥

আয় আজি সবে মিলি'
করি এই পণ,
করিব রে জননীর
ব্যথা-বিদূরণ,
মিথ্যার সাথে প্রেম
রাখিব না আর ॥

(২৪৪)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

কোথা তব সে মুরতি
ওগো জননি !
ভীমা ভৈরবী ঘন-
ঘোর-নাদিনি !

কোথা নর-শির-মালা,
কোথা সে রুধির-লীলা,
অরাতি-নাশিনী তারা
দনুজ-দলনি !

কাঁদে আজি সন্তানেরা
হুহুঙ্কারে কাঁপা ধরা,
মুছা নয়নের ধারা
দীন-পালিনি !

মাত মা সমর-রঙ্গে,
নাচ শোণিত-তরঙ্গে,
অশিব-বিনাশে হ' মা
রণ-উন্মাদিনী !

(২৪৫)

এস গো আঁধার-বরণি !
নিশার আঁধার কর ছারখার,
এস গো শ্মশান-ঘরণি !

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত সুখময় গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত হইয়াছিল।

মন্দির

শোণিত-মাখান হৃদি-শতদলে
নাচো মা সদলে, নাচো মা সবলে
নাচো প্রতি পলে, প্রতি অনুপলে,
কাঁপিয়ে নিথর ধরণী ॥

রুধির-সাগরে ঝড়ের পবন
করুক সবারে ভীত উচাটন,
তোমার চরণে দেই যেন ছেড়ে
আকুল জীবন-তরণী ॥

(২৪৬)

সিন্ধু ; ঝাঁপতাল

আমরা কি মা তোরই ছেলে,
আমরা কি মা তোরই ছেলে ?
তবে কেন জীবন দিতে
পারি না তোর কাজে ঢেলে ?

তোর ছেলে আর মেয়েরা সব
সইছে কত অত্যাচার,
তাদের চক্ষে অঝোর অশ্রু
দেখেও মা রই নির্বিকার,
ব্যথা তাদের কমাব কি
বাড়াই আরো আগুন জ্বেলে ॥

তোর হাতে কি নাই প্রহরণ,
ভুলি কি মা শাস্তিদান ?
কুসন্তানের মা হ'য়ে তোর
জগতে কি বাড়ল মান ?
রক্তবীজ-সংহারিণি
কৃপাণ কোথায় দিলি ফেলে ?

(২৪৭)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

(শুধু) 'মা' "মা" বলেই ডাকি,
মুখেই থাকে সে ডাক লেগে
চিত্তে সবই ফাঁকি ॥

মায়ের সকল সন্তানেরে
দুঃখ-দৈন্যে ফেল্‌ল ঘিরে,
সেই দিকেতে একটি বারও
চায় না ফিরে আঁখি।

বাইরে মোরা মায়ের ভক্ত
ভিতর স্বার্থে ভরা,
মোদের কলঙ্কিত স্পর্শে
ক্লিষ্টা বসুন্ধরা,
ত্যাগের বসন দিয়ে মোরা
ভোগের গন্ধ ঢাকি।।

এ ফাঁকি আজ ঘুচাও মাগো
তোমার নিজের হাতে,
কুলাঙ্গারের বংশ-বিনাশ
কর্ মা বজ্রাঘাতে,
আত্মসুখী পশুর পালে
কি লাভ হবে রাখি ?

(২৪৮)

এ নিশার হবে ভোর,
এ নিশা হবে রে ভোর।
চিরকাল কভু জুড়িয়া থাকে না
নভোময় তমোঘোর।

চিরকাল শুধু অশ্রুমোচন
ভাগ্য-লিখন নয়,
চিরকাল শুধু বরণ করিতে
হবে না রে পরাজয়,
সকল বিরোধ-সংঘাত-মাঝে
নিজেরে লাগাব দুর্দ্দম কাজে,
নিজ বাহুবলে জিনিয়া বিশ্ব
মিথ্যা করিব ক্ষয়;
দেখিব জগতে কে রোধিয়া রাখে
মোর সংহত জোর।
এ নিশা হবে রে ভোর॥

মায়ের আশিসে সন্তান-দল
যোগ্য হইবে ভবে,
পূর্ণ করিবে বিশ্বের প্রাণ,
বিজয়ের কলরবে,
অতীতের শত ব্যর্থতা-মাঝে
অভ্যুদয়ের শঙ্খ যে বাজে,
নবজাগ্রত সন্তান-সেনা
তোলে উল্লাস-সোর,
এ নিশা হবে রে ভোর ॥

(২৪৯)

মা ছাড়া তুই অন্যরূপে
আমার কাছে আসিস্ না।
ছেলে ছাড়া অন্যভাবে
আমায় ভালবাসিস্ না॥

জান্‌লে আমায় পেটের ছেলে
সকল স্নেহ দিস্ মা ঢেলে,
নইলে মা তোর আঁখির শেলে
আমার জীবন নাশিস্ না॥

ছেলে ব'লে না মান্‌লে মন
লাথি মেরে তাড়াস্‌ তখন,
কাঁদিস্‌ না মোর দুঃখেতে আর
আমার সুখে হাসিস্‌ না ॥

(২৫০)

কাম-বিহ্বল ক'রো না আমারে
ডুবায়ো না মোহে আর,
দিব্য নয়নে ঠুলি লাগাইয়া
দেখায়ো না আঁধিয়ার ॥

চঞ্চল চিত করগো শান্ত,
প্রলোভনে আর ক'রো না ভ্রান্ত
বৃথা সুখলোভে জীবন জুড়িয়া
দিও না ক' হাহাকার ॥

শুনেছি তোমার অসীম করুণা,
দীন সন্তানে ছলনা ক'রো না,
বিষে জরজর সারা তনুমন,
তুমি কর প্রতীকার ।

(২৫১)

রমণী ভাবিয়া তোরে
করিয়াছি অপমান,
তাই বুঝি ও জননী
হয়েছ হেন পাষাণ ॥

রূপরাশি নিরখিতে
চেয়েছি পাপ-আঁখিতে,
তাই বুঝি চির-দুখে
দিতেছ মা প্রতিদান ॥

অবোধ হৃদয় মোর
ভুলেছে মায়ের ক্রোড়,
তাই আজি আঁখি-জলে
ভাসিছে মম বয়ান ॥

আমি যে কেবল ছেলে
বুঝিয়ে দে শত শেলে,
"তুই যে জননী শুধু"—
করা মোরে অবধান ।

(২৫২)

ঝিঁঝিট; একতালা

কলুষ-কালিমা মাখিয়া আমায়
মলিন করিবে কে রে?
সকল পরাণ জুড়িয়া আমার
জননী যদি থাকে রে।

মায়ের স্তন্য অমিয়-ধারা
করিবে আমায় কামনা-হারা,
মায়ের আশিস-মলয়-পবন
ধূলা মাটি দেবে ঝেড়ে

আমি যে মায়ের কোলের ছেলে,
মা কি মোরে কভু দিবে রে ফেলে?
দু' বাহু পসারি' করিবে রক্ষা
নিজ হৃদয় মাঝে রে।

(২৫৩)

মমতা—একতালা

রাজ জননী দীন-হৃদয়
পঙ্কজ-আসনে
মূর্চ্ছিত করি' গর্জ্জন-রত
রুদ্র রিপুগণে ॥

স্বরূপানন্দ সন্তান তব
চাহে না বিষয়, চাহে না বিভব,
রাখো তারে বাঁধি' মমতার পাশে
তোমারি শ্রীচরণে ॥

(২৫৪)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

মা হয়ে তুই আয়,
মা হয়ে তুই আয় !
চিত্ত যেন তোর পরশে
তৃপ্ত হয়ে যায় ॥

চাইতে যেন মুখের পানে
নয়ন ভাসে অশ্রু-বানে,
ললাট যেন লোটে মা তোর
ঐ চরণ তলায়।

শুন্‌তে যেন কণ্ঠ-বাণী
নেচে অধীর হয় পরাণি,
হৃদয় যেন স্নেহের কোলে
নূতন জীবন পায়॥

(২৫৫)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

সবার মুখে দেখ্‌ব আমি
আমার মায়ের মুখখানি,
সবার কথায় শুন্‌ব আমি
আমার মায়ের মধুর-বাণী।

ভুলাস্‌নে মা কামের ছলায়,
ড়ুবাস্‌নে মা মাঝ-দরিয়ায়,
প্রাণ জুড়ে মোর থাকে যেন
তোরই অভয় পা' দুখানি॥

তুই যে সকল জগৎ জোড়া
সকল নারী সকল নর,
তুই যে আমার জীবন-ভরা
সকল আপন সকল পর,
এই কথা বিস্মরি' যেন
কুড়াই না নরকের গ্লানি ॥

(২৫৬)

দরবারী কানাড়া ; ঠুংরী

জননী আমার ! জননী আমার !
কি মধুর নাম তব
কি কহিব আর !

স্মরণে পরাণ জাগে
অরুণ-কিরণে,
মলয়া পরশি' যায়
সারা দেহ-মনে,
ভুলে যাই অতীতের
শত হাহাকার।
জননী আমার !

প্রেমের আকর তুমি,
মধুর নিলয়,
তাই বুঝি তব নাম
প্রেম-মধুময়,
নিমেষে হরিয়া লয়
যত দুখ-ভার,
অলখে মুছিয়া দেয়
নয়নের ধার।
জননী আমার!

(২৩৭)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

যে দিকে ফিরাই রে আঁখি
কেবল আমার মাকেই দেখি,
মা যে আমার বিশ্ব-জোড়া
ব্যাপিত সব জল-স্থল ;
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্‌ ?

ঐ যে নারী চল্‌ছে পথে
পায়ের নূপুর বাজিয়ে,
ঐ যে নারী উঠ্‌ল রথে
রূপের ডালি সাজিয়ে,
তাদের চোখে দেখ্‌ছি আমি
মায়ের চোখের নীলোৎপল ॥
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্‌?

ঐ যে নারী হাস্যময়ী
মধুর সুরে গাইছে গান,
ঐ যে নারী বিশ্বজয়ী
নিচ্ছে কেড়ে সবার প্রাণ,
ঐ আননের জ্যোৎস্না-বিভায়
আমার মায়ের মুখ দেখা যায়,
ঐ কোকিলার আকুল কণ্ঠে
মায়ের কণ্ঠ সমুচ্ছল।
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্‌?

মন্দির

আমার মায়ের নাই তুলনা
সব নারীতে আছে রে,
সবার চোখে, সবার মুখে,
সবার বুকের মাঝে রে ;
সব রমণীর সব কিছুতে
আমার মা-ই স্নেহোজ্জ্বল।
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্ ?

(২৩৮)

ভৈরবী ; একতালা

মঙ্গলময়ী মাগো আমার,
মঙ্গলময়ী মা।
যে দিকে নিরখি কেবলি যে দেখি
তোমারি মধুরিমা॥

চন্দ্র-তপন জাগি দিবারাতি
জননী গো তব করিছে আরতি ;
কি রূপ-বিভায় সেজেছ মা আজ
নাহি যে তার সীমা॥

মন্দির

সুন্দর তব চরণ-যুগলে
দেব-কিন্নর মিলি' দলে দলে
বন্দনা করে বিহ্বল প্রাণে
গাহি তব মহিমা ॥

অভয় তোমার কল্যাণ-করে
সাজিয়েছ বর-রাশি থরে থরে,
ঘুচাবে কলুষ, কল্মষ, ব্যথা,
দুঃখ ও কালিমা

(২৩৯)

আসিবে সেদিন আসিবে,
রমণী যেদিন দেবী-প্রতিভায়
যত মলিনতা নাশিবে ॥

কত মহীয়সী মহিলার দল
পুরুষ জাতিরে বিতরিবে বল,
ভগবৎ-প্রেম-অমিয়ে সবারে
ভাসাবে, নিজেরা ভাসিবে ॥

লালসা, কলুষ, নীচতা, হীনতা,
সকলি করিবে দূরিত,
উন্নত-শির মানব-জাতিতে
জগৎ করিবে পূরিত,
নব-সৃজনের হরষে সবারে
হাসাবে, নিজেরা হাসিবে॥

ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান-গরিমায়
দিবে এ ধরণী ভরিয়া,
অতীতের শত ধ্বংসের মাঝে
নূতন পৃথিবী গড়িয়া।
যাহা কিছু আছে মঙ্গলহীন,
বাষ্পরাশিতে ক'রে দেবে লীন ;
অশিব অদেব অসুন্দরেরে
চরণের ভারে ত্রাসিবে।;

জীর্ণ করিয়া মৃত্যু-গরল
অমৃতের হবে জননী,
বিশ্ব জুড়িয়া সন্তানদের
পীযূষে পূরিবে ধমনী,
চির-অনাময় করিয়া জীবন
আনন্দময় করিবে মরণ,
পতন-বিহীন মোহ-বিনাশন
স্নেহ দিয়া ভালবাসিবে ॥

(২৬০)

শঙ্কানাশিনী মায়ের ছেলেরা
কাউকে করে না ভয়,
মদন-ধনুর ঘন টঙ্কারে
অটল শান্ত রয় ॥

রতি-মদনের ভ্রূকুটি হেরিয়া
তিলেকের তরে চাহে না ফিরিয়া,
গ্রাহ্য করে না আছে কি না আছে
দুরন্ত রিপুচয় ॥

আপন লক্ষ্যে ছুটি' চ'লে যায়,
বজ্র গরজে চরণ তলায়,
হুঙ্কারি' উঠি' নিঃশ্বাস-বায়ু
ঝঞ্ঝা-গমনে বয় ॥

(২৬১)

বেহাগ ; দাদ্‌রা

মায়ের ছেলের ভয় কিরে ?
কোন্ দিকে কোন্ আস্‌ছে বিপদ
সে কিরে আর চায় ফিরে ?

দিন রজনী সকল সময়
মায়ের কাজেই ব্যস্ত সে রয় ॥
পূজায় রত আত্মা যে তার
বিশ্বশুভের মন্দিরে ॥

মৃত্যু কুটিল অট্ট-হাস
দেখ্‌লে তারে পায় যে ত্রাস,
নিত্য অভয় নিত্যানন্দ
সদাই তারে রয় ঘিরে ॥

(২৬২)

কাফি ; ঝাঁপতাল

তোরে যে চিনেছে মাগো
সে কি মুখে কথা কয় ?
নীরবে চরণ তলে
দেহ মন করে লয় ॥

ভোলে জগতের ভাষা,
ভোলে নাম যশ আশা
তোর স্নেহ ভালবাসা
রহে তার প্রাণময়

শতমুখ কলরব
তার থেমে যায় সব,
করে না গুণ গরব,
চাহে না মান বিভব,
জীবন আহূতি দিয়া
গোপনে সজাগ রয় ।

জানে না সে তোরে ছাড়া
কাঁদে হাসে তোরি তরে,
প্রেমের প্রতিমা তোর
শতবার বুকে ধরে,
তোর লাগি' মরে বাঁচে
ভুলি' শোক দুঃখ ভয়॥

(২৬৩)

ভূপালী; একতালা

(মাগো) প্রাণ তোরে ভালবাসে!
(তাই) শিশুর সরল সোহাগ লইয়া
সদা খল খল হাসে॥

চারু চরণের কিরণ মালায়
নিতি নবলীলা দেখিবারে পায়,
কত হাসি খেলা রাতুল শোভায়
জোছনা-পুলকে ভাষে॥

অপলক চখে থাকি মা চাহিয়া,
উছল হরষে নাচে মোর হিয়া,
কত যে ছন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
চরণের চারিপাশে॥

(২৬৪)

আশাবরী ; একতালা

(ওমা) সকল হারাই যদি,
তবু যেন তব মধুমাখা নাম
মনে থাকে নিরবধি ॥

বেড়িয়া ধরিলে কামনার ফাঁস
তা'তে যেন আমি না হই নিরাশ,
তোমার চরণে সকল ব্যাধির
মিলিবে মহৌষধই ।

খোয়ায়ে আমার সকল বিত্ত
তোমাতেই যেন ঢালি মা চিত্ত,
নামের প্রবাহে নয়নের ধারা
সৃজিবে প্রেমের নদী ॥

(২৬৫)

আশাবরী ; আড়াচৌতাল

ভুলায়ে দে মা আমারে
ঘৃণা-নিন্দা-লজ্জা-ভয় ।
শুধু তব নাম যেন
রহে প্রাণ-মনো-ময় ।

সংসারের সুখ-আশা,
মোহময়ী ভালবাসা,
কুটিল কাম-লালসা,
দূর হোক্ সমুদয় ॥

ঘুচুক পিপাসা মোর,
টুটুক আঁখির ঘোর,
তোমাতে আমাতে হোক্
সুনিবিড় পরিচয় ॥
তব নাম জপি' আমি
জাগি যেন দিবা-যামী,
তোমার চরণে নমি'
লভি মা চির-বিলয়।

(২৬৬)

ইমন

যত মোর মন্দ-ভালো
সঁপিলাম ঐ চরণে,
জেনেছি, ধন্য জীবন
নিজেরে সমর্পণে ॥

জেনেছি,—সর্ব্বময়ি,
তোমারে আপন ব'লে,
জেনেছি, সকল মধু
তোমার ঐ পায়ের তলে,
জেনেছি,—ভিন্ন তুমি
কেহ নাই তিন ভুবনে ॥

(২৬৭)

ভৈরবী ; একতালা

সাধন-ভজন-বিহীনে
তুমি দয়া কর কিনা কে জানে ?

দু' নয়নে যার বহেনি ধারা,
কোলে তু'লে তারে নিবি কি তারা ?
তোর লাগি কভু কাঁদিনি জননী
জীবনে ।

মা বলিয়া তোরে ডাকিনি ব'লে
আপনার ছেলে দিবি কি ফেলে ?
পরম শরণ করিবি না দান
চরণে ?

(২৬৮)

নমো জননী, সলিল-বাহিনী,
তৃষ্ণা-কাতর কোটি সন্তান-কণ্ঠে
শান্তি-অমিয়-দায়িনী।

নমো জননী, নমো শান্তা,
বিশ্ব-পিতার তুমি কান্তা,
পল্লী-পথের তুমি উজ্জ্বল জ্যোৎস্না
মৃদু-মন্থর-গামিনী,
নমো জননী।

নমো মম উল্লাস-দাত্রী,
তুমি চির-মঙ্গল-ধাত্রী,
অশুভ-বিমর্দ্দিনী, কল্যাণ-বর্দ্ধিনী,
মন্মথ-মোহ-বারিণী,
নমো জননী।

(২৬৯)

প্রণাম তোমার চরণে,
দীন সন্তান চাহে মা অভয়
জীবনে কিম্বা মরণে॥

মন্দির

বিশ্রাম তোর সাজে না জননী,
সন্তান চাহে বর,
সন্তান চাহে—অসুর মুণ্ড,
কর-যুগে খর্পর।
সন্তান চাহে বিপুল শক্তি
শত্রুর সংহরণে।
প্রণাম তোমার চরণে ॥

কাম-ক্রোধ-রূপী বিষ-ভুজঙ্গ
দংশিছে মোরে নিত্য,
রিপুকুল উদ্‌ভ্রান্ত করিল
দুর্ব্বল মম চিত্ত,
অশিব হরিল ছলনা করিয়া
সঞ্চিত যত বিত্ত
(আমি) অক্ষম সম্বরণে,
প্রণাম তোমার চরণে ॥

আয় মা আজিকে রণ-রঙ্গিণী
প্রলয়ঙ্করী সাজে
ধ্বংস করিয়া ধ্বংসের বীজে
হৃদয়-শ্মশান-মাঝে
মৃত্যুর মাঝে জাগুক সৃষ্টি
নূতন সবুজ বরণে,
প্রণাম তোমার চরণে।

(২৭০)

প্রণাম করিতে যোগ্য নহিক
তথাপি প্রণাম লও,
আমি দীনহীন, আমি অক্ষম,
তুমি দীনহীনা নও!

আর্দ্র বসনে দাঁড়িয়ে রয়েছ
বস্ত্র পরাতে চাই,
খুঁজিয়া দেখিনু নিখিল বিশ্বে
বস্ত্র কোথাও নাই।
বস্ত্র-বিহীনা জননী, হায়রে
লজ্জা কেমনে সও,
তথাপি প্রণাম লও,
তথাপি প্রণাম লওগো জননী
তথাপি প্রণাম লও।
আমি দুর্ভাগা, আমি নরাধম,
তুমি দুর্ভাগা নও!

আপনার হাতে পুণ্য বসন
পারিনি রচিতে হায়,
তাই না পথিক তোমারে দেখিয়া
টিট্‌কারী দিয়া যায়!
তাই না জননী আনত-নয়নে
মৌনে দাঁড়ায়ে রও?
তথাপি প্রণাম লও।

তথাপি প্রণাম লও গো জননী,
তথাপি প্রণাম লও।
আমি দুর্ব্বল, আমি অচেতন
তুমি দুর্ব্বলা নও!
শক্তি জাগাও অন্তরে মোর
পুণ্য প্রভাবে যার,
নিমেষের মাঝে ক্ষুদ্র লালসা
হ'য়ে যায় ছারখার!
জাগাও তেমন তীব্র চেতনা
ঘুচাইতে পারি তোমার বেদনা,
ধ্বংস করহ বিলাস-বাসনা
আমারি মা যদি হও,
জননী, প্রণাম লও।

হৃদয় সাগর-মন্থন-করা
ভক্তি-প্রণাম লও,
আমি অভাজন, আমি অযোগ্য,
তুমি অযোগ্য নও!

(২৭১)

প্রণাম করি পায়ে,
প্রণাম করি প্রাণে, মনে,
হৃদয়-বাক্য-কায়ে।

শিবের পূজা করিস্ মা তুই
আমার শুভের লাগি,
তাই কি মা তুই তুলিস্ পুষ্প
সবার আগে জাগি?
তাই কি মা তুই সাজি নিয়ে
কুঞ্জ-বন-চ্ছায়ে?
প্রণাম করি পায়ে।

ধন্য মা তোর স্নেহ,
ধন্য মা তোর হৃদয়-নিলয়
গভীর স্নেহের গেহ,
ফুট্‌ল মা তোর বৎসলতা
কোন্ মলয়ের বায়ে?
প্রণাম করি পায়ে।

(২৭২)

চরণে নমস্কার।
সন্তান-শুভ-কাঙ্ক্ষিণী মাতঃ
প্রণমি বারংবার।

কোন সুদূরের বনানী-গহনে
সন্তান চলে পথ,
কোন্ সুদূরের কর্ম্ম-আহবে
চালায় সে রণ-রথ,
প্রতীক্ষা কি গো করিছ জননী
আগমন-আশে তার ?
চরণে নমস্কার।

কোন্ সুদূরের সাগর-উর্ম্মি
দলি' চরণের তলে
ভীম-বিক্রমে বাহিছে তরণী
তব আশিসেরই বলে,
সংগ্রহ সে কি করিছে জননী
মণি-মুকুতার হার ?
চরণে নমস্কার।

সন্তান যদি বিদেশেও থাকে
তোমার আশীর্ব্বাদ
রক্ষা তাহারে করিছে নিত্য
কেন মা তবে বিষাদ ?
তোমার লাগিয়া আহরিছে সে যে
গৌরব-সম্ভার।
চরণে নমস্কার।

(২৭৩)

হায় জননী, অশ্রুরাণী
ভিক্ষাপাত্র দে ফেলে,
প্রণাম করে চরণ ধ'রে
তোর এ নরাধম ছেলে।

থাক্‌তে মোরা জন্মজোড়া
দুঃখ রাশি সইবি হায়,
আর ত এমন হতেই কখন
দিব না প্রাণ যদিও যায় ;
মোর সাধনা—তোর বেদনা
ঘুচাব জীবন জ্বেলে।

তোর সেবাতে দিবস-রাতে
করব সকল সমর্পণ;
ক্ষুদ্র-বৃহৎ ছোট্ট-মহৎ
যা কিছু মোর হয় আপন,
তোর চরণে ফুল্ল মনে
দিব গো মা সব ঢেলে।

(২৭৪)

সত্য ঘটনা কাহিনীর চেয়ে শতগুণ আশ্চর্য্য—
যখনি আসিবে কাম-প্রলোভন বক্ষে ধরিও ধৈর্য্য।
"নারী মাত্রেই তোমার জননী"—সাধনার এই বীর্য্য
তরঙ্গাকুল ক্ষুব্ধ বারিধি ক'রে দেবে উত্তীর্য্য।

বিশ্বাস কর নিজেরে,
বিশ্বাস কর নিজ চিত্তের স্থির চেতনার বীজেরে,—
তোমারে করিবে অটল অচল সচ্চিন্তারই শৌর্য্য,
মহামানবের পংক্তিতে তুমি হবে আচার্য্য-বর্য্য।

(২৭৫)

তোমার ভিতরে রহি
আমারি জননী এ যে
হরিতেছে প্রাণ

যে মধুর স্নেহ-ভাষে
বাঁধিয়া মমতা-পাশে
বুকের পীযূষ মাতা
করাইত পান,
তোমার কাকলী আসি
সে মধুর স্নেহ-রাশি
অকৃপণ করে মোরে
করিছে প্রদান।

(২৭৬)

ডাকছ আমায় কে তুমি
জানি আমি জানি গো,
ডাক্‌ছ আমায় ও জননী,
চিনি তোমার বাণী গো!

তুমিই আমার হৃদয়ের মাঝে
স্নেহের বৃষ্টি বরষি
করলে সৃজন পবিত্রতার
স্নিগ্ধ শীতল সরসী
সেই তড়াগের কমল-বনে
তুমি কমল-রাণী গো!

হৃদয় কুসুম ফুটল যে মা
তোমার স্নেহের পরশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগ্‌ল যে মা
নিত্য অভয় হরষে,
সেই কুসুমে, সেই পরাণে
পূজব চরণখানি গো।

(২৭৭)

তোমার করুণা অবহেলা পেল
আমার কাছে,
তারপরে আর কথা কহিবার
কি মোর আছে ?

অযাচিত দয়া পেল-অপমান,
তবু কত ক্ষমা, কত তব দান,
তথাপি আমি যে ছুটিতেছি হায়
মোহেরই পাছে ॥

তবু তুমি আজ নাও মোরে টানি',
ঠাঁই দাও বুকে প্রেমভরে আনি',
নতুবা বিফল-যতনকারী এ
বিপথ-পথিক কেমনে বাঁচে ?

(২৭৮)

নিমেষের তরে যেন
ভুলি না গো তোমারে,
আঁধার নিশার কালো
কুটিল মেঘের আলো
মরীচিকা দেখাইলে
নয়নের দুয়ারে।

হৃদয়ের মাঝখানে
তোমারে প্রেমের গানে
আলোকিত পুলকিত
করিয়া ধরা
পরম-পীযূষ-রসে
অবশে আনিয়া বশে
প্রাণের আপন হ'য়ে
দিও হে ধরা ;
যতই যেদিকে চাই,
"তুমি ছাড়া কেহ নাই",
এই যেন হয় ওগো
ভিতরে ও বাহিরে।

তোমারে ভুলিয়া থাকা
　　বড়ই বিষম,
ভুলিতে দিও না কভু
　　ওগো প্রিয়তম ;
যতই ভুলিতে চাই,
তত যেন কাছে পাই,
এই নিবেদন প্রভো
　　ও চরণে কাতরে ॥

(২৭৯)

অনেক কালের প্রণয় ছিল
　　অহঙ্কারের সাথে,
তাই ত সে আজ সুযোগ পেয়ে
　　বজ্র হানে মাথে।

আজকে হৃদয় নম্র কর,
প্রাণের পাত্র সুধায় ভর,
—প্রেমের মধু মধুরতর
　　কাণাতে কাণাতে ॥

হৃদয়-সাগর উচ্ছ্বসিত
প্রেম-তরঙ্গে উদ্বেলিত
হোক্ আজিকে, তবেই নত
হবে বালির বাঁধ,
যতই স্রোতের বাড়্বে রে টান,
আনন্দেরই বইবে যে বান্
ধ্বংস হবে অহঙ্কারের
নিত্য নূতন ফাঁদ,
চূর্ণ হবে, বিলয় পাবে,
প্রেমেরই প্রপাতে।

(২৮০)

মিথ্যার সাথে করিয়া মিতালি
লাভ তোর হায় হ'ল কি রে?
অতুল বিভব মহাসম্পদ
হারাইলি সব ধীরে ধীরে।

আজ থেকে পণ কর্ কঠোর
মিথ্যার পথ নহে রে তোর,
যায় যাবে প্রাণ হ' রে আগুয়ান্,
সত্যের পথে আয় ফিরে॥

অতীতের কথা ভুলিয়া যা,
মহা-প্রণবের বীণ্ বাজা,
দেহ-মন-হৃদি আজ নিরবধি
ডুবাইবি আয় প্রেমের নীরে ॥

(২৮১)

দুনিয়ার যত ঠগ জুয়াচোর
কাড়িয়া নিল রে সব,
তবু কেন তুই ঘুমেই অঘোর,
অচেতন ও নীরব ?

একবার তুই চাহিলি না ফিরে,
কেমনে হারালি সব ধীরে ধীরে,
কেমনে আকাশে গেল রে মিশিয়া
অতুল মহা-বিভব !

এখনো সময় আছে রে অনেক,
চোখ মেলে তুই এখনও দেখ্
এখনো জাগিলে সকল দানব
মানিবে রে পরাভব ॥

(২৮২)

তোমারে পূজিব বলি'
করি কত আয়োজন,
কত যে চয়ন করি ফুল ;
তবু পূজা হয় না কো,
অবোধ শিশুর মত
পদে পদে করি শুধু ভুল ॥
অহমিকা আসি' মোরে
চখ ধাঁধাইয়া দেয়,
তোমার চরণ হ'তে
দূরে সরাইয়া নেয়,
সহসা চাহিয়া দেখি
চারিদিকে হাহাকার,
নাহি পার, নাহি তার কূল ।
নিজেরি করুণা-বশে
আমারে শিখায়ে দাও,
আমার সকল ভুল
তোমাতে টানিয়া লও,
এ' ত' শুধু তুমি পার,
আর কে দরদী অত,
প্রেমে কেবা তব সমতুল ?

(২৮৩)

নিজেরে ঘিরিয়া
        রহিলি রে চারিপাশে,
কোন্ কুশলের আশে ?

        নিজেরে না চিনি' কাহারে করিলি সেবা,
        সেবার তৃপ্তি বল্ না লভিল কে বা,
        সাদরে পরিলি যত ফুলমালা,
        সবই যে সৃজিল হৃদ্‌ভরা জ্বালা,
        গুণ-গরিমার কনক-কিরীট
                পরিণত উপহাসে।

প্রাণের ঠাকুর
        প্রাণের মাঝারে থাকি'
কতবার তোরে
        করিল যে ডাকাডাকি,
শুনিলি না তাঁর প্রেমভরা বাণী,
পড়িল না চোখে তাঁর হাতছানি
শীর্ণ করিলি হৃদি-মন-প্রাণ
        অকরুণ উপবাসে।

(২৮৪)

কেবলি নিজেরে নিয়া থাকি'
কেন রে বোকার মত
দিবানিশি অবিরত
রাখিলি নয়ন-যুগ ঢাকি' ?

বাহিরে গেল না তোর দৃষ্টি,
নিজেরে ভাবিলি হায়
অতুলন প্রতিভায়
বিধাতার সেরা এক সৃষ্টি ;
নিজেরে ভাবিয়া বড়
কেবলি হইলি জড়,
পঙ্গু, অধম, এক ফাঁকী।

ভিতরে দিলি না তুই লক্ষ্য,—
কে আছে ওখানে বসি'
মধু-যামিনীর শশী,
পাতিলি না তার সাথে সখ্য ;
যত সাধ জীবনের
দেহ, প্রাণ ও মনের
সকলি রহিয়া গেল বাকী।

(২৮৩)

বেহাগ ; একতালা

ছুটে যাক্ সুখের নেশা,
টুটে যাক্ মোহের ঘোর।
ও প্রভো, নাও, ক'রে নাও
অধিকার জীবন মোর॥

বাহিরে তোমার পরশ,
ভিতরে তোমার দরশ,
কেটে দিক্ সকল বাঁধন,
হৃদয়ের বাড়াক্ জোর॥

কর দূর নিশার তিমির,
ভেঙ্গে দাও কারার প্রাচীর,
টেনে নাও তোমার বুকে,
পেতে দাও স্নেহের ক্রোড়॥

(২৮৬)

বেহাগ ; যৎ

সে সুখের মোহে হরি
ক'রো না মোরে বন্ধন,
যে সুখে সতত দুঃখ,
নিয়ত শুধু ক্রন্দন ॥

সে মুক্তি দিও না মোরে,
যাহাতে জঞ্জাল বাড়ে,
চৌদিকে রচিও না গো
মরীচিকার নন্দন ॥

যত আছে হৃদি-ভরা
বাসনা-কামনা-রাশি,
করুণা সাগর প্রভো,
কৃপাবলে দাও নাশি',
দুঃখরূপ পাষাণেতে
কষি' মোরে বারংবার
দূর কর অন্তরের
পুঞ্জীভূত অহঙ্কার,
তোমার পূজায় মোরে
করহ শ্বেত-চন্দন ॥

(২৮৭)

সুখের লোভে চরণ যে তোর
ঘুরল কতই দেশ।
সুখ ত কেবল কথার কথা,
যতই পাবি, বাড়্‌বে ব্যথা,
রক্ত-মাংস-সেবার মাঝে
নাইক সুখের লেশ॥
চখের নেশা, কাণের মোহ,
সুখ ত' কেবল আত্মদ্রোহ;
মুখের মধু মুখেই থাকে
প্রাণটী করে শেষ;
জীবন ভ'রে কাঁদবি নিয়ে
ধ্বংস-অবশেষ॥

বক্ষে যারে আবেগ-ভরে
ধর্‌লি হাজার বার,
যাবার কালে বুঝবি রে হায়!
কে দুনিয়ায় কার?
নাসার বায়ু পদ্ম-গন্ধ,
মুখের ভাষা মধুর ছন্দ,
সবই যে ফাঁদ;—মৃত্যুরজ্জু
মুক্ত চাঁচর কেশ॥

(২৮৮)

সুখের লালসে কেন রে মজিলি,
এ কিরে মন্দ মতি ;
অমৃত-সাগরে উপেখিয়া হায়
হলাহলে হ'ল রতি ?

সুখের নেশায় হইয়া অন্ধ
সুখের দুয়ার করিলি বন্ধ,
"সুখ" "সুখ" করি' করি' কোলাহল
কি হ'ল রে পরিণতি ?

যতই করিলি স্বার্থের চাষ,
ততই যে হায় হইলি নিরাশ ;
মিথ্যার সাথে করিয়া প্রণয়
ঘটিল রে দুর্গতি !
তথাপি কেন রে সুখের লালচ,
পাপের চরণে নতি ?

(২৮৯)

সুর—ফিকিরচাঁদ

কামনা ফাঁসীর দড়ি, আদর করি'
পরিস্ না রে, পরিস্ না রে।
কামিনীর মোহন রূপে মোহের কূপে,
পড়িস্ না রে পড়িস্ না রে॥

স্বপনের সুখের লোভে, খানায় ডুবে,
পূতিগন্ধে মরিস্ না রে।
ওরে তুই প্রেমের ছলে বুঝার ভুলে,
কামের নেশা করিস্ না রে॥

খুঁজে তোর আপন জনে গোপন মনে,
নারীর সঙ্গ করিস্ না রে।
নারী তোর মায়ের ছবি, দেখলে পাবি
প্রাণের জনে প্রাণ-মাঝারে॥

(২৯০)

মায়ার ফাঁদে পড়্‌লি ধরা
পড়্‌লি ধরা পড়্‌লি রে,
নিজের হাতে মরণ-গুহা
গড়্‌লি রে তুই, গড়্‌লি রে।

ছদ্মবেশী আত্মনাশ
কর্‌ল সুকৌশলে গ্রাস,
পুষ্পমালা ভেবে কণ্ঠে
মৃত্যু-রজ্জু পর্‌লি রে॥

বুদ্ধিরে তোর ধিক্‌, রে ধিক্‌!
ভুলি যে দিগ্‌-বিদিক্‌,
পতন-পথে চল্‌লি, শেষে
মরণ-ঘোড়ায় চড়লি রে॥

জীবন-সুধা থাকতে কাছে
মরণ ভালো লাগল তোর,
এমন বিষই কর্‌লি রে পান
কাট্‌ল না আর আঁখির ঘোর;
সুখেরই খোঁজ কর্‌তে গিয়ে
একি বিপদ করলি রে॥

(২৯১)

ওগো যদি না থাকিতে তুমি
জীবন-কানন মম সাহারা গোবীর সম
হইয়া যাইত মরুভূমি ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে আর ফুটিত না ফুল,
গাহিত না প্রেম-ভরে অলি-পিক-কুল ;
সব মধু-গুঞ্জন দারুণ প্রভঞ্জন
নিথর করিয়া দিয়া করিত শ্মশান,
প্রেত-কলরব মোর হ'রে নিত প্রাণ ;
আকাশের শকুনিরা ছুটিয়া আসি'
প্রথমেই আঁখি দুটী লইত গ্রাসি'
তারপরে অকারণ চঞ্চুর বিদারণ
মুখ, বুক উদরেরে হানিত চুমি' ॥

তুমি আছ, তাই সব বিপদ বিফল,
আর আমি হইব না বিঘ্নে বিভল ;
তোমার আদেশ-বাণী
শ্রবণে আবেশ টানি'
কোটি জনমের প্রেমে বাজে ঝুমঝুমি'।
তোমার চরণ-রজে দুই নয়নের মাঝে
উজল জ্ঞানের দীপ জ্বলে কুঙ্কুমি' ॥

(২৯২)

নিজের সুখের লোভে তোমায়
যতই যাই হে ভুলে,
দুঃখ আমায় ততই অধীর
আকুল ক'রে তোলে ॥

সুখ চাহিয়া দুখই পেলাম
লাভ হ'ল না কিছু,
বৃথাই ঘুরে ম'লাম আমি
সুখের পিছু পিছু ;
ক্ষণিক সুখের নিবিড় দুঃখ
স্বভাব আমার কর্‌ল রুক্ষ,
নিজস্বতা বিসর্জ্জিয়া
কাঁদি উচ্চরোলে ॥

ক্ষুদ্র সুখের মোহ আমার
দাও কাটিয়ে প্রভু,
আত্মসুখের দাস আমারে
আর ক'রো না কভু ;
অযাচিত প্রেমে আমায়
নাও হে কোলে তুলে ॥

(২৯৩)

সুখ সুখ করি'
বৃথাই কাঁদিয়া মরি,
না জানিয়া হায় সুখের কুম্ভ
শুধু হলাহলে ভরি ॥

মনে করি বুঝি লভিলাম সুখ ;
চিরতরে আজ পলাইল দুখ ;
দেখিতে অথবা না দেখিতে হায়
হোঁচট খাইয়া পড়ি,
অমৃত-সমান মধুর মোদন
হয়ে যায় বিষ-বড়ি ॥

কোটি জনমের সুখের পিয়াস
সহজে মিটাতে গিয়া
যেখানে যা পাই গিলিয়া খাইতে
মুখ দেই আগাইয়া
চখের পলকে অধর-জ্বালায়
চীৎকার করি প্রাণ বুঝি যায়,
কি লোভ করিনু, কি লাভ লভিনু
বুঝিতে পারি না হরি ॥

তাই ত' কাঁদিয়া কহি,
ওগো প্রভো, আর সুখ-দুখ কোনো
কিছুরই কাঙ্গাল নহি ;
দুখ-সুখ মোরে ভুলাইয়া দাও,
টানিয়া আমারে কোলে তুলে নাও ;
আর কিছু আছে তুমি ছাড়া মোর,
যাই যেন বিস্মরি'।

(২৯৪)

কাওয়ালী

বাসনা-বাঁধন খোলা বড় দায়।
এ ফাঁসী পরিলে গলে
দিবানিশি "হায়, হায় ।।"

ফাঁসীর দড়িতে ফুলগন্ধ
বিষবায়ু বহি' আনে মন্দ,
শোয়াসে মধুর লাগে—
পশিলে পরাণ যায় ।।

ছিঁড়িতে বেদনা লাগে গলে,
রাখিলে চাপিয়া ধ'রে বলে,
কামনা দুমুখী সাপ
আগে পাছে দংশায় ॥

(২৯৫)

ভুপালী ; ঢিমা-তেতালা

ভুল না রে পাপ-প্রলোভনে।
পশিও না কামনার
গহন কাননে ॥

ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনী শত
আগুলিয়া আছে পথ,
উপায় খুঁজিছে সদা
বক্ষ-বিদারণে ॥

ক্রুদ্ধা কাল-নাগাঙ্গনা
উদ্যত করিয়া ফণা
হলাহল ঢালিবারে
সন্ধান আঁটিছে মনে ॥

মন্দির

মায়া-মোহ কর জয়,
তুচ্ছ কর রিপুচয়;
নিজেরে স'পিয়া প্রাণ-
দেবতার শ্রীচরণে।

(২৯৬)

যতই নীচে থাকিস নেমে
উঠে আসার পথ আছে,
আমার প্রভুর নিলে শরণ
মরা মানুষরাও বাঁচে।

যা ভুলে যা অতীত স্মৃতি,
দূর ক'রে দে প্রাণের ভীতি,
ডাক্ রে প্রভুর নামটী ধ'রে,
আস্‌বে ছুটে তোর কাছে।

নেবে তোরে হাত বাড়ায়ে
তার ঐ শীতল চরণ-ছায়ে ;
জীবন-জোড়া চলার পথে
থাকবে সে পাছে পাছে।

(২৯৭)

হেলে-দুলে কয়   বনফুলচয়,—
"বিলাসের তরে   এ জীবন নয়,
ফুটিব গোপনে   সুগভীর বনে
প্রাণ ভরি' গাহি'   শ্রীপ্রভুর জয়।"

"কন্টক-বেঁধে   ব্যথিত-অঙ্গ
নামের প্রতাপে   জিনি' অনঙ্গ
লোকালয় ছেড়ে   এ বন-গভীরে
নিজেরে করিব   তাঁরি পায়ে লয়"।

"তোল আজি ফুল,   নাহি হয় ভুল,
তোল আজি মোরে   উপাড়ি সমূল ;
তাঁরি চরণেতে   প্রাণ ঢেলে দিতে
অন্তরে কেন   থাকিবে রে ভয় ?"

(২৯৮)

প্রভাতের তরুণ রবি
আমারে করল কবি,
আমারে গান শেখাল
আকাশের উজল ছবি।

মন্দির

অরুণের অমল উষা,
গায়ে তার সোণার ভূষা,
চোখে তার মেঘের কাজল,
অপরূপ তার যে সব-ই ॥

সোহাগের স্নিগ্ধ ডাকে,
নিয়তই ডাক্‌ছে কাকে !
আমারেই চায় কি গো সে
হ'তে তার যজ্ঞে হবিঃ ?

দিব মোর চিত্ত দিব,
তনু-মন-প্রাণ স'পিব ;
দিব, যা দিন-রজনী
সাধনায় সত্য লভি ॥

(২৯৯)

আকাশের বুক চিরে ওই
মেঘেরা করছে খেলা,
তরুণ ঐ রবির করে
সেজেছে রূপের মেলা ॥

স্বজনের সাথেই বিলয়
যে দিকেই নয়ন ফিরাই,
বিলয়ের সাথেই বিকাশ,—
আদি নাই, অন্ত যে নাই,
কি নীরব মাতামাতি,
কোনো রং নয় একেলা ॥

হলুদের আঁচল খানায়
নীলের এক পরশ লেগে
সবুজের বিচিত্র এক
শিহরণ উঠ্‌ল জেগে,
সবারেই বক্ষে টেনে
নিতে চায় ভোরের বেলা।

(৩০০)

দিন ত' গেল, সন্ধ্যা হ'ল
এল অন্ধকার
তার মাঝারে মোহন মধুর
মূর্তিখানা কার ?

বড়ই যে ভয় ছিল প্রাণে
কে জানি কোন্ আঘাত হানে,
অন্ধকারের দুর্য্যোগে কোন্
ঘটে দুর্ব্বিচার।
হঠাৎ দেখি জ্যোতির্ম্ময়ের
অনন্ত-বিস্তার ॥

দিগ্‌বিদিকে তারার মালা
সাজাল তার বরণডালা ;
মরণ ব'লে ভয় করেছি
চিরকালটা যার,
অমৃতত্ব নিত্যকালের
আসল স্বরূপ তার।

(৩০১)

পাহাড়ের ঝরণা রে তুই
কার পরশের আবেশ পেয়ে,
ছুটেছিস্ মর্ম্ম-গাথা
সুকরুণ কণ্ঠে গেয়ে ॥

মন্দির

কে দিল তোর এ ভাষা,
জাগাল প্রাণের আশা।
হৃদয়ের সব পিয়াসা
মিট্‌বে রে কার কাছে যেয়ে ?

কে তোরে কর্‌ল আকুল,
নয়নের ভাঙ্গ্‌ল রে ভুল,
ছুটেছিস্ নৃত্য ক'রে
কার আননের পানে চেয়ে ?

দাঁড়া রে পাগ্‌লা ঝোরা,
আমার এই চিত্ত-জোড়া,
ব্যথা আর বিহ্বলতা
দূর করি তোর জলে নেয়ে ॥

(৩০২)

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ ; ঠুংরী

ওগো তরঙ্গিণী, তোর
ক্ষুধিত উল্লাস-মাঝে
আমার অন্তর-ভরা
সানন্দ বেদনা বাজে ॥

আমারি সংঘাত রাশি
তোর বুকে উঠে হাসি'
প্রাণের জ্বলন্ত ছবি
তোর উন্মাদিনী-সাজে ॥

গর্জ্জন-ঝঙ্কারে তোর
সংশয়-সোহাগ মোর,
পাই কিনা পাই প্রাণে
যৌবনের অধিরাজে ॥

(৩০৩)

পাহাড়ের ঝরণা ডাকে
তোমাকেই, আর কাহাকে?
তোমারেই পাবার তরে
ছোটে সে ঘূর্ণিপাকে ॥

তোমারেই বাঁধবে ব'লে
পথের ঐ উপল-শ্রেণী
ঠেলে সে পথ করে নেয়
খুলে তার স্রোতের বেণী,
আবেশের আকুলতায়
নাচে ঢেউ লাখে লাখে।

কিছু হায় জান্‌ল না সে
আমি যে তারই মত
তোমাতেই প্রাণ সঁপেছি ;
ছুটেছি অবিরত,
কি ভাবে কোথায় গেলে
হৃদয়ে পাই তোমাকে ॥

(৩০৪)

বেহাগ ; ঝাঁপতাল

ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও
তরণী আমার
অভিমান-ভরা তনু
কর ছারখার ॥

ক্ষিপ্ত ঝটিকা দিয়া
নিয়ে যাও উড়াইয়া
যাহা কিছু আছে প্রিয়
ভোগ-উপচার ॥

তরঙ্গ ক্ষুধিত নীরে
চারিদিকে লহ ঘিরে,
দাও ডুবাইয়া মম
কামনা-আগার ॥

তোমারি লাগিয়া হরি
চূর্ণ করহ তরি,
কাঁদাও তোমারি তরে
মোরে অনিবার ॥

(৩০৫)

আমার এই জীবনখানা
তোমারেই দিলাম ঢেলে,
কিছু আর চাই না প্রভু
তোমার ঐ চরণ পেলে ॥

মরণের নাই কোন ভয়,
মরণেই জীবন অভয় ;
তোমারে চাই প্রিয়তম
জীবনের হট্টরোলে,
তোমারে চাই প্রেমময়
মরণের শীতল কোলে ॥

তুমি আজ আমার হ'য়ে
আমারে তোমার কর,
যা কিছু সব হারায়ে
হব আজ পুণ্যতর,
তোমাতেই আমার আমি
আজিকে দিলাম ফেলে।

(৩০৬)

পথের কথা যে জানে না,
কি ক'রে কহিবে মোরে পড়ি' পাথেয়ের ফেরে
কত লাভ কত বা দেনা ?

অজানা পথের পাশে কত সাপ, কত বাঘ,
কত বা প্রীতির মালা, কতই বা অনুরাগ,
উঠিবার কত সিঁড়ি নামিবার কত ধাপ;
সেবার সুরভি কত, কত লালসার ছাপ,
সে কি গো বলিতে পারে
পথ যার অচেনা ?

জানি শত ভূত, প্রেত, ডাকিনী ও যোগিনী
পথের দুপাশে বসি' করিছে বিকিকিনি ;
তবু জানি কত জন ব্রতধারী আমরণ
জীবের করিবে শুভ, এই করিয়াছে পণ,
আকাশের ধ্রুবতারা করিল পাগলপারা
তাই তারা আজ কিছু চাহে না।

(৩০৭)

বিপদ আপদ আসেই যদি
নিজের কাজেই থাকিস্ ঠিক্ ;
বাজে লোকের পরামর্শে
ভুলিস্ না তুই দিগ্‌বিদিক্ ॥

মনটা রেখে জীবন-প্রভুর
নিত্যশীতল পায়ে
দিবা-রাত্রি বৈঠা চালা
তোর ঐ ক্ষুদ্র নায়ে,
পাহাড়-প্রমাণ ঢেউগুলিরে
শত কণ্ঠে দে রে ধিক্ ॥

বিপদ দেখে পাস্ নে ভয়,
বিপদকে উপেক্ষা করেই
করবি তারে জয়।
বাধার সুযোগ নিয়েই এগোয়,—
সেই জনাই সাধন-রসিক ॥

(৩০৮)

হোক্ না বিঘ্ন, হোক্ না বাধা,
হোক্ না বিষম দুর্বিপাক,
সমস্ত প্রাণ সঁপে রে তুই
প্রভুর পায়েই প'ড়ে থাক্ ॥

তাকাস্ না তুই ভিন্ন দিকে,
তাঁর চরণেই দে রে বিকে
যা কিছু তোর মন্দ ভালো—
সব-কিছু নিঃশেষে রাখ,
অতীত ভবিষ্যতের আশা,
জীবন-জোড়া রাগ-বিরাগ!

ঘূর্ণি-বায়ু হরলে আয়ু
তোর তাতে ভয় ভাবনা নাই,
তুই যে পরমপ্রভুর কোলে
গড়লি নিত্যকালের ঠাঁই !
সব দিলে সব যায় রে পাওয়া,—
উড়ন্ত ঐ পাখীর ঝাঁক
সন্ধ্যা হলেই শোনে রে ভাই
শান্তিময়ের স্নেহের ডাক ॥

(৩০৯)

বাধাই যদি না এল রে,
করলি কি তুই কর্ম্মযোগ ?
বিনা বাধার বিলাসিতা—
সে ত কেবল কর্ম্মভোগ !

গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে
মন যদি তিন ভুবন ঘোরে,
তাতেও কত আপদ-বিপদ,
কত ঝঞ্ঝা, কি দুর্য্যোগ !

বিনা যত্নে রত্ন পাবি,
ভোল্ রে এমন কল্পনা ;
অসাধনায় সিদ্ধ হবি,
ছেড়ে দে এই জল্পনা ;
লড়াই ছাড়া কেল্লা ফতে—
বুদ্ধিহীনের মনের রোগ ॥

(৩১০)

ভূপালী ; ত্রিতাল

সারা পথ ভরা শুধু কাঁটা।
তোমারে জেনেছি সাথে, দুর্যোগে ঘেরা রাতে,
তাই ছাড়ি নাই পথ হাঁটা ॥

বিজলি চমকি' উঠি' পথ না দেখায়ে হায়
ধাঁধায় রচিয়া বাধা ভয় দেখাইয়া যায়,—
চলেছি আপন মনে রাখিয়া মরম-কোণে
তোমার মূরতিখানি আঁটা ॥

কায়ার ছেড়েছি মায়া, তোমারে ছাড়িব না ;
আমি ত তোমারি ছায়া, বাধায় হারিব না ;
সমান আমার কাছে দিন কি রজনী সব,
সমান জোয়ার আর ভাটা ॥

বিনা যত্নে রত্ন পাবি,
ভোল্ রে এমন কল্পনা ;
অসাধনায় সিদ্ধ হবি,
ছেড়ে দে এই জল্পনা ;
লড়াই ছাড়া কেল্লা ফতে—
বুদ্ধিহীনের মনের রোগ ॥

(৩১০)

ভূপালী ; ত্রিতাল

সারা পথ ভরা শুধু কাঁটা।
তোমারে জেনেছি সাথে, দুর্য্যোগে ঘেরা রাতে,
তাই ছাড়ি নাই পথ হাঁটা ॥

বিজলি চমকি' উঠি' পথ না দেখায়ে হায়
ধাঁধায় রচিয়া বাধা ভয় দেখাইয়া যায়,—
চলেছি আপন মনে রাখিয়া মরম-কোণে
তোমার মূরতিখানি আঁটা ॥

কায়ার ছেড়েছি মায়া, তোমারে ছাড়িব না ;
আমি ত তোমারি ছায়া, বাধায় হারিব না ;
সমান আমার কাছে দিন কি রজনী সব,
সমান জোয়ার আর ভাটা ॥

(৩১২)

খাম্বাজ ; ঠুংরী

যখন নেমেছি পথে
তখনি জানি',
চরণে ফুটিবে কাঁটা
ভয় করিনি ॥

তখনি জেনেছে মন,
ব্যথা পাব অগণন,
শিরে দংশিবে আসি
ক্রুদ্ধ ফণী।

তথাপি চলেছি পথ
নিয়ে ব্রত সুমহৎ,
শ্রবণে পশিছে সদা
তোমারি বাণী

(৩১৩)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

লোকে কতই বলে,
তাই ব'লে কি সুজন কভু
বিপথ-পানে চলে ?

সবাই তোরে দিক্ না রে ধিক্,
নিজের পথেই চলিস্ সঠিক,
প্রিয়তমের চরণ-ছায়া
মিলবে অবহেলে ॥

শুনিস্ না তুই কারো কথা,
বাড়াস নে ভাই বৃথা ব্যথা
পরের মুখে ঝাল খেয়ে তুই
ডুবিস্ না অতলে ॥

(৩১৪)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

সেদিন আমার প্রভুরে পাইনু সাথী
যেদিন আমার দুঃসহ হ'ল
দুঃখের চির-রাতি ।

যেদিন আমার চন্দন-বন
রুদ্র অনলে করিল দহন
ধ্বংস-লীলায়
প্রলয়োৎসবে মাতি' ॥

যেদিন আমার বান্ধব শত
নিমেষের মাঝে হইল নিহত
নিবিল তাদের
উজল জীবন-ভাতি ॥

আঁধারে ঘিরিল চারিদিক মোর
নয়নের আলো হ'ল ঘন-ঘোর,
আসিল না কেহ
জ্বালাতে আশার বাতি ॥

(৩১৫)

ছিল না কেউ বন্ধু-স্বজন
যে আমার হৃদয় চিনে,
তখন তুমি সময় বুঝে
এলে দারুণ দুর্দ্দিনে ॥

হৃদয় দিয়ে হৃদয় নিলে,
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দিলে,
সান্ত্বনা-সুর ঝঙ্কারিলে
স্তব্ধ এ জীবন-বীণে ॥

মুগ্ধ হলাম নিজের গানে,
ডুব যে দিলাম আপন প্রাণে,
রইল না কেউ আপন কি পর
হে প্রভো তোমায় বিনে ॥

(৩১৬)

চৌদিকে ছিল শুধু মরুভূমি,
মরুভূমি ছাড়া কিছু না আর ;
শ্যামল কোমল ক'রে দিলে তুমি,
ফুটিল ফুলের কি যে বাহার ॥

পাথরের কুচি, ক্ষমাহীন কাঁটা
সম্ভবাতীত করেছিল হাটা,
বালি, শুধু বালি করেছিল ধু ধু,
দয়া মায়া কিছু ছিল না তার ॥

তোমারি করুণা অযাচিত ভাবে
সকল ক্ষতিরে পূরাইল লাভে,
একাকী বিজনে হঠাৎ কেমনে
করুণা প্রকাশ হ'ল তোমার ॥

(৩১৭)

শীতের দিনে মলয় পরশ,
লাগ্‌ল কেমন ক'রে ?
জিজ্ঞাসা মোর জাগ্‌ছে হৃদয় ভ'রে ॥

অন্ধ-নিশার মৃত্যুপুটে
জীবন-জ্যোছনা উঠ্‌ল ফুটে,
শান্ত পরাণ কুড়িয়ে পেলাম
ঝড়ে ॥

দুঃখ-ব্যথার গহন বনে
হাসির রাশি ফুটল মনে,
ফুট্‌ল প্রেমের সহস্র-দল
অন্তরের অন্তরে ॥

(৩১৮)

দুঃখের মাঝে আর
বিঘ্ন-মাঝে,
পরম প্রভু যে মম
হৃদয়ে রাজে ॥

তাঁরি সান্ত্বনা-সুর
শোক-তাপ করে দূর,
অভয়-বীণার তান
মরমে বাজে॥

বাহিরের পানে চেয়ে
কি লাভ হবে ?
অন্তর-নাথ মম
প্রাণেই রবে।
সে আমারে চায় তারি
স্নেহের ছায়ায়
(যেন) ম'জে যাই তারি
আরাধনার কাজে

(৩১৯)

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ ; ঠুংরী

আমি ত' চাহিনি তব প্রণয়-মধু
তবু কেন পাগল করিলে আমারে ?
হ'তে ত' চাহিনি তব পরাণ-বঁধু
তবু কেন ভাসাইলে নয়ন-ধারে ?

কেন দিলে আকুলতা,
দিলে প্রাণভরা ব্যথা,
কেন দিলে এ আবেগ হৃদি-মাঝারে ?

কোমল করিলে কেন কঠিন হৃদি,
মরুভূমে বহাইলে প্রেমের নদী ?
যত আগে চাহি নাই,
তত আজি কেন চাই ?
প্রাণের প্রবাহ কেন চাহে তোমারে ?

(৩২০)

ঝিঁঝিট ; খাম্বাজ ; আড়াচৌতাল

যে জন শুনেছে তার মধুমুরলী
সে কিরে রহিতে পারে আপন ঘরে ?
পরেরে সঁপিয়া প্রাণ, বহিলে আঁখির বান,
সে কিরে গোপনে থাকে সরম-ভরে ?

সে কি রে শুনিয়া ডাক নীরবে রহে
সে কি রে বুকের বোঝা সভয়ে বহে ?
প্রাণেরও যে প্রিয়, তারে
কাছে পেয়ে বারে-বারে
সে কি রে ফিরায় লোক-লাজের তরে ?

ইহকাল পরকাল করে কি বিচার ?
অমল কমল-দলে
পরিতে আপন গলে
সে কি রে চাহিয়া দেখে কাঁটা আছে তার ?
ছুটি' সে বাহিরে ধায়
কারো পানে নাহি চায়,
(প্রাণ)-প্রিয়ের চরণ-তলে লুটিয়া পড়ে।

(৩২১)

পীলু-বারোঁয়া ; ঠুংরী

(তুমি) আসি, আসি, আসি ব'লে আস না ;
আমি ভাসি নয়ন-জলে ;
প্রাণভরা কেঁদে মরে বাসনা,
শত ব্যথা হৃদয়-তলে।

পথ-পানে চেয়ে থাকি,
আকুল আঁখি,
কত যে বেদনা বুকে
রেখেছি ঢাকি',
দিবানিশি হৃদি-মাঝে
অনল জ্বলে।

আমার লাগিয়া যদি
কাঁদিতে হরি,
সুদূরে কেমনে তুমি
থাকিতে সরি',
মুখের মধুর ভাষা
আর যত ভালবাসা
পরিণত হ'ল কি ছলে ?

(৩২২)

তোমারে হারিয়ে হরি'
হারায়েছি সব।
বিরহে লভেছি তবু
অতুল বিভব।

"আমি—আমি—" বুলি
গিয়াছি আজিকে ভুলি',
তব স্মৃতি হৃদি জুড়ে
করে কলরব ॥

আজি তুমি নাই কাছে
তবু আছে তব নাম,
আছারি' কাঁদিছে প্রাণ
চুমি সেই প্রেমধাম,
তুমি কত আপনার
বুঝিয়াছি এইবার,
শত অভিমান মম
হয়েছে নীরব ॥

(৩২৩)

কালাংড়া ; ঠুংরী

তোমার লাগিয়া হরি
আকুল এ হিয়া জাগে
প্রতি অঙ্গ আজি মম
শ্রীঅঙ্গ-পরশ মাগে ॥

জানি এ যৌবন মম
তব রূপের আলোকে
বিজলীছটায় চম-
চমকি' ঝক-মকে,
তবু চাহি বার বার
যেন তোমারি চ'খে
তোমার দে'য়া সুষমা
তোমারি ভাল লাগে ।।

তোমার রচিত এই
কুঞ্জ-কানন হে,
তোমারি সৃজিত এই
মলয়-বায়ু বহে,
তবু তুমি এস আজ
হে হৃদয়-অধিরাজ !
খেলিবারে হোরি-খেলা
তোমারি কুঙ্কুম-ফাগে ।।

আমিও ত' তোমারি,
আমিও ত' তোমারি,
এস এস এস ব'লে
তবু মিনতি করি ;
আরও মধুর কর
নব মম অনুরাগে,
আরও অধীর কর,
দাঁড়াও আঁখির আগে ॥

(৩২৪)

(আমায়) একটু কাঁদিতে দাও।
অত তাড়াতাড়ি মুছাইলে বারি
ব্যথার ফোটে না রাও ॥

রুদ্ধ বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া
তাপ-জরজর অধীর এ হিয়া,
না কাঁদিয়ে হরি কেমন করিয়া
শান্ত করিতে চাও ?

আঁখির সলিলে মুছিলে বেদনা
তখন হৃদয়ে এস,
তখন আমার ভাঙা পরাণের
আঁচলের কোণে ব'স,
আজ তুমি হরি আর কোন প্রিয়
প্রেমিকের কাছে যাও।

(৩২৫)

গোপন প্রেমের সাধন আমি
করব কেমন করে ?
প্রেম যে আমার
প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

বৃন্দাবনের কুঞ্জকোণে
চিত্ত আমার যে জাল বোনে,
সে জাল ছড়ায়
সবার ঘরে ঘরে।

একজনারে প্রাণ দিতে চাই
সবজনারে প্রাণ-মাঝে পাই,
একের টানে বিশ্ব আমায়
বক্ষে চেপে ধরে।

(৩২৬)

খাম্বাজ ; কাহারবা

প্রাণপ্রিয় হে,
থেক না, থেক না দূরে ।
তোমারি বিরহানলে
পরাণ গেল পু'ড়ে ॥

সরস পরশ তরে
পরাণ কাঁদিয়া মরে,
দিবানিশি আঁখি ঝরে,
বেদনা হৃদি জুড়ে ॥

যখন যেখানে যাই,
কোথা তুমি খুঁজি তাই,
খুঁজে খুঁজে নাহি পাই,
কেবলি মরি ঘুরে ॥

এস প্রিয় এস প্রাণে,
এস তব নাম-গানে,
প্রাণ-ভরা অভিমানে
পদাঘাতে ভেঙ্গে-চুরে ॥

(৩২৭)

খাম্বাজ ; যৎ

লজ্জা-সরম, মোহের ভরম,
মান-অপমান অকারণ।
এ সব আমার নাও হে কেড়ে
হও যদি হৃদি-রমণ ॥

দূর কর মোর মনের ধাঁধাঁ,
ভাঙ্গ শিকল, ভাঙ্গ বাধা,
আজকে আমায় নিলাজ কর,
সকল লাজের হোক্ মরণ ॥

মরম-জোড়া সরম-রাশি
মরুক গলায় দিয়ে ফাঁসী,
তোমায় আমি ভালবাসি
এই শুধু থাকুক স্মরণ ॥

দূর কর সব ঢাকাঢাকি,
করব প্রেমে মাখামাখি,
প্রতি অঙ্গে হবে হরি
তব অঙ্গ-পরশন ॥

(৩২৮)

এস দেবতা, এস শ্রীহরি *
হৃদয়-আঁধার বিদূরিত করি'॥

তিমিরে আবৃত হৃদ য়কুঞ্জ
স্তব্ধ-নাদ ভ্রমর-গুঞ্জ,
মুদিত কিশলয়, কুসুম-পুঞ্জ
তোমার বিহনে গেছে সব মরি'।

তোমারি আশা-পথ চেয়ে চেয়ে কত
গাহিছে আকুল কোকিল অবিরত,
কানন-বিহগ তৃষিত কত শত
ডাকিছে তোমারে ভ্রমর গুঞ্জরি'।

এই গানটী রচনার একটী কৌতুককর ইতিহাস আছে। রচয়িতা তখন বালক। পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলিয়া নাটক করিতেছে। যার যেমন খুসী আসিয়া পাঠ করিয়া যাইতেছে। কোনও পুস্তক নাই, কোনও শিক্ষণ নাই, কোনও পূর্ব্বপরিকল্পনা নাই। এমন কি কোনও অভিজ্ঞ অধিক-বয়স্ক পরিচালকও নাই। প্রতি জনেই অভিনেতা, প্রতি জনেই নাটকের স্রষ্টা। হঠাৎ একজন একটী গাছে গিয়া বাঁশী নিয়া বসিল, পাঠ করিবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতা গান রচনা করিয়া গাহিলেন,—এস দেবতা এস শ্রীহরি।

এস এস সদা এস এস আজি,
নূপুর-বনমালে শিখি-পাখে সাজি ,
প্রাণ-কুঞ্জে রহ গো বিরাজি';
এস, বঁধু এস মোহন বেশ পরি' ॥

(৩২৯)

আকুল ব্যথিত মন, না ধুলে আঁখির জলে,
বাজেনা প্রাণের বেণু, নামে প্রেমে না মজিলে ॥

থাকিতে কামের হাসি, কল-কোলাহল রাশি,
কাণে কি পশিবে আসি, শ্যামের মোহন বাঁশী
নিশিদিন বাজে তবু, আমি কি শুনিব কভু
চোখের সলিলে কাম-কলহ না ডুবাইলে ?

অধীর যম-যাতনা অতীতের শত কথা,
বিষম বিষ-বেদনা অসহ স্মৃতির ব্যথা,
ঝর ঝর আঁখিজলে সুশীতল না করিলে
কেমনে মরণ-জালে দলিব চরণতলে ?

চাহি তাই আঁখিজল চোখ-ভরা মুখ-ভরা,
করুণ ক্রন্দন চাহি মুখ-জোড়া বুক-জোড়া ;
অনল নিভিয়া যাবে, আসা-যাওয়া শেষ হবে,
জীব-নদ মিলাইবে ব্রহ্মসাগর-সলিলে ।

(৩৩০)

তোমার মুখের দেখ্‌লে হাসি
বিশ্বভুবন যাই ভুলে,
সেই কথা কি বল্‌তে হবে
মুখ ফুটে আর বুক খুলে ?

গোপন হৃদির নম্র ভাষা
মিটায় নাকি তোমার আশা ?
জান্‌তে কি আজ রইল বাকী,
তুমিই আমার প্রাণমূলে ?

না প্রাণনাথ, পারব না তা,
প্রাণেই তুমি রইলে গাঁথা,
তোমার আমার প্রেমের কথা
জান্‌বে না কেউ তিন কূলে ।

(৩৩১)

বেশী নয়, বেশী নয়,
একবার কথা কও।
সরস সোহাগে বুকে
একবার টেনে লও॥

আমার যা-কিছু ছিল
তুমিই কাড়িয়া নিলে,
তুমিই হৃদয়-জোড়া
অনল জ্বালিয়া দিলে,
তবে কেন কাঁদাকাটি
শুনেও নীরব রও ?

যত করি সাধাসাধি
তত যে হতেছ বাদী,
আকুল মিনতিমাখা
রোদন কেমনে সও ?

তবে কি বুঝিব মনে
কাঁদিতেছি ফু'লে ফু'লে
আমার বেদনাতুর
সজল আঁখির ভুলে ?
যে চোর মজাল চিত,
তুমি কি সে জন নও ?

(৩৩২)

আমার প্রাণের কুঞ্জে ফুটেছে
প্রেমের কমল-বন।
হে প্রিয় আমার! এতে কি তোমার
মজেনি নিঠুর মন ?

কমল-কোমল আমার এ বুকে
তোমার চিত্ত পড়ে না কি ঝুঁকে
মোর হৃদয়ের সুধা কি তোমায়
করে না আকর্ষণ ?

আসিছ না কেন ওগো মধুকর,
কেন শুনাও না গুণ্ গুণ্ স্বর ?
হরষাশ্রুতে ভাসাও না কেন
তৃষিত এ দু'-নয়ন ?

তবে কি বিরহ দিতে চাও নাথ,
সুদীর্ঘ দিন, সুদীর্ঘ রাত ?
তবে কি কেবলি দিবে হে দয়িত
হতাশারই ক্রন্দন ?

দিবে যদি তাই দাও ভাল ক'রে,
মিলন-কামনা থাকুক না প'ড়ে,
বিরহে জাগুক কোটি জনমের
অখণ্ড যৌবন ॥

(৩৩৩)

শোণিত কি ভালবাস,
না কি ভালবাস অশ্রু-জল ?
বল বল বল নাথ,
তাই আমি দিব অবিরল ॥

মন্দির

আঘাতে আঘাতে যবে
কাঁদি আমি বিষণ্ন ব্যথায়,
দর দর দর বেগে
রক্ত-ধারা শুধু বয়ে যায়,
অশ্রু মিশে তার সাথে
সৃষ্টি করে গঙ্গা-যমুনায়,
তৃপ্ত হয় তুষ্ট হয়
তখন কি তব চিত্ত-তল ?

শকুনিরা মাংস-খণ্ড
চঞ্চু দিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করে,
অন্তরাত্মা কাঁপি' উঠে
থরহরি' অজানিত ডরে,
আশ্রয় দেখি না কোথা
খুঁজি' সারা বিশ্ব-চরাচরে,
তোমার অন্তরে জাগে
তখন কি হাস্য খলখল ?

তাই যদি ভালবাস
বল না গো স্পষ্ট ভাষে মোরে
তোমার লাগিয়া দুঃখ
সহিয়াছি যৌবনে কৈশোরে,
তোমারি লাগিয়া আমি
বরি' নিব মৃত্যু মহাঘোরে,
দুঃখরাশি দিব পায়ে
যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পদল ॥

(৩৩৪)

জান্‌তে যদি কেমন ক'রে
হৃদয় চিরে মোর,
বইছে প্রিয় শোণিত-ধারা
দিবস নিশি ভো'র !

জান্‌তে যদি কেমন ধারা
ফুলেছে মোর আঁখির তারা
কেমন ক'রে চ'খের আলো
হয়েছে ঘন-ঘোর !

জান্‌তে যদি শ্বাসের বায়ু
কেমন ক'রে হরিছে আয়ু,
কেমন ভরা-বুকের ব্যথা
বাজিছে তুলি' সোর।

কেমন ক'রে প্রাণের পুরে
ফুকারে বাঁশী বিদায়-সুরে ;
টিকে না বুঝি বাঁধন-রাশি
ছিঁড়িল বুঝি ডোর !

ভাল যে বাসি কহিতে আজ
ভাষায় মোর নাহিক লাজ,
জীবনে যদি পাইনি হরি
মরণে দিও ক্রোড়,
সফল তবে হইবে যত
বিফল আঁখি-লোর !

(৩৩৫)

মুখ ফুটে এই ব্যথার কথা *
কইতে পারি না,—
তোমার প্রেমের নইক যোগ্য,
তাই কর ঘৃণা ॥

আমি বরং নীরব হ'য়ে
আমার দুঃখ রইব স'য়ে,
চোখের কাছে থেকেও আমি
রইব অচিনা ॥

লোকে তোমায় বল্‌বে নিদয়,
সেই ব্যথা মোর চিত্তে কি সয় ?
তার চেয়ে এই দীর্ঘ জীবন
একাই রহি না !

* এই গানটি আশ্চর্য্যময়ী দাসী কর্ত্তৃক গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত হইয়াছিল ।

(৩৩৬)

মরণ আজি কাণের কোণে
করুণ কথা কয়,
আজিও মোর প্রাণের সখা
কেন সুদূরে রয়?

জানে না সে কি কেমনে আমি
কাটাই দুখে দিবস-যামী ?
মনেই তবে যাবে কি মিশে
চির-ভরসা-চয় ?

বোঝে না সে কি, তাহারে ছাড়া
ঘোচে না মম নয়ন-ধারা,
বোঝে না সে কি জীবন মম
তাহারি স্মৃতিময় ?

মরমে কোন্ আবেগ-ভরে
অবশ হিয়া লুটিয়া পড়ে,
সকল জানি' কেন সে আজ
এ হেন নিরদয় ?

মোরে কি তবে চাহ না প্রিয়,
তাই কি অত অনমনীয় ?
চাহ কি শুধু শোণিতমাখা
আমার এ' হৃদয় ?
চাহ কি শুধু বেদনাভরা
নয়ন-ফুল-চয় ?

(৩০৭)

আমি শুধু তোমারি তরে
কত যুগ-যুগান্ত অতীত হইয়া গেল
তবু আছি পরাণ ধ'রে ॥

কত গ্রহ-তারা-চয় বিলয় হইয়া গেল,
কত নব বিশ্বের সৃষ্টি !
চলিল যে অবিরাম, তবু ওহে প্রাণারাম
হইল না তব শুভদৃষ্টি,
আসিবে আসিবে বলি'
কত যুগ গেল চলি'
ধৈরয ধ'রে আছি একাকী ঘরে ॥

মোর প্রাণে দিবানিশি আশার ধ্বনি
ঘন ঘন উঠিতেছে কেবলি রণি',
যতই নিঠুর হও
মোরে ছাড়া তুমি নও,
নিজেরে স'পিয়া তব চরণ-'পরে
তোমারে নিয়াছি চির-আপন ক'রে ॥

(৩৩৮)

প্রাণের গোপন কথাটি কে কবে কয় ?
যতই বাহিরে কর অনাদর,
নীরবে তোমার অবহেলা সে যে সয় ॥

ভালবাসি' যবে তোল বাহুপাশে
তখন যে প্রাণ প্রীতিভরে হাসে,
উপেখিয়া যবে কর অনাদর
তখন কাঁদা কি তাহার উচিত হয় ?

তোমার আদর, তোমারি ত অনাদর,
যা-ই যবে কর, নহ তুমি কভু পর,
মিলন-সোহাগে বিরহ-বেহাগে
প্রিয়জন কভু ভ্রমেও ত পর নয় ॥

(৩৩৯)

এসেছি এই দুখের দেশে,
সইব দুঃখ হেসে হেসে,
তবু আমার প্রাণ-প্রভুরে
দেখতে পাওয়া চাই,
এইটুকুই প্রার্থনা মোর
আর বাসনা নাই।

আসব যাব বারংবার,
হয় যদি তাই ইচ্ছা তাঁর ;
তাঁরে যদি আমার প্রাণের
মধ্যখানে পাই,
জন্ম মৃত্যু দুঃখময়,—
তবু দুঃখ নাই।

যাঁর নয়নের ইঙ্গিতে
যাঁর মননের ভঙ্গীতে
সঙ্গীতেরই মতন হ'য়ে
ফুটল চারি ঠাঁই
বিশ্ব-ভাষায় বিশ্ব-মধু,—
আনন্দে কুড়াই ॥

(৩৪০)

আশা-ভৈরবী ; একতালা

কে দিবি জীবন আয় ছুটে আয়
জননীর পাদমূলে ;
স্বার্থের লোভ বিলাস-লালসা
চিরতরে যা রে ভুলে ।।

নিঙাড়িয়া দে রে হৃদয়-রক্ত
হয়ে থাক যদি মায়েরি ভক্ত,
জাগা তরঙ্গ রুদ্র রঙ্গ
শৌর্য্য-নদের কূলে ।।

নিজের পরাণ করি' বলিদান
মরা দেশে বহা জীবনের বান,
সাজা মরুভূমি ত্যাগ-সুগন্ধি
সুন্দর ফল-ফুলে ।।

জাগুক আবার কোটি সন্তান,
লভুক ফিরিয়া বিলুপ্ত মান,
"জয়তু জননী" গাহুক সকলে
নির্ভয়ে প্রাণ খুলে ॥

(৩৪১)

ঊর্দ্ধে উড়িছে পতাকা কার ?
এ যে বিশ্বের স্বাধীনতার ?
সবাই হইবে ঈশ্বরাধীন,
আপনার হবে সবে সবার ।

কে করিছে আজ শঙ্খনাদ—
"ভোল রে দুঃখ, ভোল বিষাদ ?"
এ যে রে বিশ্ব-পিতার কণ্ঠ
ঘুচাতে সবার মনো-বিবাদ ;
ঘুচাইতে আধি, ব্যাধি ও দৈন্য,
ঘুচাতে সবার মনোবিকার ॥

সবারে আজিকে করিয়া এক,
বুকের রক্তে ঘোষণা লেখ,—
"সবাই হইব সবার আপন,
নিখিল বিশ্ব চাহিয়া দেখ্‌ !
প্রেমের প্রবল প্লাবনে ভাসিয়ে
করিব চিত্ত পরিষ্কার ॥"

অতীতে কখনো হয়নি যা,
আমরা সফল করিব তা,
মৃত্যুও যদি সম্মুখে আসে
আমরা তাহারে ডরিব না ॥
উত্থানে আর পতনে নিবেন
পরমেশ্বর মোদের ভার ॥

(৩৪২)

মিশ্রসারং ; দাদ্‌রা

অমন বেঁচে কি হবে রে ?
বৃথায় বৃথায় বসিয়া রহিলি
বিফলে আইলি ভবে রে ॥

ক্রন্দন আজি ত্রিভুবনময়,
ভয়াকুল জনে না দিলি অভয়,
গলিল না তোর পাষাণ হৃদয়
অনাথের হাহারবে রে :

করিলি কেবল স্বার্থের চাষ,
বাড়াইলি শুধু সুখ-অভিলাষ,
রহিলি তুচ্ছ বাসনার দাস,
ডুবিলি মরণ-গহ্বরে ॥

(৩৪৩)

বেহাগ ; একতালা

বিষাদ-মাখান মুখখানি তাঁর
আমারি জননী কাঁদিছে ঐ ।
করুণ আননে নিরখি নয়নে
বিলাসে কেমনে মজিয়া রই ?

বুকফাটা তাঁর বিপুল বেদনা,
শত যাতনায় হতাশ চেতনা,
দিবানিশি প্রাণে বিষম তাড়না,
চোখে দেখে বল কেমনে সই ?

পূর্ণ জ্যোছনা হাসে নাক' আর,
অমানিশা দিল ঢাকি' মুখ তার,
নুইয়া পড়িছে সহি' দুখ-ভার,
দাঁড়াবার হায় শকতি কৈ ?

বিগলিত ধারা কে মুছাবে আজ,
না গণি' বিপদ, বাধা, লোকলাজ ?
মাথা পেতে নিতে জননীর কাজ
কে আছে জগতে আমরা বই ?

(৩৪৪)

জগত-বন্দ্যা চির অনিন্দ্যা
জয়তু ভারত-মাতা
বিশ্ব-ভুবন যাঁহার চরণে
সদা অবনত-মাথা।
রত্ন-আকর অতল জলধি
যাহার চরণ চুমি',
জয়তু পুণ্যভুমি, জয় মা,
জয়তু ভারত-ভুমি।

মন্দির

প্রপীড়িত কোটি মানবের শিশু
যাঁহার বিমল কোলে
বিষাদ-বেদনা দুখের যাতনা
নিমেষে গিয়াছে ভুলে,
নিখিল সমাজে ধাত্রী-রূপিণী
তুমিই জননী তুমি,
জয়তু পুণ্য ভূমি, জয় মা,
জয়তু জন্মভূমি !

আসে না পরাণে অনুতাপ-কণা
লক্ষ যাতনা সহি',
সদা হরষিত মুখ আমাদের
সকল বেদনা বহি'
নাহি ভয়-ভীতি, নাহি আশঙ্কা,
না গণি' দিবস-যামী,
জয়তু পুণ্য ভূমি, জয় মা,
জয়তু ভারত-ভূমি ।।

(৩৪৩)

নমামি মাতৃভাষা, জননী বঙ্গভাষা।
তুমি মোর সকল সহায়,
তুমি মোর সকল আশা,
তুমি মোর শ্রেষ্ঠ সাধন,
তুমি মোর সব ভরসা॥

'মা' ব'লে ডাকিতে মাকে
তুমি মোরে শিখাইলে,
জাতীয় বিশিষ্ট মেধা
তুমি যে মা জাগাইলে,
আঁধার এ' হৃদি মাঝে
জ্ঞান-দীপ জ্বালাইলে,
চিরতরে দূর করিলে
মরণের ঘোর কুয়াশা॥

তোমারি মা মহিমাতে
বাংলাজোড়া প্রেম-গান
কি বিপুল আকর্ষণে,
মুগ্ধ করে বিশ্ব-প্রাণ,
হতাশের আশা জাগে
লভিলে মা তোমারি দান,
অবদানের সেরা সে যে
সর্ব্বজনে ভালবাসা।

তোমার ঐ শ্রান্তিহরা
মধুময় স্নেহের কোলে,
নিও মা আদর ক'রে
আমারে টেনে তুলে,
যেদিন আর কণ্ঠ আমার
ডাকবে না মধুর বোলে,
থামিবে কান্না-হাসি,
মিটিবে সব পিয়াসা।। *

---

* এই গানটি অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত গান "আমরি বাংলা ভাষা"র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা তাহার অনুকরণে রচিত নহে। এই গানটি যখন আমরা বাল্যকালে চাঁদপুরে রচয়িতার কাছ হইতে শিক্ষা করি, তখন পূর্ব্ববঙ্গের লোকের নিকট অতুলপ্রসাদের ঐ গানটি পৌছে নাই।—শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩৪৬)

ভৈরবী—একতালা

এ' যে আমার সোনার দেশ,
এ' যে আমার প্রেমের দেশ।
বুকে যাহার ঝর্‌ছে সুধা,
যার করুণার নাইক শেষ।

যা'র সেবাতে জীবন দিলে
জীবন নাহি যায়,
একের পরাণ দিলে ঢেলে
লক্ষ পরাণ পায়,
যাহার স্নেহ অতুল অপার,
নাইক' দুখের তুচ্ছ লেশ।

ধনী কাঙাল বাছে না ভাই
সবকে কোলে নেয়,
নিজের হাতে উচ্ছ্বসিত
অশ্রু মুছে দেয়,
ভুলিয়ে দেয় সকল ব্যথা,
ভুলিয়ে দেয় সকল ক্লেশ।

(৩৪৭)

কেদারা ; সুরফাক্

সরম কি লাগে না রে
আপনারে লয়ে থাকিতে ?
মরমে কি বাজে না রে,
সলিল আসে না আঁখিতে ?

দশ দিশি গেল ছাইয়া
হতাশ করুণ আঁধারে
জগৎ রহিল ডুবিয়া
অকুল বিষাদ-পাথারে,
হাহাকারে ওঠে কাঁদিয়া
দর-বিগলিত ধারে'
স্নেহভরে বুকে জড়ায়ে
কেহ কি নারিলি রাখিতে ?

(৩৪৮)

স্তিমিত রেখায় শিরা বেয়ে যায়
প্রাণহীন দু'টি শোণিত-কণা
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য ?

মন্দির

মাথার ভিতরে কিলিবিলি করে
ষড়্‌দর্শন ও শাস্ত্ররাজি,
রামায়ণ ঘরে, মহাভারতেরে
দিয়ে সাজায়েছ ফুলের সাজি,
গীতা-ভাগবত পুণ্য মহৎ
পূজা করিবারে ন'বৎখানা।
প্রতিদিন ভোরে সুকরুণ সুরে
বাজায় মধুর কি মূর্চ্ছ্না!
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য?

মানুষের প্রাণ চাহিতেছে ত্রাণ
অন্ধকারের শাসন হ'তে,
ছুটিয়া চলিতে আলোকের পথে
উঠিতে চাহিছে সাধন-রথে;
তুই তারে দিলি শুধু গালাগালি
প্রেমে গলিল না হৃদয়খানা।
তবু কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য?

যে আসিতে চায়, অবহেলা পায়,—
যে গিয়াছে চ'লে, পায় না ডাক ;
ফিরিয়া সে এলে, প্রেমমধু-রোলে
বাজে না তোদের গৃহেতে শাঁখ ;
কত অপরাধ, কত পরীবাদ,—
এই শুধু হয় সমালোচনা।
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য ?

দিকে দিকে চলে মরারা সদলে
প্রাণহীন শুধু মুণ্ডরাশি,
শুধু কঙ্কাল, শুধু জঞ্জাল,
শুধু শ্মশানের অট্টহাসি ;
যে ছিল অঙ্গ, হ'ল ভুজঙ্গ,
হিংসায় তোলে ক্রুদ্ধ ফণা,—
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য ?

(৩৫৯)

মিশ্র বেহাগ ; একতালা

এস মম ভুজবন্ধনে
এস সংঘাত-মথিত,
হতাশা-পীড়নে কে আছ
বিপুল বেদনা-ব্যথিত।

কে আছ আতুর অনাথ,
কে আছ মর্ম্ম-পীড়িত,

কে আছ তাপ-তাপিত
কে আছ দীন পতিত ;
এস সংঘাত-মথিত।

কে আছ দুঃস্থ ব্যাধিত,
কে আছ তৃষিত ক্ষুধিত,
পরপদতলে দলিত
সুখলেশ চির-রহিত ;
এস সংঘাত-মথিত।

শুধু যে তোদেরি লাগিয়া
আছি দিবানিশি জাগিয়া,
হাসিমুখে তনু ত্যাগিয়া
মরণ করিব নিহত ;
এস সংঘাত-মথিত।

(৩৫০)

ছুটে আয় ছুটে আয় রে,
জীবন মরণ করিতে বরণ
জননী-চরণ-ছায় রে।

ভিখারীর ঝুলি বহিয়া বহিয়া
কত অপমান রহিবি সহিয়া ?
পরের চরণে মাথা নোয়াইয়া
কেন কর 'হায় হায়' রে ?

বুক-জোড়া তব জ্বলে তুষানল,
শতধারে বহে নয়নের জল,
গভীর বেদনা, যাতনা অতল,
কেন অচপল তায় রে ?

ভিক্ষার কথা যাও ভুলে যাও,
আপন কর্ম্ম নিজ হাতে নাও,
জগতের কাজে তনু-মন দাও,
জননী তোদের চায় রে।
ছুটে আয় ছুটে আয় রে॥

সার্থক যদি হবি রে জীবনে,
কোনো আশঙ্কা রাখিস না মনে,
আয় রে ফিরিয়া নিজ নিকেতনে
মাহেন্দ্রযোগ যায় রে।

(৩৫১)

আশাবরী ; দাদ্‌রা

জগত ডাকিছে আজ তোমারে,
জগত ডাকিছে আজ
বলি দিতে হবে সকল স্বার্থ
সাধিতে তাহারি কাজ।

বিসরিয়া যত মান-অভিমান,
হরষ-আবেশে দিতে হবে প্রাণ,
রচিতে হইবে নন্দন-বন
সবার মরম-মাঝ।

বিলায়ে মুক্তি দুয়ারে দুয়ারে
ঘুচাইবে চির শোক-হাহাকারে,
আপনি মরিয়া বাঁচাবে সবারে,
পর হে বীরের সাজ।

(৩৩২)

ভৈরবী ; ঠুংরী

তাপদগ্ধ ধরণী।
শান্তি-সলিল তোরা সিঞ্চিবি যদি রে,
আয় ছুটে আয় এখনি।

কণ্ঠ পিপাসিত শুষ্ক হৃদয় তার,
বক্ষ ভরিয়া শুধু রুদ্ধ হাহাকার,
সর্ব্ব-অঙ্গ-জোড়া জ্বলন্ত অঙ্গার,
জ্বালায় জ্বলিছে জননী।

কে আছ কোথায় ওরে জননীর সন্তান,
জীবন-শোণিত আজি করাও মায়েরে পান,
বাঁচাও মায়েরে করি' আপন জীবন দান,
কণ্ঠে ফুটাও তাঁর নিত্য-অভয়বাণী।।

(৩৬০)

কি লাভ হইবে দান ক'রে ভাই
তণ্ডুল এক মুষ্টি,
দিবে যদি দাও পূর্ণ জীবন
একেবারে স-সমষ্টি।

যেই দিকে দিবে দৃষ্টি,
মিলন করহ সৃষ্টি,
সবার তপ্ত হৃদয়-মরুতে
সান্ত্বনা কর বৃষ্টি ॥

দিকে দিকে দিগ্‌ভ্রান্ত
পথশ্রমে ক্লান্ত,—
ক্ষুধায় শীর্ণ বক্ষ বাহুতে
প্রদান করহ পুষ্টি ॥

ছুটে যাও সর্ব্বত্র
নিয়ে তাপহর ছত্র,
করহ সবারে স্নিগ্ধ শান্ত
অন্তরে দিয়া তুষ্টি

(৩৫৪)

এ ভারত জাগ্‌বে আবার,
জাগ্‌বে রে ভাই তপোবলে,
এ দেশের অতুল গরব
ডুব্‌বে না আর অতল জলে।

কামনাহীন মহান্ প্রাণ
সঙ্গোপনে সবার লাগি'
কর্‌বে আত্মদান,
চকিতে—অলক্ষিতে
দিগ্‌বিদিকে জন্মাবে ভাই
কঠোর কর্ম্মী দলে দলে।

তাপস-প্রাণের মোহন পরশ
পাষাণ-হৃদয় মাঝেও দেবে
ত্যাগের সুধা-রস,
অবশ তখন স্ববশ হবে,
কর্‌বে দিগ্বিজয় এ ভবে,
কেশরীর দন্ত ভেঙ্গে
করবে খেলা অবহেলে।

(৩৫৩)

চল্ রে সবার প্রাণে চির-উল্লাস দানে
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে,
দিগন্ত দূরে যারা, ছুটিয়া আসুক তারা,
ভক্তের প্রাণভরা প্রেমফুল-গন্ধে।

যাঁহারা গাহিল তাঁর মঙ্গল-নাম,
যাঁহারা দেখিল তাঁর রূপ অভিরাম,
নয়নের সুরধনী-ধারায় ধরণীখানি
ভিজায়ে রচিল যাঁরা তাঁর প্রেমধাম,
তাঁহাদের হরষের সুকোমল পরশের
মহিমা গাহুক পথ নাচি' নানা ছন্দে।
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে।

কে কাহার ছোট আর কে কার বড়,
সকল বিচার আজি তুচ্ছ কর;
সবারে লইয়া বুকে নাম-মধু-রসে সুখে
প্রেম-সুধা দিকে দিকে শুধু বিতর;
অকূলে মিলুক কূল, সবার ভাঙুক ভুল,
বিদূরিয়া সঞ্চিত যত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে।
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে।

দুঃখের বড় ভয় ছিল রে সবার,
বিব্রত নিয়া শুধু সুখ যার যার ;
নিজেরে করিতে সুখী কেবল হইল দুখী
যতই না প্রয়াসী সে হল বার বার ;
দুঃখ করিতে দূর যত আছে সুরাসুর
সকলেরে মজাইব নাম-মকরন্দে।
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে !

(৩৩৬)

এস হে অতীত চির-পুরাতন,
চির নূতনের বেশে,
স্বেচ্ছাবরিত এস হে দুঃখ
তৃপ্তির হাসি হেসে।

পরের লাগিয়া কৃচ্ছ্র-বরণ,
বিশ্বের তরে হৃদি-বিদারণ,
নিজেরে দানিতে শত শত বার
জীবহিতে নিঃশেষে,
এস হে প্রবীণ প্রাচীন জীবন
নবীনের নব দেশে॥

ভবিষ্যতের মহান্ধকারে
জ্বালাতে প্রদীপ-মালা
এস হে অতীত, এস বারে বারে
সাজায়ে বরণ-ডালা,
যারা আসে নাই, আসিবে তাহারা,
ভাঙিবে তাহারা মিথ্যার কারা,
মুক্তির মহামঙ্গল তারা
বিলাবে নির্ব্বিশেষে।

(৩৫৭)

কেদারা ; তেওড়া

ঋষির ভারতে এসেছে আবার
ঋষি-জীবনের শিক্ষা, *
হে নবভারত, লহ নতশিরে
এ নবীন মহাদীক্ষা॥

---

* এই গানটির কিয়দংশ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের রচনা, কিয়দংশ বাঘাউড়া-নিবাসী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর। এই গানটী ওঙ্কারের জয়যাত্রা ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

মন্দির

নিজের চরণে করি' নির্ভর
দাঁড়াও আবার বহুকাল পর,
নিজ বাহুবলে জিনিয়া বিশ্ব
না চাহি কাহারো ভিক্ষা ॥

অতীতের যশো-গৌরব-গান
নব মুরতিতে লভুক পরাণ,
কত যুগ ধরি' যে মহাচিত্র
করিছে কাল-প্রতীক্ষা ॥

আবার জাগাও জাতির চেতনা,
আবার ঘুচাও দেশের বেদনা,
স্বাবলম্বনে আত্মবলের
দাও কঠোর পরীক্ষা ॥

(৩১৮)

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্।
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ।

(৩৫৯)

সবার নয়নে ফুটুক আজিকে
অনন্ত-জোড়া এক রবি,
কত বিচিত্র রূপ দিকে দিকে
সব মিলে হোক্ এক ছবি ।

যত মুনি, তত ভিন্ন মত ;
যত মত, তত পৃথক্ পথ,
সবারে বাঁধিয়া বাহু-বন্ধনে
পূর্ণ হইবে এক মহৎ ;
সকলের মন এক ক'রে নিয়ে
সবারে বাঁধিয়া এক হৃদি দিয়ে
কলকল রবে মহা-গৌরবে
সিন্ধু কাবেরী জাহ্নবী
পরমানন্দে নৃত্য-ছন্দে
সাগরের বুকে এক হবি ।

ভেদ-বিচ্ছেদ মিথ্যা রে,
মিলন সবারে নিস্তারে,
মিলনে পুণ্য, মিলনে ঋদ্ধি,
মিলনে শক্তি বিস্তারে,
সবারে দানিয়া প্রাণের শুদ্ধি
সবারে বিতরি' বিপুল বৃদ্ধি
মহামিলনের সাধিয়া সিদ্ধি
কর্ম্মযোগের হোক্ কবি,
যে যেখানে আছে সুদূরে কি কাছে,—
মহাযজ্ঞের সেও হবিঃ ।

(৩৬০)

দেশ ; দাদ্‌রা

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই।

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"।

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই।

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই।

(৩৬১)

হে মানুষ! তুমি
আত্মপ্রকাশ কর।
তোমার অভয় মূরতিখানিরে
বিশ্বের মাঝে
সবলে খুলিয়া ধর॥

তোমারে বোঝে না তোমারে জানে না,
তাই ত' তোমারে কেহই মানে না।
তোমারে দেখিলে বুঝিতে পারিত,
দেবতার চেয়ে
মানুষ কত যে বড়॥

জগতের কাছে মানুষের জয়গান,
গাহিবার তরে ব্যাকুল আমার প্রাণ;
তোমারে চিনিলে একটী প্রাণীও
থাকিত না আর
প্রাণভয়ে জড়সড়॥

(৩৬২)

হে মানুষ! তুমি
ধ্যানের দেবতা মোর,
তোমার অতীত-ভবিষ্য ভাবি'
বুকে মম বাড়ে জোর।

কেবল স্বার্থ, কেবল দ্বন্দ্ব
সকলের আঁখি করিল অন্ধ,
কথা হারাইল সহজ ছন্দ,
চৌদিকে তমোঘোর,
অবিরাম শুধু ওঠে কোলাহল,
বেসুরা বেতাল শোর,—
তোমারি ত' পানে তবু তাকাইয়া
আমার চিত্ত-চকোর।

সকল বিকল বিভল বুদ্ধি
তোমার পরশে কর হে শুদ্ধি,
মিথ্যার সাথে মিতালি-বৃদ্ধি
ফিরাক আপন মোড়,
মানুষের সাথে মানুষ বাঁধুক
অক্ষুরণ প্রেমডোর॥

(৩৬৩)

হে মানুষ! আমি
        তোমারেই যেন পাই!
তোমারেই বুকে ধরিয়া আমার
        পিপাসা মিটাতে চাই॥

বিশ্ব ও ভগবানের মাঝারে
সীমা-অসীমের মহা-অভিসারে
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিতে
        তুমি ছাড়া কেহ নাই॥

তাই ত' আজিকে মানুষ হইয়া
আসিয়াছি আমি ভূতলে নামিয়া
শুধু বলিবারে,—"যত আছে জীব,
        সবাই সবার ভাই।"

(৩৬৪)

"আচণ্ডাল ব্রাহ্মণেরে *
        ওঙ্কারের মহামন্ত্র গানে
জাগাও জাগাও আজি
        ব্রহ্ম-গায়ত্রীর মহাতানে।

---

* ইহা সঙ্গীত না হইলেও বহু সভাস্থলে উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে গীত হইয়া থাকে।

অতীতের অন্ধকার—
আত্ম-অবিশ্বাস কর দূর,
নীচতা-হীনতা-বোধ
শত খণ্ডে কর আজি চুর!

বীর্য্যবান্ ব্রাহ্মণের
তপস্থার কুণ্ঠাহীন বল
ছোট-বড় সকলের
মর্ম্মদেশ করুক নির্ম্মল।

ঋষি-মহর্ষির সুত
ঋষিতুল্য তপঃপুঞ্জ হোক্,
স্বর্গের নন্দন-শোভা
লভুক কদর্য্য মর্ত্ত্য-লোক।

শোক-তাপ-জর্জ্জরিত
প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে
মৃত্যুহীন পারিজাত
ফুটুক আজিকে থরে থরে।

(৩৬৫)

হে মানুষ ! তুমি বিশ্বের সেরা সৃষ্টি।
উচ্চ-নীচের বিভেদ কেন হে
মানিবে তোমার দৃষ্টি ?

ক্ষুদ্র-বৃহতে সমান জানিয়া
পরম সোহাগে বক্ষে টানিয়া
কেন না তোমার উদার হৃদয়
করিবে স্নেহের বৃষ্টি ?

উঁচু-নীচু,—সে ত' দেখিবার ভুল,
মানুষের কাছে সবই সমতুল,
সবারে সমান দেখিতে পারাই
মানুষ-জাতির কৃষ্টি।

(৩৬৬)

জাতের কথা তুলিস না আর,
জাত দিয়ে তোর হবে কি ?
যেদিন কায়া কর্‌বি বদল
জাতের সেদিন রবে কি ?

জন্মকালে জাতের চিহ্ন
থাকে রে কার ভিন্ন ভিন্ন ?
সঙ্গে নিয়ে আসে কেটা
পৈতা, তিলক আর টিকি ?

বামুন-শূদ্র ভাবিস্ বৃথা
সবার যে একই পিতা,
সবার উপর সমান ভাবে
একজনার স্নেহের আঁখি !!

হিন্দু-ম্লেচ্ছ মিথ্যা হিসাব,
সেই ত' বড় যার বড় ভাব,
কর্ম্ম দিয়ে হ'লে কুলীন
জন্মটারে দেয় ঢাকি' ।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে ক'রে দ্বন্দ্ব
জাত-বিচারে হ'স্‌নে অন্ধ,
"সবাই যে এক" বুঝার আগে
পরম পাবার ঢের বাকী ॥

(৩৬৭)

জাত-বেজাতের গলদ গ'ড়ে
    আসল জাতের গণ্ডগোল,
যা ছিল জাত হ'ল বেহাত—
    পিতৃ-পরিচয়েই ভুল ।

কে এল ভাই কোথা থেকে
    কেউ জানে না সত্যতঃ,
তথাপি দেখ্‌লি না ভেবে
    নিজ পরিচয় তত্ত্বতঃ,
হুকা-নলচে ছোঁয়াছুয়ি
    বিচার যে কলহের মূল ।

উচ্চ-নীচের ভেদ-বিবাদে
জন্ম-জাতিই দ্বন্দ্ব সাধে,
জন্ম-জাতি কার যে কিবা
    কেউ ভাবে না একটীবার,
সেই বড় জাত হ'য়ে আছে
    যার বচনে অধিক ধার,
শমন কিন্তু ছাড়বে না রে
    তোদের কারো একটী চুল ॥

সময় থাকতে নে রে বুঝে
আসল-জাতের মূলটী কে,
তাঁরে যদি চিনিস্ তবে
কতক্ষণ আর ভুল টিকে ;
তাঁহার স্নেহের দৃষ্টিতে ভাই
সকল জাতিই সমতুল ॥

(৩৬৮)

শূদ্র রে তুই ক্ষুদ্র নহিস্,
জন্মমাত্র সবার হয়,—
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নহে,—
শূদ্র নামেই পরিচয় ॥

তার পরেতে সাধন ক'রে
আত্মজীবন তুললে গ'ড়ে
শূদ্রতা আর তুচ্ছতা সব
ব্রাহ্মণত্বে পায় বিলয় ॥

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠাদি
জন্মেছিল কে ব্রাহ্মণ ?
ব্রাহ্মণত্ব দিল তাঁদের
অমূল্য তপস্যা-ধন ;—
ব্রহ্মবলে জগৎ-পূজ্য,
জন্মবলে কিছুই নয় ॥

ভয়-ভাবনা কর্ পরিহার,
জাগ্ রে ব্রহ্ম-সাধনে,
চূর্ণিত কর্ পায়ের শিকল
লোক-প্রথার বাঁধনে ;
সাধন-বলে দেখ্ রে সবে
নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মময় ॥

(৩৬৯)

যাহারা আমার বিরোধ করিছে,
তাহারা আমার শত্রু নয়
বিরোধ করিয়া সতর্ক করে,—
এ নহে আমার বলক্ষয় ॥

শূদ্রের মুখে তুলিয়া অমিয়
করিয়াছি নাকি পাপ,
শিরোপরি নাকি ঝরিছে আমার
শাস্ত্রের অভিশাপ ;
বাগোচিত যত জল্পনা শুনি,
চিত্তে আমার নাহিক ভয় ॥

যে আছে শূদ্র, যে আছে নারী,
সবারে লইয়া জমাইব পাড়ি ;
ঝঞ্ঝা-মথিত ক্ষুব্ধ বারিধি
নিশ্চিত আমি করিব জয় ।

(৩৭০)

যাহারা আমার করিছে বিরোধ
তাহারা শত্রু নয়,
শত্রুর বেশে মিত্র তাহারা,
কেন রে করিব ভয় ?

আচরণে আর বচনে যে যাই হোক্,
ভবিষ্যতের ফলটুকু শুধু দেখিবে আমার চোখ,
যার যা বলার, যার যা করার,
বলুক, করুক, সবই উপহার,
দীর্ঘ আমার যাত্রাপথের
পাথেয় সুনিশ্চয়,
গ্রহণ করিব আনন্দ-ভরে
অবাক্ সবিস্ময় ॥

অমৃতের সাথে মৃত্যুর কভু
কলহ হ'তে কি পারে ?
মৃত্যু অমৃত হ'য়ে যায় বারে বারে।
যত বিদ্বেষ, সব হয় শেষ,
শুধুই অমৃত অপার অশেষ,
ধ্বংসের যত তাণ্ডব-লীলা
সৃষ্টিতে পায় লয়,
বাধা ও বিঘ্ন করি' কলরব
গাহে সত্যের জয় ॥

(৩৭১)

ওরে, ওরে লক্ষ্মীছাড়ার দল!
জানিস্ তোরা তোদের মূল্য ?
কত তোদের বল ?

ভাবিস্ কেন, গরীব তোরা
ছোটই রইবি জন্মজোড়া ?
কেন ভাবিস্, তোদের হাতে
নাই কোনো সম্বল ?

ধ্রুবতারার পানে চেয়ে
সম্মুখেতেই যা রে ধেয়ে,
লক্ষ্যহারা হ'সনে কভু,
থাক্ রে অচঞ্চল!

(৩৭২)

কোথায় শূদ্র!
কোথায় ওরে নারী!
তোরা আমার নায়ে এলে .
এ নৌকা যাবে না হেলে,
তোদের ভারে
হবে না নাও ভারী।

কত শাস্ত্র কত ঋষি
করল তোদের গঞ্জনা,
বোঝেনি হায় এ যে কেবল
নিজেদেরেই বঞ্চনা ;—
ব্রহ্মবিদ্যা পেলিই যদি
সবাইকে কর্ অধিকারী।

সর্ব্বজনীন ডাক এসেছে,
প্রেম-নদীতে বান ডেকেছে,
পরমসুধা বিলাইব
বামুন-শূদ্র না বিচারি'॥

(৩৭৩)

জাত্-অজাতের তর্ক ক'রে
তুচ্ছ কাজেই কাট্‌ল দিন,
অচ্ছুৎ ছোট অপাংক্তেয়ের
হিসাব নিতেই আয়ু ক্ষীণ॥

ভাবলি না তুই, আসল মানুষ
নয়কো পশু, নয়কো ফানুস,
নয়কো ঠুন্‌কো কাচের পাত্র,
নয়কো বস্তু তত্ত্বহীন,—
মানুষ সত্যযুগের আলো,
সরস্বতীর হাতে বীণ্‌।

দুর্ব্বলতায়, মিথ্যাতে আর
কুসংস্কারে অন্ধ তুই,
পায়ের তলায় দল্‌লি রে ভাই,
বন-চামেলীর গুচ্ছ, যূঁই;
গন্ধরাজের গন্ধ হা রে
একটু আকুল কর্‌ল না রে,
শুণ্‌তে গাছের শিকড়-বাকড়
শুঁকুলি পচা ঘৃণ্য ভুঁই ;—
মনের সকল উচ্চ আবেগ
জঘন্যতায় নিত্য লীন।

মন্দির

শিউলি, বকুল, নন্দদুলাল
ফুট্ল কত, ফুট্ল রে—
তোর মনে নাই প্রীতির চিহ্ন,
ঘৃণাই উথ্লে উঠ্ল রে ;
ঘৃণা করাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম,
ঘৃণার শাস্ত্র জুট্ল রে,
শাস্ত্রবাণীর হাজার অর্থ—
মর্ম্ম ধুলায় লুটল রে,
আসল ভু'লে নকল তু'লে
আস্ফালন কি অন্তহীন !

(৩৭৪)

কার যে কি জাত
কেউ জানে না ভাই ।
তবু দেখ, তাই নিয়ে হায়
গণ্ডগোলের অন্ত নাই ।।

তুই ছোট আর আমি বড়
কারণ আমিই কথায় দড়,
কর্ম্মবিমুখ বুদ্ধি-জড়
তবু সবার প্রণাম পাই ।

মন্দির

হায় কুবুদ্ধি! করবি না কাজ,
সাধন-ভজন রাখ তুলে,
প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রী তুই
নির্ভয়ে ভাই যা ভু'লে;
মানবে না কে শ্রেষ্ঠতা তোর,
আছে যতক্ষণ বড়াই?

পূর্ব্বপুরুষের মহিমা
ভাষার অতীত, ছাড়ায় সীমা,
তাই নিয়ে হায় চলবে কতদিন
কাউকে কিছু দিলি না রে
চাইলি পূজা বারে বারে,
জগৎ-জোড়া বাড়ল শুধু ঋণ।
দু'দিন পরে দেখবি রে তোর
তিন ভুবনে নাইকো ঠাঁই॥

(৩৭৫)

মাগো, জাগবে কি এরা জাগবে কি?
বজ্রগম্ভীর হুঙ্কারে কাজে
লাগবে কি, এরা লাগবে কি?

ক্ষুদ্র স্বার্থে পদতলে চাপি'
ভূমা-সমুদ্রে পড়িবে কি ঝাঁপি',
কল্পনা-ছবি করিতে সত্য
মৃত্যু-মিলন মাগ্‌বে কি ?

চির-আলস্য করি' পরিহার
করিবে কি হারা-নিধি উদ্ধার ?
পাষাণ-প্রাচীরে করি' কর্দ্দম
বক্ষ-শোণিত ঢাল্‌বে কি ?

কুটীরে কুটীরে ঘনান্ধকার,
করিবে কি তারে এরা ছারখার ?
বুকের পাঁজরে আগুন ধরায়ে
জ্ঞানের আরতি জ্বাল্‌বে কি ?

(৫৭৩)

আর কেহ তোর মধুর বীণা
শুন্‌ল কিনা,
সেই দিকে তুই মন দিবি না।

আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে
তোর গাথা তুই যা না গেয়ে ;
প্রাণের পুরে গোপন সুরে
ভাব্‌না বিনা।

যাদের দেহে পরাণ আছে,
আপনি ছুটে আস্‌বে কাছে
প্রাণের ঝোঁকে আস্‌বে বুকে
সব অচিনা।

(৩৭৭)

খাম্বাজ ; একতালা

পরকে যারা আপন ভাবে,
তারাই আমার আপন জন।
তারাই আমার আঁখির তারা,
তারাই আমার হৃদয়-ধন।।

ছোট-বড় সবার তরে,
যার নয়নের ধারা ঝরে,
দুঃখী জনার দগ্ধ প্রাণে
ঢেলে দেয় তার সরস মন।।

পথ-ভোলারে আন্‌তে পথে,
যে পারে তার জীবন দিতে,
ব্যথিত জনে কোল পেতে দেয়
পতিতকে দেয় আলিঙ্গন,
সর্ব্বহারা অনাথ জনে
সকল করে সমর্পণ।

(৩৭৮)

আমার যারা আপন তারা
ক'দিন দূরে থাকতে পারে ?
চাই কি না চাই, প্রাণের টানে
আস্‌বে বুকে বারে বারে।

কার লাগি' মোর কাঁদে হৃদয়,
মুখ ফুটে তা' বল্‌তে কি হয় ?
আমার সাথে এক বেদনায়
ভাস্‌বে সবাই অশ্রুধারে।

এক ছাঁচে সব গঠন ক'রে,
রাখ্‌ল ঠাকুর দূরান্তরে,
কাজের সময় আস্‌লে দেখিস্
কেউ সুদূরে রইতে নারে।

(৩৭৯)

প্রেম কি রে ভাই সহজ জিনিষ
প্রেমের বলে কি না হয় ?
প্রেমের বানে যায় রে ডুবে
উন্নতশির হিমালয় ।।

পাষাণ গলে প্রেম-পরশে,
দগ্ধ মরু স্নিগ্ধ রসে,
চিনতে পারে আপন জনে,
অন্তরে হয় পরিচয়,
দ্বন্দ্ব-বিভেদ দূর হ'য়ে যায়,
দূর হ'য়ে যায় সকল ভয় ।।

সেই প্রেমেরই উপাসনা
করবে তোরে সিদ্ধমনা,
আপন জনায় কাছে টেনে
করবে রে তোর বুকে লয়,
দেখ্‌বি তখন বিশ্বভুবন
শুধুই যে তোর ইষ্টময় ।

(৩৮০)

তোর কি মনে থাকে না ?
জগৎ-মাঝে সবার কাছে
আছে রে কত দেনা ?

প্রতি বিন্দু রক্ত রে তোর,
দিলেও ঋণের নাহিক ওর,
লক্ষ জনম দিলেও ঢেলে
এ দেনা শোধ হবে না ॥

জন্ম জন্ম আস্‌তে হবে
এই অনিত্য মিথ্যা ভবে,
বিশ্বজনার সেবার তরে
হ'য়ে যে আছিস্ কেনা ॥

(৩৮১)

খাম্বাজ

মানব জীবন গেল বৃথা ব'য়ে,
কাটাইবি কত কথা ক'য়ে ক'য়ে ?
হেলায়-খেলায় রহিলি ভুলিয়া,
কেঁদে যে মরিবি সুযোগ হারায়ে ॥

আলসে আলসে গেল চ'লে দিন,
জরা এল দেহে, আয়ু হ'ল ক্ষীণ,
জগতের সেবা না করিলি কিছু
রহিলি শুধু যে আপনারে লয়ে।

নর-নারায়ণে না করিলি পূজা
বহিলি কেবলি লোক-লাজ-বোঝা,
কুপথে চলিয়া মিছা অভিনয়ে
জীবন-যৌবন দিলি যে খোয়ায়ে।

শ্রীহরির পূজা জীবে পূজা দিলে,
জগত-মঙ্গলে শ্রীহরিরে মিলে ;
পাবি তাঁরে পূর্ণ আত্ম-সমর্পিলে,
পাবি না কখনো শুধু ফাঁকি দিয়ে ॥

(৩৮২)

তুই যে রে ভাই করিস্ সেবা,
কে দিল সেই অধিকার ?
সেব্য যে জন, সেই ত আসল !
তোর আর কিসের অহঙ্কার ?

আর্ত্ত হ'য়ে কাঁদছে যে কেউ,
সুযোগ পেলি তার সেবার!
সেবা ক'রে ধন্য যে তুই,
রাখ্‌বি মনে বারংবার ॥

নারায়ণের মূর্ত্তি ওরা
ধ্যানেতে কর আবিষ্কার ;
জীবন-প্রভুর দেখা পাবি
ওদের মাঝেই পরিষ্কার।

ওদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ
পরম-দাতার পুরস্কার,
সেবাতে হও অনুদ্ধত,
স্বার্থবিহীন, নির্ব্বিকার।

(৫৮৩)

ইমন-কল্যাণ ; একতাল।

তোমার সুখের অমরা-কুঞ্জে
প্রাণের আমার কামনা নাই,
শত মাথা যেথা নত হ'য়ে থাকে
সুখ-মাঝে সেথা বেদনা পাই ॥

মন্দির

মেঘ-মল্লার মধুর আলাপ
হরষের বান ডাকে না প্রাণে,
উল্লাসে হৃদি উঠে না নাচিয়া
সুর-শিল্পীর উছল গানে ;
বেদনা সহিয়া মরিছে কাঁদিয়া
যবে শত কোটি আমারি ভাই ।

উজল উষার অরুণ কিরণে
বিভল হইতে ডেকো না মোরে,
কত নরনারী মোহে অচেতন
অমা-যামিনীর তমসা-ঘোরে ;
সবার নয়নে আলো না জ্বালাতে
এদের কেমনে ছাড়িয়া যাই ?

আশার প্রাসাদ চাহিনা গড়িতে,
চাহিনা লভিতে অমর যশ,
ধনের লালসে পাসরি' লক্ষ্য
চাহি না বিশ্ব করিতে বশ
দীনের সেবায় সঁপিয়া জীবন
জনম মরণ ভুলিতে চাই ।

(৩৮৪)

মিশ্র ভৈরবী ঃ ঢিমা-তেতালা

জীবন সঁপিলে যদি
তোমার চরণ পাই,
হৃদয় চিরিয়া দিতে
তিলেক বেদনা নাই ॥
নিজ হাতে আঁখি দু'টি
তুলি' দিব উপহার,
ধরার মোহন ছবি
দেখিতে চাহি না আর।
তোমারি চরণ-তলে
মেলি' আঁখি-শতদলে
আপনি লুটিয়া র'ব
মিলিলে কণিকা ঠাঁই ॥
পাসরিব জগতের
সকল সোহাগ-গান,
তরল-সীসক ঢালি'
বধির করিব কাণ,
আপনি কাটিয়া শির
পড়ি' পায়ে জননীর
মরণে অমর-সুধা
সতত সেবিতে চাই ॥

মুছে যাক্ বুক-জোড়া
আদরের আশারাশি,
থেমে যাক্ মুখভরা
হরষের হাসাহাসি,
মোর জীবনের আলো
এখনি নিভিলে ভালো,
আমার মরণে যদি
জাগে শত-কোটি ভাই ॥

(৩৮৩)

যত আছে মনে ভয়,
সব কিছু কর জয়,
জগতের যত মহৎ ভাগ্য
মহাসাহসীরই হয়,
বীরের ভোগ্যা এ বসুন্ধরা
ভীরুর ভোগ্যা নয় ॥

মন্দির

মনের দুর্ব্বলতা
কহিয়া মিথ্যা কথা
বিরত তোমারে রাখিছে কর্ম্মে,
শক্তির অপচয়
করিছ কেবল বসিয়া বসিয়া
ভাবিয়া, কি জানি হয়।

দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব যত
কর তব পদানত,
কর পরাহত বীর বিক্রমে,
চিরতরে কর লয়
মনের বাতুল কল্পনা, যারা
ভাবে তব পরাজয়।

আত্ম-অবিশ্বাস
গলায় পরায় ফাঁস,
ছিন্ন তাহারে করহ এখনি,
আর বিলম্ব নয়।

কর মস্তক চির-উন্নত
নির্ভয় অক্ষয়।
বীরের ভোগ্যা এ বসুন্ধরা,
ভীরুর ভোগ্যা নয়।

(৫৮৬)

ভূপালী ; ঢিমা-তেতাল

তোকেই জাগাতে হবে
ঘুমন্ত জগৎখানি,
তোকেই শুনাতে হবে
পরম-অভয়-বাণী।

প্রদীপ্ত রবির কর
বরষিয়া খরতর
তোকেই তাড়াতে হবে
তমোময়ী নিশীথিনী।

জ্ঞানের ছুরিকা দিয়া
আঁখি-যুগ পরশিয়া
তোকেই কাটিতে হবে
সবার চোখের ছানি।

কর্ম্মের প্রেরণা বলে
উঠাইবি অবহেলে,
প্রেমের তাড়িত স্পর্শে
ঘুচাবি ঘুমের গ্লানি।

জ্বলন্ত জীবন তোর
হুঙ্কারিবে মহাঘোর,
আলস্য-নিথর জড়ে
সংগ্রামে লইবে টানি'।

দিকে দিকে মহিমার
পুঞ্জিত পৌরুষ-ভার
বিশ্বেরে করিবে মুগ্ধ,
নত-শিরে বদ্ধ-পাণি।

(৩৮৭)

মাটিতে যাহারা পচিল ভাই,
শ্মশানে যাহারা হইল ছাই,
আবার আসিবে তারা,
আমার নয়নে নয়ন মিলায়ে
ফেলিবে অশ্রুধারা।
আবার আসিবে তারা।

দূরে অতি দূরে গেল চ'লে,
কিছু ব'লে, কিছু নাহি ব'লে,
সবাই আবার ফিরিয়া আসিবে
প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা ;
সুরের মোহন মুরলী বাজিয়ে
মুক্ত, বাঁধন-হারা,
আবার আসিবে তারা ॥

গেছে চ'লে, তবু কাঁদি না ভাই ;
গেছে চ'লে, তবু যাওয়া যে নাই ,
গেছে চ'লে ফিরে আসিবে বলিয়া,
অন্তরে জাগে সাড়া ;
সবারে হারায়ে বুঝেছি চরম,
কেহ নহে মোরে ছাড়া।
আবার আসিবে তারা ॥

আবার আসিবে হাসিতে হাসিতে
সোহাগ-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে
মিলন-মালায় গাঁথি' বনফুল,
গাঁথি' আকাশের তারা ;
আবার আসিবে তারা ॥

(৩৮৮)

সেদিন তারে পাবে,
হৃদয়-নিধির লাগি যেদিন
কেঁদে বুক ভাসাবে ।

যেই দেহটী এতই প্রিয়
তার পানে না চাবে ;
দিন-রজনী রইবে ডুবে
নামের মহাভাবে ॥

যেদিন সকল ইন্দ্রিয়-সুখ
আলুনি লাগিবে,
সকল কথা ছেড়ে জিহ্বা
শুধু নামই গাবে ॥

চক্ষু যেদিন রূপের তৃষায়
জগৎ ভুলে যাবে,
তপ্ত তনু কল্পতরুর
ছায়াতে জিরাবে ॥

ছোট-বড়'র প্রভেদ ভুলে
সবারে কোল দিবে,
কুকুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন
প্রসাদ জ্ঞানে খাবে ॥

নিত্যমধুর নামের স্বাদে
জগৎ ভুলে যাবে,
শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ-তলে
আনন্দে লুটাবে ॥

(৩৮৯)

জীবন শুধুই নয় হাহাকার,
নয় রে শুধুই বন্দিশালা,
নয় রে শুধুই বিছার কামড়,
নয় রে শুধুই বিষের জ্বালা ॥

অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীর
কাণ্ড দেখে হ'স্‌নে অধীর,
আপন জনার ভালবাসা
নয় সকলি কাঁটার মালা ॥

মিথ্যা অবিচারের পাছে
পরম প্রভুর দয়াই আছে,
সকল অত্যাচারের মাঝে
তাঁর করুণাই হৃদয়-ঢালা॥

(৫৯০)

আমার পথেই চল্‌ছি আমি,
বিঘ্ন দেখেও যাইনি থামি',
তাইতে কেন রাগ হ'ল রে তোর ?
তোর কথা তুই বল্ না রে ভাই,
আমার তাতে আপত্তি নাই,
আমায় নিয়ে তুলিস্ কেন শোর ?

"উঠবে সবাই একই রথে
চল্‌বে সবাই একই পথে,"—
তারাই ভাবে যারা মূর্খ ঘোর ;
এক রকমে কাঁদে কি রে
ভাসে যখন অশ্রু-নীরে
পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ ও কিশোর ?

আপন পথে চল্‌বে সব,
জম্‌বে তাতেই মহোৎসব ;
নিজের পথে থেকেই বাড়া জোর।
নিজের শয্যা-তলে শুয়ে
মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে
চখ্‌ খুলে দেখ্‌ ঐ হয়েছে ভোর।

(৩৯১)

শ্মশান-কালীর মুণ্ড ছিঁড়ে
গেণ্ডুয়া আজ খেল্‌বি কি রে ?
মৃত্যু-কুটিল হাস্য হাসে
সর্পেরা ঐ শিবের শিরে।

মিত্রেরে আজ শত্রু ভাবি'
দৈত্যেরা ঐ আস্‌ল ঘিরে,
আপন বক্ষে অস্ত্র হানে
উৎপাটিয়া অক্ষিটীরে।

দিগ্‌বিদিকে ভয়ঙ্করী
মূর্ত্তি,—ছিন্নমস্তা কি রে ?
ওষ্ঠ কাঁপে হিংস্র সুখে
তৃপ্তি যে তার নিজ রুধিরে।

মন্দির

হিংসা রে ! তুই অন্ধ হ'য়ে
ঘুরবি কত পঙ্ক-তীরে ?
শান্তি পাবি আয় রে ফিরে
আমার স্নেহের বক্ষ-নীড়ে ।।

(৩৯২)

ভৈরোঁ

জাগো জাগো—*
জাগো ব্রাহ্মণ, জাগো শূদ্র,
জাগো সম্রাট, জাগো ক্ষুদ্র ;—
জগ-জন-মঙ্গল কাজে
সবে লাগো, সবে লাগো।
জাগো, জাগো, জাগো।

(৩৯৩)

অলস নিদ্রায় আর
কাটায়োনা কাল।
ওঠ, জাগ, কর কাজ
মহিমা-বিশাল।

---

* এই গানটী 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা' ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

মন্দির

কঠোর বন্ধুর পথ,
তথাপি নির্ভয়,
যেন তব মনপ্রাণ
সারাদিন রয়,
তোমার সহায় সদা
পরম দয়াল।
ওঠ, জাগ, কর কাজ
মহিমা-বিশাল॥

নিজে জাগো, সকলের
ভাঙ্গো ঘুম-ঘোর ;
জাগো বৃদ্ধ, জাগো যুবা,
জাগো হে কিশোর,
নামে-প্রেমে ত্রিভুবন
করহ উত্তাল।
ওঠ, জাগ, কর কাজ
মহিমা-বিশাল।

(৩৯৪)

(আগে) জাগা নিজের প্রাণ, *
তবে ত' ভাই উঠ্‌বে জেগে
বিশ্ব জগৎখান ॥

চিত্ত যদি রইল ডুবে
মোহের তিমির মাঝে
জাগ্‌বে ত্রিভুবন কিরে তোর
দেহের বাহ্য সাজে ?
ভুলবে না কেউ কপট সাধুর
দেখে বিপুল ভাণ।

দেশের কাজে দশের কাজে
কর্‌লি ডাকাডাকি,
ডাকুলি না ত' দিলি কেবল
নিজের কাজেই ফাঁকি ;
কেউ দিল না হায়রে সাড়া
শুনেও তোর আহ্বান ॥

---

* এই গানটির প্রথম তিন পংক্তি "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

প্রাণ দিবি ত' প্রাণের মূল্য
বাড়িয়ে নে ভাই আগে,
মরা প্রাণের বিসর্জ্জনে
দেশের প্রাণ কি জাগে ?
জীবন্ত প্রাণ বলিই হ'ল
আসল আত্মদান।

(৩৯৫)

আজি আনন্দে উথলিবে ধরা
গলিবে আজিকে পাষাণ প্রাণ
শুনিয়া তোদের প্রাণভরা ডাক
শুনিয়া তোদের প্রণব-গান ॥

ছোট-বড় সব ভেদাভেদ ভুলি'
সবারে আজিকে নিবি কোলে তুলি'
সবারে হাসাবি, সবারে কাঁদাবি,
সবারে করিবি অর্ঘ্য-দান ॥

সবার লাগিয়া জীবন যে তোর,
তাই আজি মোহনিশা হ'ল ভোর ;
তোর জীবনের মাঝে হ'ল আজি
পরমপ্রভুর অধিষ্ঠান ;
তাঁরি কাছ থেকে এসেছে আজিকে
নব-জীবনের এ আহ্বান ॥

(৩৯৬)

ঘুরিলাম কত দিগ্‌দেশ,
কত যে বেদনা বুকে বিঁধিল শেলের মত
কহিয়া না হয় তার শেষ।

সুধাইনু কত জনে, "বলিতে কি পার গো ;
আমার প্রাণের প্রিয় কৈ ?"
সবাই কহিল,—"জানি, আসো কাছে আরো গো,
তবে ত' তাঁহার কথা কই !"
কাছে গিয়ে দেখি হায়, সকলি শুধু কথায়,
যত বেশী দিন যায়, তত কথা বেড়ে যায়,
প্রাণের আকুতি কেহ বুঝিল না লেশ,—
ঘুরিলাম, ঘুরিলাম, শুধু দেশ ঘুরিলাম,
সীমাহীন সে পথ অশেষ ॥

গায়ে কাঁটা পায়ে কাঁটা, কত চলে পথ হাঁটা,
কত চলে বৃথা খাটা কেবলি বিকার ঘাটা ?
মতামতে হাতাহাতি, হানাহানি দিবারাতি,
দেখিতে নয়নে বাজে ক্লেশ,
ইহারি লাগিয়া কিগো তেয়াগি সুখের নেশা
পরিয়াছি বিরাগীর বেশ ?

ছাড়িলাম ছুটাছুটি, পায়ে পায়ে লুটালুটি,
ধরিলাম চাপি' মুঠি তোমার চরণ দুটি ;
অযাচিত করুণায় জাগিলে দীন হিয়ায়,
সকল ব্যথার হ'ল শেষ ;
বুঝিলাম রেখেছিলে আমারে তোমারি কোলে
আঁখি-প্রহরায় অনিমেষ ॥

(৩৯৭)

কেদারা ; ঢিমা-তেতালা

যে পথে টানিয়া লহ
সে পথে চলিতে পারি।
তোমারে দিয়েছি সব,
আমি যে চির-তোমারি ॥

বিষাদ আঁধারে রাখ,
তাতেও অসুখী নই ;
হরষ পাথারে রাখ,
জানি না ক' তোমা বই,
হৃদি-বন-ফুল-চয়
সবই তব প্রেমময়,
তোমারি এ সুখ-দুখ
এ মোর হৃদি-বিহারী ॥

জীবন যৌবন আমি
তোমাকেই সঁপিলাম
তোমার চরণতলে
আমার পরম-ধাম,
শুধু এই আকিঞ্চন
হে মোর জীবন-ধন,
তব নাম লাগি' মোরে
রাখিও চির-ভিখারী ॥

(৩৯৮)

ইকি অপরূপ দেখি
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
তোমারি অতুল বিভা
ছড়ায়ে রেখেছ নাকি ?

মন্দির

শত ইন্দ্রধনু-রাগে
তোমারি সুষমা জাগে,
অনায়াসে অনুরাগে
অনিমেষে চেয়ে থাকি ॥

গ্রহ-তারকার দল
তব রূপে ঝলমল
আঁখি করে ছলছল
কেমনে রুধিয়া রাখি ?

চাঁদের জ্যোছনা-ধারা
করে মোরে মাতোয়ারা,
উষার অরুণ সাড়া
পরাণ লহে গো ডাকি'

গিরি, মরু, উপবন,
অনল, অনিল, ঘন,
নিজ রূপ অতুলন
দিয়ে কি রাখিলে ঢাকি ?

(৩৯৭)

ভৈরবী ; ত্রিতাল

এসেছ কি জীবনের জুড়াইতে যাতনা
কোমল কুসুম-রাশি-হাসে ?
এসেছ কি প্রাণভরা প্রেমরাশি লইয়া
মাতাইতে নাম-মধু-ভাষে ?

হে প্রিয়তম প্রভো তুমি যে আমারি,
অণুতে-রেণুতে আমি শুধু হে তোমারি,
সে কথা জাগায়ে দিতে
মম প্রাণ-মনো-চিতে
নাচিয়া আইলে ফুল-বাসে ?

তিরপিত কামনা নিভৃত এ হৃদয়ে,
মৌন বাসনাচয় তব পরশ পেয়ে,
অপগত যত শোক
লভিয়া চরণালোক,
জ্যোছনা জাগিল অমাকাশে ।।

(৪০০)

যা-কিছু আমার আছে আপনার হাতে তুমি
লহ লহ লহ কাড়িয়া।
আমার উপরে মোর যত আছে অধিকার,
সব আজি দিব ছাড়িয়া ॥

হৃদয়-কাননে মোর যতেক কুসুম-চয়,
তুমি যদি চাহ তবে তোমাতেই হোক্ লয়,
উপাড়িয়া লহ বলে পরিতে তোমার গলে
জুড়াইতে তোমারি হিয়া ॥

আমি আছি শুধু নাথ তোমারি তরে,
প্রাণ শুধু তোমারেই কামনা করে,
মোর সফলতা শুধু তোমারে দিয়া ॥

(৪০১)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

মানুষ খুঁজিয়া মরে মানুষের মন। *
পিয়াসা-মিটান প্রাণ মানস-রমণ ॥
(হৃদয়-রতন, মনেরই মতন)

---

* এই গানটি "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" সবাক্ ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

যাঁহার সুখ-পরশে
নয়নে ধারা বরষে,
ডুবু ডুবু প্রেম-রসে
যৌবন জীবন ॥

যাঁহারে পাইলে বুকে
হাসি ফোটে সারা মুখে,
সমভাবে সুখে-দুখে
আপনার জন ॥
(পরশ-রতন, জীবন-জীবন)

(৪০২)

সিন্ধু-কাফী ; ঠুংরী

মন, সেথা যেতে চায়,
যেথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি
মানুষ হ'য়ে নাম বিলায় ॥

যেথা, ইন্দ্র ছাড়ে ইন্দ্রপদ,
কুবের ছাড়ে ধনমদ,
হ'য়ে, হরিনামে গদ্‌গদ
মানুষের পায়ে লুটায় ॥

যেথা হ'য়ে নামে মাতোয়ারা
প্রেমেতে আপনা-হারা,
মানুষেরে বুকে ধ'রে
দেবতার হৃদি জুড়ায়।

যেথা, মর্ত্ত্য উঠে স্বর্গ-ভূমে,
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে,
কেহ, দেবতা হ'তে না চাহে,
মানুষে মানস পায়।

(৪০৩)

হিণ্ডোল; একতালা

ছোট-বড় সবাইকে নেয়
কোলে রে!
যখন যারে দেয়রে পরশ
তখনি সে
সকল দুঃখ ভোলে রে!

পতিত ব'লে কর্‌বে ঘৃণা,
আমার প্রভু তেমন ত' না !
শত সুবোধ জনার সাথে
অবোধ জনেও
ডাকে মধুর বোলে রে !

নইলে কি আর আমার মত
অধমে ঐ চরণ পেত,
প্রেমানন্দের দোলায় কভু
পরাণ কেবল
দুল্‌ত কি হিঙোলে রে ?

(৪০৪)

ভুপালী ; কাওয়ালী

কঠোর হৃদয় গল রে !
"জয় গুরু জয়" বল রে !

অটল পাষাণ হেন
অচল রহিবি কেন ?
কোমল কমল প্রায়
মেল শতদল রে !!

ফুটা রে প্রাণের ফুল
মিটা জীবনের ভুল,
প্রেম-জলে হোক্ তোর
আঁখি ছলছল রে !
গড়ায়ে পড়ুক বারি
করি' ঝলমল রে !!

ধোয়া রে চোখের জলে
তাঁর পদতল রে !
যে চরণ লাগি' জীব-
জীবন উতল রে !
যে চরণ লাগি' কোটি
ধরণী পাগল রে !!

(৪০৩)

পূরবী-হিন্দোল ; একতালা

আমার প্রভুর দয়া সে যে
সকল জনার চিত্তহরা,
মন-ভুলান প্রাণ-জুড়ান,
সকল ভুবন পাগল-করা ॥

পাও যদি সেই দয়ার লেশ
ভুলবে সকল দুঃখ ক্লেশ,
ভুলবে ব্যথা, শোকের কথা,
ভুলবে মরণ, ভুলবে জরা।

পাপী ব'লে ঠেলবে নারে,
ডাকবে কাছে বারে বারে,
এক পা যদি যাও পিছিয়ে
সামনে এসে দেবে ধরা;
তাই ত' তাঁরে প্রভু বলি,
তাই ত' সে মোর জীবন-ভরা।

পতিত-পাবন প্রভু আমার,
নিত্য-শরণ অনাথ জনার,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ আদি
তাইতে যে তাঁর চরণ-ধরা;
ত্রিশকোটি দেবতারা জানে
প্রভু আমার সবার সেরা।

(৪০৬)

আমার প্রভু আমার সাথে
নিত্য করেন খেলা,
তাই না আজি বিশ্ব-জোড়া
সাজাই প্রেমের মেলা !
দূরকে আমি নিকট করি,
পরকে ধরি বুকে,
সান্ত্বনা দেই, অভয় বিলাই,
সকল দুঃখে শোকে,
পতিত ব'লে, অধম ব'লে
নাইক অবহেলা।

তোদের মাঝেই আমার প্রভু
আছেন চুপটী ক'রে,
তাঁর সুমধুর স্পর্শটী পাই
তোদের বক্ষে ধ'রে,
তোদের শ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁর
শুনতে যে পাই কণ্ঠ উদার,
তোদের হৃদয়-স্পন্দনে তাঁর
তৃপ্তি সমুচ্ছলা,
তোদের মুখের হর্ষে যে তাঁর
দৃষ্টি সমুজ্জ্বলা।

(৪০৭)

কালাংড়া ; একতালা

তাঁর মত আর কে জানে রে
প্রাণ-জুড়ান সোহাগ-যতন,
তাঁর মত আর কে আছে রে
সকল জীবের মনের মতন ?

ভোরের পথে কে হয় সাথী,
আঁধার-ঘোরে কে দেয় বাতি,
দুখের বনে বন্ধু হ'য়ে
ভুলায় কে রে সব জ্বালাতন ?
আপন হাতে দেয় রে তুলে
সারা অঙ্গের কাঁটার গাঁথন ?

আমার সকল শোকের মাঝে
কার মধু সান্ত্বনা বাজে ?
বক্ষ পেতে রক্ষা করে
যখন আসে অধঃপতন ।

কাহার স্নেহের উদার আলো
ভালবাসতে লাগে ভালো?
পরম-পুরাণ হ'য়েও থাকে
যুগ-যুগান্তে নিত্য-নূতন?

সে যে রে মোর প্রাণের প্রভু,
সে যে জগৎ-জীবের জীবন,
হেলায় খেলায় হারাই যদি
আপনি আসে আনন্দ-ধন,
আপনি মোরে কোল পেতে দেয়
সরস করে পরশ-রতন।

(৪০৮)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

তুমিই আমার সকল রত্ন,
তুমিই আমার সকল ধন,
বল-ভরসা সবই তুমি,
তুমিই আমার হৃদয়-মন॥

দুঃখ, দৈন্য, অনটন
যখন করে নিপীড়ন,
তখন তোমার চরণ-কোণে
আমার সুখের কমল-বন ।।

সবাই যখন দেয় গো ফাঁকি,
তোমার স্নেহে রাখ ঢাকি',
চোরের ভয় তার আছে নাকি
তুমিই যাহার আপন জন ?

আশার রবি-শশীর মেলা
আমার প্রাণে করে খেলা
তুমিই আমার জীবন-ভেলা,
রসের সাগর অনুক্ষণ,
তুমিই আমার উষার আলো,
চখ-জুড়ান নীল-গগন ॥

তোমার মত কে আছে আর ?
তোমার প্রেমের নাই পারাপার।
তুমিই তোমার মতন ক'রে
গড়্‌লে যে এই তিন ভুবন ;
বিশ্ববাসীর চিত্ত-হরণ,
মন-ভুলান, প্রাণ-মোহন ॥

(৪০৯)

ঝিঁঝিঁট ; একতালা

অবাধ বাঁধনে বাঁধিল আমারে
সে মোর জীবন-ধন রে।
করিল শীতল যত দাব-দাহ
জুড়াইল প্রাণ-মন রে।

ভয়, সঙ্কোচ মোহ বিদূরিয়া
হতাশ জীবন দিল জাগাইয়া,
প্রেমের পরশে নামের হরষে
করিল চির-আপন রে ॥

পুলকিত তনু পুণ্য-কিরণে
টানিয়া লইল অভয়-চরণে,
স্বপনের ঘোরে কিবা জাগরণে
চির-অনাথ-শরণ রে ॥

(৪১০)

লগ্নী ; ঝাঁপতাল

জুড়াল জীবন আজি জুড়াইল রে।
বিরস বেদন আজি ফুরাইল রে!

ধরি' প্রিয়তম আজ
নয়ন-মোহন সাজ
ভাঙা হৃদয়-দুয়ারে দাঁড়াইল রে ॥

এস এস ব'লে ডাকিয়াছি এতদিন,
ডাকিতে ডাকিতে মম কণ্ঠ হইল ক্ষীণ ;
বিগলিত আঁখি-ধারে
কেঁদে পাই নাই যারে,
নিজ হাতে সে যে আঁখি মুছাইল রে!

মন্দির

শোয়াসে শোয়াসে যাঁর প্রেমের স্মৃতি,
দগধি' আকুল মোরে ক'রিছে নিতিনিতি,
আপনারি প্রেমবশে
আসিল সে হেসে হেসে,
সকল ব্যথার বোঝা ঘুচাইল রে॥

(৪১১)

কানাড়া ; একতালা

সকল অনল নিভিয়া গিয়াছে
তোমার কোমল পরশে।
সকল বেদনা ডুবিয়া গিয়াছে
চরণ-পরশ-হরষে॥

গিয়াছে মিটিয়া আশার ছলন,
মজিয়াছে প্রেমে মম প্রাণমন,
শত কদম্ব ফুটিছে অঙ্গে
পুলক-অশ্রু বরষে॥

বিভীষিকা গেছে অভয় বচনে,
মোহ-প্রলোভন আর নাহি টানে,
অন্ধ নয়ন গিয়াছে খুলিয়া
জ্যোতির্ম্ময় দরশে ॥

(৪১২)

ঝিঁঝিট ; খাম্বাজ

যৌবন-মন্দিরে আজি
তোমারি মুরতি হেরি'
সকল বিষয়-তৃষা
গিয়াছি চির-পাসরি' ॥

হিম-বিন্ধ্য-গিরি কোটি
আনন্দে পড়িছে লুটি',
শত রবি শশী তব
চরণ-নখর ঘেরি' ॥

শুনিতেছি অবিরাম
মধুমাখা মহানাম,
অনন্ত সাধক-সিদ্ধ
বাজায় নামের ভেরী।

(৪১৩)

ভূপালী

নিজেরে চিনিয়া লও নিজে
বাহিরের আঁখি মুদি'
চেয়ে দেখ নিরবধি
তোমার আপন রূপ কি যে !

নিজেরে ভাবিয়া অতি দীন
দেব-নর-গণে ধরি'
তাদের চরণে পড়ি'
থাকিতে চাহিছ পরাধীন ;
দেখ রে দেখ রে আসি'
আপন রূপের রাশি,—
সুষমার তুমি বারিধি যে !

কন্টক-শয্যায় রচ রে শয়ন,
বলি দাও শরীরেরে, বলি দাও মন ;
চিত্তের উল্লাস, বিত্তের উচ্ছ্বাস,
সব কিছু করহ নিধন ;
কামনায় আছ বাঁধা,
চোখে লালসার ধাঁধা,
তাই না করিছ সদা পূজা মনসিজে ॥

মন্দির

ডোব রে ডোব রে আজি জলধি-তলে,
তরঙ্গ যেথা নাই স্রোতের জলে ,
তোমার মূরতি রাজে
অতল গভীর মাঝে,
বিশ্বের প্রেম ঘিরি' জ্ঞানের-বীজে
ইন্দ্রিয়াতীত সুখ নিয়ত সৃজে ।

(৪১৪)

কিবা মোহন মূরতি রে !
চিদ্‌ঘন পদ্ম বিকাশে ধীরে !

শত রাগ-মেলা
করে কত খেলা,
শান্ত বিজলী-ভাতি রে !

মরণ দুঃখ ভয়
পাইল চির বিলয়,
অন্ধকার চয়
নিমেষে করিল জয়,
দূরে পলাইল রাতি রে !

(৪১৫)

ভেদ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল সব দূর।
ভিতর বাহির এক হয়ে গেল,
আমি আজ ভরপুর।

নাহিক অভাব, নাহিক দ্বন্দ্ব,
সব একতান, একটী ছন্দ,
জানা-অজানায়, এক অনুভব,
সব গানে এক সুর।

স্থিতি আর গতি এক পরিণাম,
সকলের মাঝে শুধু এক নাম,
বিচিত্র কোটি বিশ্বের মাঝে
এক, সে যে কি মধুর!

(৪১৬)

বেহাগ ; একতালা

বাহিরের কোলাহল
গেল রে থামিয়া,
শান্তিময় প্রেমামৃত
আইল নামিয়া ॥

পূজারী স্পন্দনহীন,
শঙ্খনাদ নভোলীন,
পুষ্পচয় দেবতার
চরণে পড়িয়া ।

ফুরায়ে গিয়াছে আজ
বাহিরের শত কাজ,
নিবিল আরতি-বাতি
প্রাণাহুতি নিয়া ।

(সমাপ্ত)

মন্দিরের

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩৫৬	এস হে অতীত চির পুরাতন	৩৬৭
৪	এস হে প্রাণের প্রিয়	১৫
৩৯৯	এসেছ কি জীবনের জুড়াইতে যাতনা	৪১৫
৩৩৯	এসেছি এই দুঃখের দেশে	৩৪৭
২৭	ওগো চির গুণ-গরীয়ান্	৪০
৩০২	ওগো তরঙ্গিণী তোর	৩০৯
১১৪	ওগো, প্রাণ তোমারেই চায়	১৩২
১৮৮	ওগো প্রাণের হরি	২০০
১৭	ওগো বিশ্বদেব গাহি' তব বিশ্বনাম	২৯
২৯১	ওগো যদি না থাকিতে তুমি	২৯৯
৫৮	ওগো, সত্য সুন্দর হরি	৭৬
৯৭	ওগো শিব সুন্দর নাথ	১১৭
৮	ওঙ্কারে বীণা বাজে রে	২০
১২২	ও বঁধু, কি আর চাহিব বল	১৪০
২২০	ওমা, দয়ার ভিখারী হ'তে	২৩০
২৬৪	ওমা, সকল হারাই যদি	২৭৩
১২৬	ওরা চাহে একা একা করিতে সাধন	১৪৪
১৫৬	ওরা সবাই করছে মানা	১৭২
৩৭১	ওরে ওরে লক্ষ্মীছাড়ার দল	৩৮৪
১৮৪	ওরে, দুঃখ দেখে পাবি কেন ভয়	১৯৬
৪০৪	কঠোর হৃদয় গল রে	৪১৯
৫১	কত আশা ক'রে ব'সে আছি হরি	৬৭
৮৬	কত জনে করে কত জনে নির্ভর	১০৩

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৪৩	কোটি কোটি সন্তান যার	২৫০
১০	কোটি গ্রহতারা আপন কক্ষে চলে	২২
২৪৪	কোথা তব সে মূরতি	২৫১
২৩৯	কোথা মা আমার	২৪৭
৩৭২	কোথায় শূদ্র, কোথায় ওরে নারী	৩৮৪
১২৪	কোথা হে নাথ, কোথা হে বন্ধু	১৪২
১৭৯	ক্ষুধার অনল তুমিই দিলে জ্বেলে	১৯২
৭২	ক্ষুব্ধ হৃদয় মাঝে তোর	৮৯
৩৫৮	খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড	৩৬৯
১৬৫	খোঁজার মত দেখ্ না খুঁজে	১৮০
৮৩	গভীর নিশীথে তুমি চাঁদের কিরণ	১০০
১১৮	গানের পরে গান আর তানের পরে তান	১৩৫
৪৭	গোপন পূজার ধন	৬৩
৩২৫	গোপন প্রেমের সাধন আমি করব	৩৩১
৪৬	গোপনে মরম-পুরে	৬২
৩৯৬	ঘুরিলাম কত দিগ্দেশ	৪১১
২৪০	চখে, দেখি আঁধিয়ার	২৮১
২৭২	চরণে নমস্কার	২৮১
৩৫৫	চল রে সবার প্রাণে চির-উল্লাস দানে	৩৬৬
১৬৪	চোখের দেখা দেখ্লি শুধু	১৭৯
২০১	চিরদিন যাবে না রে	২১১
৩১৬	চৌদিকে ছিল শুধু মরুভূমি	৩২২
৩১৫	ছিল না কেউ বন্ধু-স্বজন	৩২১

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক

—:—